বিরাটপর্ব্ব।

মহাকবি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতান্তর্গত
বিরাটপর্ব্বের অনুবাদ।

শ্রী হরিনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত।

চতুর্থ বার মুদ্রিত।

কলিকা

মিরজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮৫।
বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

সন ১২৬৯। পৌষ।

মূল্য ॥০ (আট আনা)।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এই বিরাটপর্ব্ব পুস্তক যখন প্রথম মুদ্রিত হয়, তৎকালে ইহা যে সাধারণ-স্কুলে প্রচলিত হইবে এমত আশা করি নাই, এনিমিত্ত ৫০০ শত খানি মাত্র মুদ্রিত করিয়াছিলাম। কিন্তু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ এতৎপাঠে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ছাত্রগণের পাঠগ্রন্থমধ্যে পরিগৃহীত করাতে সে সমুদায় এক বৎসরের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে, এবং পুনর্ব্বার অধিক সঙ্খ্যক পুস্তক আবশ্যক হইয়াছে, আমি এই নিমিত্ত ইহা দ্বিতীয়বার ১০০০ মুদ্রিত করিলাম। প্রথম বারে যে সকল স্থান কিছু দুর্ব্বোধ হইয়াছিল, তাহা সহজ-ভাষায় পরিবর্ত্তিত করা হইল, এবং ভ্রমপ্রমাদ-বশতঃ যে সকল স্থলে মূলার্থের যৎকিঞ্চিৎ বিসঙ্গতি হইয়াছিল তাহা সুসঙ্গত করা হইল।

অনুবাদ-কালে বিখ্যাত নৈয়ায়িক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু মহাশয় আমার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পরিশুদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম বারে ইহার মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু এই মূল্যে ইহা গ্রহণ করা পাঠশালার বালকদিগের পক্ষে ক্লেশকর হইবে বলিয়া এবারে অর্দ্ধমুদ্রামাত্র নির্দ্ধারিত করা হইল।

শ্রী হরিনাথ শর্ম্মা।

বিরাটপর্ব্ব।

জনমেজয় স্বকীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বৃত্তান্ত শুশ্রূষু হইয়া বৈশম্পায়নকে সবিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! মদীয় পূর্ব্বপুরুষ যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব দুর্য্যোধনভয়ে কাতর হইয়া বিরাট-রাজধানীতে কিপ্রকারে অজ্ঞাত বাস করিলেন, এবং তাদৃশ পতিপরায়ণা পরম সুকুমারী দ্রৌপদীই বা কিরূপে পরগৃহবাসক্লেশ সহ্য করিয়া অজ্ঞাতচারিণী হইয়া থাকিলেন ইহার সবিশেষ শ্রবণ করিবার বাসনা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! আপনকার পূর্ব্ব-পুরুষেরা যেরূপে মৎস্যভবনে অবস্থান করেন তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন।

বনবাসান্তে এক দিবস রাজা যুধিষ্ঠির অনুজদিগকে কহিলেন বহুকষ্টে আমাদিগের বনবাসের অদ্য দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। অতঃপর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। এক্ষণে এমন কোন উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ কর যে তথায় আমরা অবিদিতরূপে সংবৎসর অতিবাহিত করিতে পারি।

অর্জ্জুন কহিলেন মহারাজ! কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, ও অবন্তি এই

সমস্ত পরম রমণীয় প্রদেশ আছে, ইহার মধ্যে কোন স্থান মহাশয়ের অভিমত হয় বলুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন মৎস্যরাজ পরমধার্ম্মিক ও অতি উদারচরিত, বিশেষতঃ আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, অতএব বিরাটরাজধানীই আমাদিগের বাসোচিত স্থান। অতএব সেই স্থানেই প্রচ্ছন্নভাবে সংবৎসর কাল অবস্থিতি [illegible]। কিন্তু তথায় আমাদিগকে যে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, এই সময় তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! এমন কোন ব্যবসায় আছে? যে আপনি তাহা অবলম্বন করিয়া বিরাটভবনে অবস্থান করিবেন, আপনি অতিমৃদু বদান্য ও সত্যব্রত, আপনা হইতে কিরূপে তাহা সম্পাদিত হইবে। মহারাজ আপনি সামান্যজনোচিত দুঃখ সহ্য করিতে কখনই সমর্থ নহেন। অতএব ঈদৃশ দুস্তর বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইবার কি উপায় হইবেক বুঝিতে পারিতেছি না। যুধিষ্ঠির কহিলেন আমার পাশক্রীড়ায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে, অতএব ব্রাহ্মণবেশে বিরাট ভূপতির সভায় সভিকপদবী পরিগ্রহ করিয়া পাশক্রীড়া দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিব, এবং এই বলিয়া পরিচয় দিব আমার নাম কঙ্ক, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়পাত্র ও প্রাণসম মিত্র ছিলাম। এই সকল কল্পিত কথাদ্বারা আত্মগোপন করিয়া অনায়াসে এক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিব। এখন ভীম তুমি কি রূপে বিরাটনগরে সংবৎসর যাপন করিবে মানস করিয়াছ বল।

ভীম কহিলেন আমি মৎস্যভূপের গৃহে সূপকার

বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিব, বিবিধ ব্যঞ্জন পাক বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন দ্বারা রাজভবনস্থ সুশিক্ষিত পুরাতন সূপকারদিগকে পরাভূত করিব। এই কার্য্য দ্বারাই সুতরাং রাজপুরুষদিগের অতিমাত্র প্রীতিপাত্র হইব এবং রাজাও পরম পরিতুষ্ট হইবেন। রাজকিঙ্করগণ অন্ন পান বিষয়ে আমার একাধিপত্য এবং অমানুষ কর্ম্ম সমস্ত দেখিয়া আমাকে দ্বিতীয় রাজার ন্যায় মান্য করিবে। আমি বলবান বৃষ ও মহাবল করীর সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং রাজভবনস্থিত বীর পুরুষদিগকে মল্লযুদ্ধে পরাভূত করিয়া রাজার অপরিসীম হর্ষোৎপাদন করিব। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপকার ছিলাম; আমার নাম বল্লব। আমি এইরূপে আত্মগোপন পূর্ব্বক বিরাটভবনে অবস্থান করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন যে মহাবীরের নিকট স্বয়ং অগ্নি খাণ্ডবদহন মানসে ব্রাহ্মণবেশে উপনীত হইয়াছিলেন যিনি একরথে বিপথপ্রস্থিত দুর্জ্জেয় পন্নগ রাক্ষসদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া দাবদাহন ও ভুজগরাজ বাসুকির ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই এই প্রতিযোধপ্রধান ধনঞ্জয় কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। যদ্রূপ নিখিল প্রতাপশালীর মধ্যে সূর্য্য, তেজস্বিমধ্যে অনল, মনুজমধ্যে ব্রাহ্মণ, বিষধরমধ্যে আশীবিষ, আয়ুধমধ্যে বজ্র, তোয়াধারমধ্যে সমুদ্র, জলধরমধ্যে পর্জ্জন্য, নাগমধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তিমধ্যে ঐরাবত, প্রিয়পাত্র মধ্যে পুত্র, এবং সুহৃদ্বর্গ মধ্যে কলত্র, প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বীরদলের অগ্রণী লোকাতিগ-বিক্রমশালী গাণ্ডীবধম্বা সেই এই মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন একণে

কি প্রকারে আত্মসংগোপন পূর্ব্বক সংবৎসর অতি-পাতিত করিবেন। যাঁহাকে লোকে দ্বাদশ রুদ্রস্বরূপ, ত্রয়োদশ সূর্য্যস্বরূপ, নবম বসুস্বরূপ ও দশম গ্রহস্বরূপ জ্ঞান করে, যাবতীয় যোধপ্রধান সেই এই ত্রিলোক-বিখ্যাত অর্জ্জুন এখন কিরূপে অজ্ঞাত বাস করিবেন।

অর্জ্জুন বলিলেন আমি যণ্ডকবেশে মৎস্যরাজনিলয়ে অবস্থিতি করিব, প্রবল জ্যাঘাত লাঞ্ছন আচ্ছাদনের নিমিত্ত করে কঙ্কণ ও বলয় ধারণ করিব, জাজ্বল্যমান কুণ্ডলযুগলে কর্ণযুগল মণ্ডিত করিব, শিরোদেশে বেণী-বিন্যাস করিব, স্ত্রীস্বভাবসুলভ আখ্যায়িকা পাঠে রাজা ও রাজান্তঃপুরচর বর্গের মনোরঞ্জন করিব, এবং পুর-নারীগণকে বহুবিধ নৃত্য গীত বাদিত্রাদি শিক্ষা করাইব, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব আমি যুধিষ্ঠিরগেহে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম, আমার নাম বৃহন্নলা।

অনন্তর যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন তুমি কিরূপে বিরাটভূপ ভবনে সংবৎসর অতিবাহন করিবে। নকুল কহিলেন আমি মৎস্যরাজভবনে তুরগ রক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া রহিব এবং ইহাই বলিয়া পরি-চয় দিব, আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্ববন্ধ ছিলাম, অশ্বগণ স্বভাবতই আমার অত্যন্ত প্রিয়; অশ্বের শিক্ষা, অশ্বের রক্ষা ও তদীয় চিকিৎসা বিষয়ে আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে, আমার নাম গ্রন্থিক।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন মহাশয় পূর্ব্বে আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই গোধন রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রেরণ করিতেন, তন্নিবন্ধন গো-সংখ্যানাদি কার্য্যে আমার যেরূপ নৈপুণ্য আছে তাহা

মহাশয়ের অগোচর কিছুই নাই, অতএব আমি বিরাট-রাজ নিকেতনে গোসঙ্খ্যাতা হইয়া থাকিব, এবং এই বলিয়া পরিচয় দিব "আমি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির নৃপতির গো-পালন কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলাম, আমার নাম তন্ত্রিপাল"।

অনন্তর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া অনুজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সম্প্রতি পতি-প্রাণা দ্রৌপদী ইতর রমণীর ন্যায় গৃহ-কার্য্যের বিষয় কিছুই অবগত নহেন, সুতরাং কিরূপে বিরাটভূপমন্দিরে আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন। ইনি আমাদিগের প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, মাতৃবৎ প্রতিপালনীয় ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়। ইনি কেবল গন্ধ মাল্য বসন ভূষণ ব্যতিরেকে আর কিছুই জানেন না। এক্ষণে এই সুকুমারী রাজকুমারী কিরূপে পরাধীনবৃত্তি স্বীকার করিয়া অবস্থিতি করিবেন। দ্রৌপদী কহিলেন নাথ! আমার নিমিত্ত কোন চিন্তা করিবেন না, কেশবিন্যাস কার্য্যে আমার বিলক্ষণ পটুতা আছে, আমি সৈরিন্ধ্রী বেশে বিরাটরাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা কার্য্যে কাল-যাপন করিব। রাজা দ্রৌপদীবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন সাধ্বি! তুমি যেরূপ সদ্বংশে জন্মিয়াছ ও তোমার যেরূপ শুদ্ধাচার তদনুরূপই বলিলে, এখন পাপাত্মারা যাহাতে তোমাকে দেখিতে না পায়, এমত করিবে।

পরে রাজা যুধিষ্ঠির সকলকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন তোমাদিগের মধ্যে যিনি যে কার্য্যের উল্লেখ করি-লেন, তিনি তাহাই করিবেন, এবং আমিও তদনুরূপ করিব, এক্ষণে আমাদিগের পুরোহিত মহাশয় দ্রুপদ-নিবেশনে গমন করিয়া সূত ও পাচকগণ সমভিব্যাহারে

অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন্। ইন্দ্রসেন প্রভৃতিরা নগরীতে গমন করুক এবং দ্রৌপদীর পরিচারিকাগণ পাঞ্চাল দেশে গিয়া অবস্থান করুক। সকলেই যেন বলে যে, পাণ্ডবেরা দ্বৈত বন হইতে কোথায় গমন করিলেন তাহার কিছুই সন্ধান জানি না। তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া ধৌম্য পুরোহিতের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। অনন্তর ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুহৃদ, ব্রাহ্মণ, যান, ও প্রহরণাদি বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা তোমাদিগের কিছুই অবিদিত নাই। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও লোকবৃত্ত পরিবেদনে তোমরা সুপণ্ডিত বট, এবং কৃষ্ণাকে যে সতত রক্ষা করিবে তাহারও সন্দেহ নাই। তথাপি প্রাপ্তকালে সুহৃদ্ গণ সাধ্যানুরূপ পরামর্শ দিয়া থাকে, এই জন্য কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি শ্রবণ কর। তোমরা বিরাটরাজনিকেতনে সম্মানিত বা অপমানিত হও, এক বৎসর অতি সাবধানে থাকিবে। অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হইলে যথেচ্ছাবিহারী হইয়া পরমসুখভাগী হইতে পারিবে। কিন্তু নরেন্দ্র সদনে অবস্থান করা নিতান্ত সহজ নহে বিবেচনা করিতে হইবেক। যে ব্যক্তি আদেশ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় ও রহস্য কথায় কাহাকেও বিশ্বাস না করে, যে আসনে অন্যের অভিযঙ্গ আছে ও যেখানে উপবিষ্ট হইলে দুষ্ট লোক শঙ্কিত হয় এমত স্থানে না বসে, যে ব্যক্তি যানে সিংহাসনে পল্যঙ্কে গজে ও রথে অধিরোহণ না করে, সেই ব্যক্তিই রাজমন্দিরে অবস্থিতি করিতে পারে। নৃপসদননিবাসী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজান্তঃপুরনারীদিগের সহিত কখনই মিত্রতা করেন না; এবং যাহারা অন্তঃপুরে থাকে

ও যাহাদিগের প্রতি অন্তঃপুরচারিণীদিগের দ্বেষ থাকে সে সমস্ত ব্যক্তিদিগেরও সহিত আলাপ করেন্ না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি রাজাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজই করেন না, উচ্চপদারূঢ় ও নৃপতির অতি প্রীতিপাত্র হইলেও রাজা যতক্ষণ কোন প্রশ্ন বা কোন বিষয়ে বিনিয়োগ না করেন তাবৎকাল জাত্যন্ধবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাই হউক, বন্ধু হউক, মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে সকলকেই অপমানিত হইতে হয়। বুদ্ধিমান্ পুরুষ অতিযত্নে ও অতি সাবধানে রাজসেবা করিবে। রাজা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে। সকল কার্য্যেই ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার করিবে। সদা সত্য হিত ও প্রিয় কথা কহিবে, অপ্রিয় বাক্য কখনই মুখে আনিবে না, এবং ভ্রমক্রমেও রাজার অনিষ্ট চেষ্টা ও অনিষ্টকারী ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি রাজার অন্যতর পার্শ্বেই উপবেশন করেন এবং রাজা অমাত্য বা প্রিয় ভাবিয়া যে সকল মনোগত কথা কহেন তাহা কোথাও ব্যক্ত করেন্ না, করিলে অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় হইতে হয়। রাজার নিকট থাকিতে গেলে অভিমান বিসর্জ্জন করা সর্ব্বথা বিধেয়, যেহেতু তাদৃশ ব্যক্তি কখনই স্নেহভাজন হইতে পারে না। যাঁহার প্রসাদ অতুলসুখহেতু ও কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধ একবারে সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠে, তাঁহার অনভিমত কার্য্যে সম্মত হওয়া নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। অন্যের কথা কি কহিব যাহারা তৎপ্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করে ও অতিমাত্র প্রীতিপাত্র বা সর্ব্বেশ্বরও হয়, তাহারাও কখন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রমত্ত হইলে তৎ-

ক্ষণাৎ তাহাদিগকে অবমানিত ও পদচ্যুত হইতে হয়। অতএব নৃপসন্নিধানে অবস্থান করা যে কতবড় বিবেকী ও কতবড় সাবধানের কর্ম্ম তাহা বর্ণনা করা যায় না। তথায় সর্ব্বদাই নিরতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া থাকিতে হয়, সহসা কোন হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে হাস্য সম্বরণ বা অতিহাস্য করা উভয়ই বিরুদ্ধ, না হাসিলে গাম্ভীর্য্য ও অতিহাস্যে উন্মত্ততা প্রকাশ হয়, এ স্থলে মৃদু বা ঈষৎ হাস্য করাই সর্ব্বথা বিধেয়। অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি লাভে আহ্লাদিত ও অপমানে দুঃখিত না হয়, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে গুণ কীর্ত্তন করে, এবং একান্ত নিগৃহীত হইয়াও তদীয় নিন্দাবাদ না করে, যে ব্যক্তি আপনাকে রাজার প্রিয় মনে করিয়া সর্ব্বদা স্বকীয় শুভোদ্দেশে যত্ন না পায়, ছায়ার ন্যায় নৃপতির অনুগামী ও অতিনম্র হইয়া চলে, রাজা অন্যের প্রতি আদেশ করিতেনা করিতে স্বয়ং অগ্রসর হয়, এবং নৃপকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, এ কর্ম্ম অতিদুঃসাধ্য ও অত্যন্ত ক্লেশজনক এইরূপ চিন্তা করিয়া ভীত না হয়, যাহার পক্ষে স্বদেশ, ও বিদেশ দুরবস্থা ও সুখের অবস্থা সকলই সমান, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র অপহরণ ও উৎকোচ গ্রহণ না করে এবং প্রসাদলব্ধ বসন ভূষণ সর্ব্বদাই ধারণ করে, যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ হিতকারী অপক্ষপাতী বিজিতেন্দ্রিয় অস্বার্থপর প্রফুল্লবদন ও প্রসন্নমন, সেই বিবেকী বুদ্ধিমান্ ধীর নরেন্দ্রমন্দিরে থাকিবার যথার্থ যোগ্য। অতএব হে পাণ্ডবগণ! তোমরা বিরাট-ভবনে গিয়া এইরূপ সংযত হইয়া সংবৎসর অতিবাহিত করিবে, পরে ইষ্টসিদ্ধি হইলে অবশ্যই সুখসম্পত্তি লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন আমরা তদনুসারেই চলিব। মাতা কুন্তী ও বিদুর মহাশয় ব্যতিরেকে এরূপ উপদেশ প্রদান করে এমত আর কেহই নাই, এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থান ও বিজয়লাভের নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন্। ধৌম্য যুধিষ্ঠির-বচনে প্রস্থানোচিত যাবতীয় কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর পঞ্চ ভ্রাতা, যাজ্ঞসেনী সমভিব্যাহারে অগ্নি ও তপোধনগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিরাটনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অন্যান্য সহচরগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিল। পাণ্ডবগণ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া কালিন্দীর দক্ষিণতীর দিয়া, কখন বনদুর্গে কখনবা গিরিদুর্গে অবস্থিতি করিয়া শীকার করিতে করিতে দশার্ণের উত্তর ও পাঞ্চালের দক্ষিণ দিয়া যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশ অন্তরে রাখিয়া বনবাস হইতে মৎস্যপতির অধিকারে উপনীত হইলেন।

পথিমধ্যে দ্রুপদরাজতনয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! যেরূপ পথ দেখা যাইতেছে বোধ হয় বিরাটনগর এখনও অনেক দূর আছে, আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, অতএব অদ্য এই স্থানেই অবস্থান করুন। ধর্ম্মরাজ মহিষীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অদ্যই আমরা বনহইতে বহির্গত হইয়াছি, পথিমধ্যে আর কোথায়ও অবস্থান করা হইবে না। কিন্তু দ্রুপদনন্দিনীও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন আর চলিতে পারেন না, অতএব তুমি ইহাঁকে স্কন্ধে করিয়া লও। অর্জ্জুন রাজাজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলে সকলে নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর রাজা অর্জ্জুনকে বলিলেন আমাদিগের অস্ত্র

শস্ত্র সমস্ত কোথায় রাখা যায়, ইহা লইয়া নগরে প্রবেশ করিলে লোক সকল শঙ্কিতচিত্ত হইবে, বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনু সন্দর্শনে সকলেই আমাদিগকে চিনিতে পারিবে; অতএব কোন নিভৃত স্থানে ইহা লুক্কায়িত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন বলিলেন মহারাজ! এই দুর্গম গহনে অতিদূরারোহ এক প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, ওখানে লোক জনের গতায়াতের কোন সম্ভাবনা নাই, বিশেষতঃ শ্মশানের অতি সন্নিহিত, অতএব ঐ বৃক্ষের উপরে রাখিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া অর্জ্জুন গাণ্ডীবের জ্যামোচন করিলে সকলেই ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ কার্ম্মুক হইতে জ্যাবতারণ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির নকুলকে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলে, তিনি সকল একত্র পাশবদ্ধ করিয়া শমীবৃক্ষে রাখিলেন এবং কেহ কখনও উহার উপর না উঠে, খুলিয়া না দেখে এবং পুরাতন শবের পূতিগন্ধ ভাবিয়া উহার নিকট দিয়াও না চলে, এজন্য ইহাই প্রচার করিয়া দিলেন যে, পাণ্ডবেরা শমীবৃক্ষে একটী শব বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইহা তাহাদের কুলধর্ম্ম।

এই রূপে পঞ্চ পাণ্ডব অস্ত্র শস্ত্রাদি সঙ্গোপন করিয়া আপনাদিগের পঞ্চ জনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল, এই পাঁচটী সাঙ্কেতিক নাম রাখিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমতঃ রাজা যুধিষ্ঠির মনে২ বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তি ত্রিভুবনেশ্বরী অসুরকুলনাশিনী পার্ব্বতীকে অতি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার পাপভয় ও বিপদ্‌ভয় থাকে না, অতএব এক্ষণে তাঁহার স্তব করা আমার

পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, এই বিবেচনা করিয়া বিবিধ স্তুতি-বাক্যে দুর্গার আরাধনা করিতে লাগিলেন।

হে বরদে কৃষ্ণে কুমারি দেবি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপা, আপনকার কর্ণদ্বয় মণি-কুণ্ডলে বিভূষিত, সুধাকরবিস্পর্দ্ধি বদন, মুকুট অতি বিচিত্র। আপনি ভুজঙ্গাভোগরূপ কাঞ্চীগুণে ভোগিভোগাবদ্ধ মন্দর গিরির শোভা ধারণ করিতেছেন। আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা হেতু মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন। হে সুরশ্রেষ্ঠে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি সমরে শরণাগত ব্যক্তিকে বিজয় দান করিয়া থাকেন। এক্ষণে এ অধীন ভক্ত জনে জয়দান করুন। হে কালিকে হে শীধুমাংসপশুপ্রিয়ে, আপনি যখন যেখানে গমন করেন ভূতগণ আপনার অনুগমন করেন। হে কামচারিণি ভারাবতরণে, যে সকল ব্যক্তি আপনাকে স্মরণ করে এবং যাহারা প্রতিদিন প্রভাতে আপনার নাম কীর্ত্তন ও ভক্তিভাবে আপনাকে প্রণাম করে, ধনপুত্র বিষয়ে তাহা-দিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। আপনি দুর্গ হইতে রক্ষা করেন এই হেতু আপনাকে লোকে দুর্গা বলিয়া থাকে। কান্তারমধ্যে অবসন্ন, সমুদ্রে নিমগ্ন ও দস্যুকর্ত্তৃক বিপন্ন ব্যক্তিদিগের আপনিই গতি। হে মহাদেবি জলপ্রতরণে ও গহনে বিপন্ন হইয়া আপনাকে স্মরণ করিলে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। আপনকার শরণাগত ব্যক্তি-দিগের ধনক্ষয় ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয় হয় না। আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি, হে সুরেশ্বরি আমাকে রক্ষা করুন, আপনার অনুকম্পা ভিন্ন এ অনাথ বিপন্ন দীন জনের পরিত্রাণের আর উপায় নাই।

ধর্ম্মরাজের এইরূপ স্তুতিবাদে পার্ব্বতী অতি তুষ্ট ও সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন অহে নৃপবর অচিরাৎ সমরে তোমার বিজয় লাভ হইবে, আমার প্রসাদে তুমি কৌরববাহিনী পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিবে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরম প্রীতিলাভ সুখলাভ ও আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে, যে সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি তোমার সুখ্যাতি করিবে আমি তাহাকেও রাজ্যদান ও শুভপ্রদান করিব। কান্তারে, গহনে, পর্ব্বতে যে ব্যক্তি যেখানে আমাকে এইরূপ ভক্তিভাবে স্মরণ করিবে ইহলোকে তাহাদের কিছুরই অভাব থাকিবে না। অতএব এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিরাটনগরে গমন কর, আমার প্রসাদে তত্রত্য লোক সকল তোমাদিগকে কিছুতেই চিনিতে পারিবে না, এবং কুরুগণও তোমাদিগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিবে না। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কক্ষে বস্ত্রাবৃত সৌবর্ণ অক্ষ গ্রহণ করিয়া রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলেন। অপরিসীম বল, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে বারিদবৃন্দসংবৃত দিনকর বা ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় বোধ হইতেলাগিল। বিরাটরাজ দৃষ্টিমাত্র সভাস্থ ব্যক্তি-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? আমার বোধ হয় যেন কোন নৃপবর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিতেছেন। সমভিব্যাহারে রথ, করী, তুরগাদি না থাকিলেও অনন্য-সাধারণী আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে ইহাঁকে নিঃসন্দেহ পুর-ন্দরতুল্য জ্ঞান হইতেছে। লক্ষণদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় ইনি ব্রাহ্মণ নহেন অবশ্যই মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইবেন।

মৎস্যপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া পারিষদ্গণের সহিত এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে যুধিষ্ঠির নিকটে গিয়া কহিলেন মহারাজ আমি নবীনদীনভাবাপন্ন দুঃখী ব্রাহ্মণ, আপনি অতি পুণ্যাত্মা ও পরমদয়ালু শুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আপনকার নিকট আসিয়াছি। রাজা কহিলেন মহাশয় কোন্ রাজ্য হইতে আগমন করিলেন, আপনকার নাম গোত্র ও ব্যবসায়ই বা কি। যুধিষ্ঠির কহিলেন আমি বৈয়াঘ্রপদ্য বিপ্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের পরম সখা ছিলাম, অক্ষদেবনে আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, আমার নাম কঙ্ক। বিরাট কহিলেন প্রথমতঃ মহাশয়ের আকৃতি সন্দর্শনে এমত সন্তুষ্ট হইয়াছি, যে আপনি যাহা চান তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। দ্বিতীয়তঃ অক্ষদেবী মাত্রেই আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, অতএব আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর হউন, আমি অদ্যাবধি আপনকার বশভাপন্ন হইয়া থাকিব, বোধ হয় আপনি রাজ্য শাসনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার অন্য প্রার্থনা নাই, কেবল এইমাত্র বাসনা, আর পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিব না, ইহাতে অনেক বিপদে পড়িয়াছিলাম। অতএব অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত পক্ষের উপর অন্যের দাওয়া থাকিবে না। এই বাক্যে মৎস্যপতি অতি তুষ্ট হইয়া দেশস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি, তোমরা শ্রবণ কর অদ্যাবধি কঙ্কও এই রাজ্যের দ্বিতীয় প্রভু হইলেন, এই কথা বলিয়া কঙ্ককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আপনি অদ্যাবধি আমার পরম মিত্র হইলেন, আমার যেরূপ যান, যেরূপ অশন ও যে প্রকার বসন, আপনারও তদ্রূপ হইবে, এবং কোন বিপন্ন ব্যক্তি আপন-

কার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে আপনি আমার ভাণ্ডার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবেন।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের ইষ্টসিদ্ধি হইলে মহাবল বৃকোদর করে তরবারি ও দর্ব্বী গ্রহণ করিয়া যূথপতিগমনে নৃপতিসদনে উপনীত হইলেন। এবং হস্তদ্বয় তুলিয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, গুরূপদেশে সূপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, একার্য্যে আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে। বোধ হয়, আমার সদৃশ সূপকার পৃথিবীতে আর নাই, এবং মল্লযুদ্ধ বিষয়েও আমার সম্পূর্ণ পারদর্শিতা আছে। মৎস্যপতি ভীমের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ও তাদৃশ ভীষণ আকার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন আপনি যে প্রকার তেজস্বী ও আপনার যেরূপ রূপ তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে মহাশয় অবশ্যই কোন প্রধান ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, সূপকারবৃত্তি কোন মতেই আপনকার যোগ্য হইতে পারে না। ভীম কহিলেন আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপকার ছিলাম, তিনি মল্লযুদ্ধে অমানুষ পরাক্রম দেখিয়া আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, আমিও তদীয় প্রীতিবৃদ্ধি নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত প্রায় সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতাম। এক্ষণে তাঁহার বনগমনে দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। মৎস্যপতি বলিলেন আপনি সসাগরা ধরা শাসনে যথার্থ যোগ্য, আপনাকে অদেয় কিছুই নাই, আপনি অদ্যাবধি রাজভবনস্থিত যাবতীয় সূপকারের অধীশ্বর হইলেন, তাহারা সকলেই আপনার বশীভূত হইয়া থাকিবে।

এইরূপে ভীমসেনের অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে, অসিতলোচনা মুক্তবেণী দ্রৌপদী একখানি সুজীর্ণ মলিন বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজধানী প্রবেশ করিলেন। পুরনারীগণ তদীয় অপরূপ রূপ ও অননুরূপ পরিচ্ছদ দর্শনে বিস্মিত হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে, আপনার যেরূপ রূপ, পরিচ্ছদ তদনুরূপ দেখা যাইতেছে না, যাহাহউক আমাদিগের বোধ হইতেছে আপনি মানুষী নহেন, অবশ্যই দেবকন্যা বা কিন্নরী হইবেন। দ্রৌপদী আত্মগোপন করিয়া কহিলেন, আমি মানুষী, সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু এ কথায় তাহাদিগের প্রত্যয় হইল না।

অনন্তর বিরাটমহিষী স্বকীয় প্রাসাদ হইতে পাঞ্চালীর অমানুষ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নিতান্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদানয়নে দাসী প্রেরণ করিলে পর, দ্রৌপদী শত শত পুরনারী পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সমাদরে রাজান্তঃপুরে উপনীত হইলেন। তথায় যাবতীয় রাজকন্যাগণ তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য বিলোকনে বিমুগ্ধ, লজ্জিত, বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর সুদেষ্ণা কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কিন্নরী, কি অপ্সরা, কি দেবকন্যা, কে, তাহা সত্য করিয়া বল, তোমার অপূর্ব্ব রূপ বিলোকনে বোধ হয়, তুমি কখনই সৈরিন্ধ্রী নহ, অবশ্যই ছদ্মবেশে আসিয়াছ। দ্রৌপদী বলিলেন সত্য করিয়া কহিতেছি আমি দেবকন্যা বা কিন্নরী নহি, মানুষী, সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। কেশবন্ধনে কুসুমমাল্য রচনে এবং বিলেপনাদি প্রস্তুত করণে আমার বিলক্ষণ পটুতা আছে, আমি কিছুকাল

কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামার পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। পরে বহুকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডুরাজবধূ দ্রৌপদীর সেবা করি, তিনি আমাকে আত্মনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, তাঁহাতে আমাতে কিছুই ভেদ ছিল না। সম্প্রতি পাণ্ডবেরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনগমন করিয়াছেন, আমিও নিরাশ্রয় হইয়া আপনকার সেবা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব বলিয়া আসিয়াছি।

কৃষ্ণার এইরূপ পরিচয় পাইয়া সুদেষ্ণা কহিলেন তোমাকে মস্তকোপরি স্থানদানেও কাতর নহি, কিন্তু আমার একমাত্র ভয় এই, পাছে মৎস্যপতি তোমার অমানুষ রূপ দর্শনে মুগ্ধ ও অধীর হয়েন। দেখ অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা অবিচলিত চিত্তে তোমার রূপ নিরীক্ষণ করিতেছে, ঐ দেখ গৃহগত তরুবরও তোমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন নিমিত্তই যেন ফলভরে অবনত হইতেছে। ইহাতে স্বতঃপ্রমাথী তরুণগণের অন্তঃকরণ যে ধৃতিশূন্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি। কর্কটীর গর্ভধারণ যেমন আত্মবিনাশের কারণ হয়, তদ্রূপ রাজকুলে তোমার অবস্থান কি জানি, আমারই বধের নিদান হইয়াই বা উঠে। দ্রৌপদী কহিলেন, রাজমহিষী, আপনি সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না, মহাবল গন্ধর্ব্বরাজের পঞ্চ পুত্র আমার স্বামী, তাঁহারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন, কোন অবোধ কামাতুর ব্যক্তি আমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অত্যাচার করিলে মদীয় স্বামীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিবেন। আমি আপনকার যাবতীয় কার্য্য করিব, কেবল উচ্ছিষ্টগ্রহণ ও পাদসেবা করিতে পারিব না, তদ্বিষয়ে আমার প্রতি স্বামীদিগের অত্যন্ত নিষেধ

আছে। সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যদি এমত হয় তাহা হইলে তুমি এখানে পরমসুখে অবস্থান কর, এই কথা বলিলে, কৃষ্ণার মনোরথ পূর্ণ হইল।

অনন্তর সহদেব গোপবেশে নৃপসদনের সমীপবর্ত্তী গোষ্ঠে গিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মৎস্যপতির নেত্রপথের অতিথি হইলেন। বিরাটরাজ তদীয় অপূর্ব্ব রূপ বিলোকনে বিস্মিত হইয়া আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে, তোমার প্রার্থনাই বা কি। সহদেব কহিলেন আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের গোসঙ্খ্যাতা ছিলাম, এক্ষণে তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, আমারও আর কোন জীবনোপায় নাই, মহারাজের আশ্রয়ব্যতীত আর কোথাও থাকিতে অভিলাষ হয় না, সুতরাং আপনকারই নিকটে আসিয়াছি। রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ই হও, তোমার রূপদর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে তুমি আসমুদ্র মেদিনী শাসনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র, বৈশ্যকর্ম্ম কখনই যোগ্য হইতে পারে না, অতএব তুমি সত্য করিয়া বল কোথা হইতে কি নিমিত্তে আসিয়াছ, তোমার ব্যবসায় ও বেতনই বা কি। সহদেব বলিলেন আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অসঙ্খ্য গোকুলের অধ্যক্ষ ছিলাম, আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই বলিতে পারি। সঙ্খ্যাতীত গোকুলের সঙ্খ্যা করিতে, এবং দশযোজন মধ্যে কোথায় কি হইতেছে সকলই জানিতে পারি। রাজা যুধিষ্ঠির আমার গুণ বিলক্ষণ জানিতেন, এজন্য আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার গুণে গাভীগণের

ত্বরায় সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগের রোগাদি কোন উপদ্রব থাকে না। যে সকল বৃষের মূত্র আঘ্রাণে বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব-দোষ আশু বিনষ্ট হয় আমি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারি। রাজা কহিলেন তুমি যাহা যাহা বলিলে তোমাতে সকলই সম্ভবিতে পারে, অতএব আমার যত গো ও গোপালগণ আছে অদ্যাবধি তুমি সকলেরই অধীশ্বর হইলে।

অনন্তর বীরবর অর্জ্জুন, মস্তকে বেণীবিন্যাস, কর্ণে কুণ্ডল, ও করে বলয় ধারণ করিয়া স্ত্রীবেশে রাজসভায় উপনীত হইলেন। তদীয় বারণতুল্য বিক্রম ও অমানুষ প্রভা সন্দর্শনে সকলেই বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইল। অনন্তর রাজা অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, তোমার আকৃতি নিরীক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে অবশ্যই কোন রাজকুমার বা দেবকুমার ছদ্মবেশে আসিয়া থাকিবে। এতাদৃশ সুশোভন রূপ ক্লীবজনের কখনই সম্ভবিতে পারে না। অতএব এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অভিলাষ করি, তুমিই এতদ্দেশের অধীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন ও প্রকৃতি পালন কর। ধনঞ্জয় বলিলেন আমি বৃহন্নলা, নৃত্যগীতাদি বিষয়ে আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, আমার তুল্য নর্ত্তক পৃথিবীতে আর নাই। মানস এই যে, রাজকুমারীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিই, এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা হয়। মৎস্যপতি কহিলেন তুমি আসমুদ্র ধরণীশাসনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যাহা হউক তোমার প্রার্থনানুসারে উত্তরাকে অদ্যাবধি ত্বদীয় হস্তে সমর্পণ করিলাম। রাজা এই কথা বলিয়া বাদিত্রাদি বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ক্লীব-

রূপী অর্জ্জুনকে কুমারীপুর প্রবেশে আদেশ করিলেন। ধনঞ্জয়কে কেহই চিনিতে পারিল না।

অনন্তর নকুল অশ্বপালবেশে রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলে, তদীয় রূপ বিলোকনে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রভাকর ভূমিতে সমুদিত হইয়াছেন। মৎস্যরাজ পাণ্ডুনন্দনকে প্রবিষ্টমাত্র অশ্বশালার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সভাসদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অমরতুল্য যুবা কোথা হইতে আসিয়াছে, এ ব্যক্তি অশ্বদিগের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি করিতেছে বোধ হয় অবশ্যই অশ্ববিদ্যায় বিচক্ষণ হইবে, অতএব ইহাকে শীঘ্র প্রবেশ করাও। অনন্তর নকুল নৃপ সন্নিধানে গমন করিয়া, রাজার জয় হউক বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন মহারাজ আমি অশ্ববিদ্যায় অতি সুপণ্ডিত, আপনকার অশ্বসূত হইবার মানসে আসিয়াছি। রাজা কহিলেন আমি তোমাকে যান, ধন ও নিবেশন সমস্ত সমর্পণ করিতেছি, তুমি মদীয় প্রধান সারথি হইবার যোগ্য বট, কিন্তু এখন কোথা হইতে ও কি হেতু আসিয়াছ, তোমার নাম ও ব্যবসায়ই বা কি সত্য করিয়া বল। নকুল কহিলেন আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম, হয়গণের প্রকৃতিপরীক্ষণে, শিক্ষাপ্রদানে ও দুষ্ট ঘোটক বশীভূত করণে এবং অশ্বচিকিৎসায় আমার সম্পূর্ণ পারদর্শিতা আছে। অধিক কি, আমি বড়বাকেও বশীভূত করিতে পারি এবং মৎপ্রতিপালিত তুরঙ্গগণ নিরন্তর ভার বহন করিলেও কাতর হয় না। রাজা যুধিষ্ঠির আমার এই সমস্ত গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে সর্ব্বদাই

গ্রন্থিক বলিয়া ডাকিতেন। এ কথায় মৎস্যপতি নকুলের প্রতি অতিতুষ্ট হইয়া, অদ্যাবধি তুমি আমার যাবতীয় অশ্ব ও অশ্বপালগণের অধ্যক্ষ হইলে, তাহারা সকলেই তোমার অধীন থাকিবে, এই কথা বলিলে, নকুল অশ্বশালায় গমন করিলেন।

এইরূপে দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব স্ব স্ব প্রতিজ্ঞানুসারে প্রকৃত গোপন করিয়া বিরাটনগরে ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সময়পালন পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অতঃপর আপনকার পূর্ব্ব পিতামহগণ বিরাটনগরে যে প্রকারে অজ্ঞাতচারী হইয়াছিলেন শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির সভাস্তার পদে অভিষিক্ত হইয়া বিবিধ সদ্গুণে যাবতীয় ব্যক্তিকে বশীভূত, ও মৎস্যপতিকে সাতিশয় সন্তোষিত করিলেন। বিরাটরাজ অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুরস্কার স্বরূপ যে কিছু অর্থ প্রদান করেন, যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহা ভ্রাতৃবর্গ মধ্যে বিভক্ত করিয়া লয়েন। এবং কখন কখন রাজার অজ্ঞাতসারে পাশক্রীড়ার্জ্জিত ধন ভ্রাতাদিগকে বন্টন করিয়া দেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন বিরাটপ্রদত্ত বিবিধ ভোজনীয় ও সুস্বাদু মাংস বিক্রয়চ্ছলে ভ্রাতৃবর্গকে প্রদান করেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুর মধ্যে পারিতোষিক স্বরূপ যে সমস্ত বস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বিক্রয়চ্ছলে সকলকেই বিভাগ করিয়া দেন। সহদেব গোপমধ্যে

থাকিয়া ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে প্রচুর দধি ক্ষীর প্রদান করেন। নকুলও অশ্বপালনকার্য্যে রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া যে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা ভ্রাতৃগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। কৃষ্ণা পঞ্চ স্বামীকে নিরীক্ষণ করিয়া তপস্বিনী-ভাবে সুদেষ্ণাভবনে অতি সাবধানে থাকেন।

এইরূপে দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব দুর্য্যোধনভয়ে শঙ্কিত হইয়া আত্মসংগোপন পূর্ব্বক চারি মাস যাপন করিলেন। অনন্তর শঙ্করোৎসবের সময় উপস্থিত হইলে, তথায় নানাদেশীয় মল্লগণ আসিয়া একত্র হইল। কেহ বাহুবলমদে মত্ত হইয়া রণস্থলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। কেহ বাহুস্ফোট করিতে, কেহ যুদ্ধ করিতে, কেহ বা নৃপতিসমীপে আস্ফালন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে জীমূত নামে এমত একজন প্রধান মল্ল ছিল, যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে কাহারও সাহস হইল না। অনন্তর যাবতীয় যোধগণ তাহার ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া বিমনা ও হতচেতা হইলে পর বিরাটরাজ ভীম-সেনকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

ভীম কি করেন, রাজবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না, সুতরাং অগত্যা সম্মত হইয়া রাজাজ্ঞা মস্তকে লইয়া শার্দ্দূলগমনে রঙ্গভূমি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং দৃঢ়-রূপে কটিবন্ধন ও দর্শকগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক সেই বাহুবলোন্মত্ত মহাবল পরাক্রান্ত জীমূত মল্লকে আহ্বান করিলেন। মত্তবারণ-পরাক্রমশালী বীরদ্বয় ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কখন মুষ্টিপ্রহার-শব্দ কখন জানুঘর্ষণশব্দ কখন বা ভীষণ সিংহনাদে দর্শকগণের শ্রবণকুহর

বধিরপ্রায় হইল। সকলেই বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বীর-দ্বয়ের সমরপাটব নিরীক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কেশরী যেমন করিবরকে আক্রমণ করে তাহার ন্যায় বৃকোদর ভুজদ্বয়ে জীমূতকে ধৃত, উৎপাতিত ও ঘূর্ণিত করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। জীমূত হতচৈতন্য ও ধরাতলশায়ী হইয়া পড়িল। ইতর মল্লগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মৎস্য-দেশীয় জনগণ বিজয়রব করিয়া উঠিল। বিরাটপতি নিরতিশয় প্রীত হইয়া ভীমসেনকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। অনন্তর বৃকোদর রঙ্গস্থলে দ্বিতীয় প্রতি-যোগী যোদ্ধা নাই দেখিয়া, সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ঈদৃশ অমানুষ কর্ম্ম সন্দর্শনে মৎস্যপতি নিরতিশয় বিস্মিত ও প্রীত হইলেন, এবং সকলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যুধিষ্ঠির সদ্গুণদ্বারা, ভীম ভীমকর্ম্মদ্বারা, অর্জ্জুন নৃত্যগীত দ্বারা, নকুল অশ্বশিক্ষা দ্বারা, ও সহ-দেব বৃষভ বশীকরণ দ্বারা, রাজা ও রাজপুরুষগণের মনোরঞ্জন করিয়া, এবং পতিপ্রাণা দ্রৌপদী স্বামি-দিগকে অযোগ্য কার্য্যে ক্লিশ্যমান দর্শনে নাতিপ্রীত মনে সুদেষ্ণার সেবা করিয়া, কোনরূপে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কীচকবধ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, এবং

যাজ্ঞসেনী অন্তঃপুরমধ্যে বিরাটমহিষীর সেবা করিয়া মনোদুঃখে অবস্থিতি করেন। বর্ষ অতীত প্রায় হইলে এক দিন বিরাটের সেনাপতি দুর্মতি কীচক দ্রুপদরাজ-তনয়ার অসামান্য রূপ লাবণ্য বিলোকনে বিমুগ্ধ হইয়া, সুদেষ্ণা সন্নিধানে গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, আমি এত কাল নৃপতির অন্তঃপুরে গতায়াত করিতেছি, কিন্তু এমত রূপবতী রমণী কখনই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এ, কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এই মদিরেক্ষণার অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন অবধি একবারে অধীর ও অস্থির হইয়াছি। এতাদৃশ রূপ পরিচর্য্যা কার্য্যের একান্ত অযোগ্য। আমি অঙ্গীকার করিতেছি ইনি আমার গৃহলক্ষ্মী হইয়া থাকুন, গজ বাজী রথ প্রভৃতি আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে সকলই ইহাঁকে সমর্পণ করিব, এবং চিরজীবন ইহাঁর বশম্বদ হইয়া থাকিব।

দুর্ব্বুদ্ধি কীচক সুদেষ্ণাকে এই কথা বলিয়াই, মৃগেন্দ্র-পত্নী সন্নিধানে জম্বুকের ন্যায়, দ্রৌপদীসমীপে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল ভদ্রে! তুমি কে, কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তেই বা রাজসদনে আগমন করিয়াছ। ঈদৃশ নিরুপম রূপ ও অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী মনুজজাতি মধ্যে কোন মতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। অতএব তুমি লক্ষ্মী, কি মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তি বা শোভা, অথবা পঞ্চশর-মনোরমা, সত্য করিয়া বল। আমি ভবদীয় লাবণ্য-জলধিজলে একবারে নিমগ্ন হইয়াছি, উদ্ধার সাধনের উপায়ান্তর নাই। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি আমার যত রমণী আছে তাহারা সকলেই তোমার দাস্যবৃত্তি করিবে এবং আমিও চিরজীবন তোমার বশম্বদ হইয়া থাকিব।

দ্রৌপদী কীচকের এই অনুচিত বাক্য শুনিয়া বলিলেন আমি হীনকর্ম্মা বেশকারিণী সৈরিন্ধ্রী আপনকার যোগ্য নহি। বিশেষতঃ পরদারাভিলাষ একান্ত অযুক্ত ও নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ঈদৃশ অসৎকার্য্যে বিরতিভাব অবলম্বন করা সৎ পুরুষের এক প্রধান চিহ্ন। যাহারা কামপরতন্ত্র হইয়া এবম্বিধ গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অতি নরাধম ও অতি পাপাত্মা, তাহারা জনসমাজে অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় অবিশ্বসনীয় ও নিন্দনীয় হয়, এবং তাহাদিগকে চিরজীবন শঙ্কিত ও দুঃখিত হইয়া থাকিতে হয়।

দ্রৌপদীর বাক্যাবসানে কীচক, পরপত্নীহরণে অতিপাতক, নিরতিশয় ক্লেশ ও যৎপরোনাস্তি অযশ এবং কখনং প্রাণবিনাশেরও সম্ভাবনা, ইহা জানিয়াও দুর্নিবার স্মরপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত পুনর্ব্বার কহিল সুন্দরি! আমি তোমার নিমিত্ত সাতিশয় কাতর হইয়াছি, প্রার্থনা পরিপূরণে কৃপণতা করিলে তোমাকে নিঃসন্দেহ অনুতাপিত হইতে হইবে। আমি সমস্ত মৎস্যরাজ্যের এক প্রভু, যাহা মনে করি তাহাই করিতে পারি, আমার তুল্য বলবান্ বীর্য্যবান্ ও রূপবান্ পুরুষ পৃথিবীতলে কে আছে, এবং ঈদৃশ সৌভাগ্যই বা আর কাহার। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে আমার নিকটে তাহাই পাইতে পারিবে। অধিক কি এই রাজ্য আমিই বিরাট-ভূপকে সমর্পণ করিয়াছি। অতএব ঘৃণিত দাস্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যেশ্বরী হও, অতুল সুখসম্পত্তি ভোগে বিমুখ হইয়া চিরকাল কেন বৃথা কষ্ট ভোগ করিবে।

অনন্তর দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া বলিলেন, রে

সূতপুত্র! তুই অত্যন্ত মূঢ়, অন্যথা কি নিমিত্ত আত্মবিনাশের চেষ্টা করিবি, এতুরাশা পরিত্যাগ কর, তুই কোনরূপেই আমাকে হস্তগত করিতে পারিবি না, আমার পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্বগণ আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। অপারতরঙ্গিণীকূলস্থ বালক যেমন উত্তর কূলে উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করে এবং মাতৃক্রোড়শায়ী অর্ভক যেমন গগনোদিত শশধর ধারণে কর প্রসারণ করে, তাহার ন্যায় তুই অশক্য ও দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে কেন বৃথা আকিঞ্চন করিতেছিস্। আমি তোর পক্ষে কালরাত্রি স্বরূপ, আমাকে কলুষিত করিলে তোর কোন রূপেই নিস্তার নাই। স্বর্গে বা পাতালে লুক্কায়িত হ, অপার জলধিপারেই বা পলায়ন কর, অথবা যে কোন ব্যক্তির শরণাগত হ, কোথাও সুরক্ষিত হইতে পারিবি না। তুই যেখানে যাইবি, মদীয় স্বামী গন্ধর্ব্বগণ সেই খানেই গিয়া তোকে বিনষ্ট করিবেন। কীচক পঞ্চশরশরে জর্জরিত ছিল, দ্রৌপদী এই কথা বলিলে হতাশপ্রায় হইয়া সুদেষ্ণাসন্নিধানে গিয়া বলিল তুমি যেরূপে পার সৈরিন্ধ্রীকে আমার হস্তগত করিয়া দাও, অন্যথা প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সুদেষ্ণা ভ্রাতাকে অতি কাতর দেখিয়া কহিলেন, তুমি আগামী পর্ব্বদিবসে সুরা ও বিবিধ ভোজনীয় দ্রব্যের আয়োজন করিবে, পরে আমি সুরানয়নচ্ছলে সৈরিন্ধ্রীকে তথায় প্রেরণ করিলে, নির্জ্জনে তাহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করিতে পারিবে।

কীচক ভগিনীর মন্ত্রণানুসারে নির্দ্দিষ্ট দিবসে উৎকৃষ্ট সুরা ও ভোজনীয়ের আয়োজন করিল। অনন্তর বিরাট-

মহিষী দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, তুমি কীচকের নিকট গিয়া আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সুরা আনয়ন কর। দ্রৌপদী কহিলেন, দেবি! আমি তথায় যাইতে পারিব না, কীচক যে প্রকার দুর্ব্বৃত্ত ও নির্লজ্জ তাহা আপনিও জানেন। আমি এখানে কামচারিণী হইতে আসি নাই। প্রথম প্রবেশকালে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বোধ হয় আপনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। অতএব আপনার আরও অনেক দাসী আছে তাহাদিগেরই এক জনকে পাঠাইয়া দিউন, আমি কখনই সেখানে যাইব না, যাইলে সে দুরাত্মা আমার প্রতি অত্যাচার করিবে।

সুদেষ্ণা কহিলেন আমি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি এ বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। এই বলিয়া তিনি দ্রৌপদীর হস্তে একটী সৌবর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। যাজ্ঞসেনী অগত্যা সম্মত হইলেন এবং যাত্রাকালে সূর্য্যের স্তব করিয়া অতিকাতরে কহিলেন, হে ভগবন! আমি যেমন স্বামী ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না, তেমনই অদ্য যেন আমার পাতিব্রত্য ভঙ্গ না হয়। দিননাথ অনাথা অশরণা দ্রৌপদীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় শরীর রক্ষার্থ এক গুপ্তচর নিশাচর নিয়োজিত করিলেন। সে অদৃশ্যভাবে তাঁহার সহচর হইল।

অনন্তর দ্রৌপদীকে সন্ত্রস্তা মৃগীর ন্যায় সমীপাগত দেখিয়া কীচক পারজিগমিষু ব্যক্তির তরণীলাভের ন্যায় পরমানন্দিত মনে গাত্রোত্থান করিল। এবং স্বাগত প্রশ্নের পর অভীষ্টসিদ্ধিমানসে নানামতে প্রলোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পতিপ্রাণা দ্রৌপদী অতিদীন বচনে ব-

লিলেন, রাজমহিষী সুরানয়নের নিমিত্ত আমাকে পাঠা-ইলেন এবং কহিলেন আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে তুমি অতি শীঘ্র আসিবে বিলম্ব না হয়। কীচক, সে বিষয়ে চিন্তা নাই আমি অন্য কোন দাসীদ্বারা সুরা পাঠাইয়া দিতেছি, এই বলিয়া দ্রৌপদীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। পতিব্রতা দ্রৌপদী হস্ত ছাড়াইয়া পলা-ইবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কীচক বসনাঞ্চলে ধরিলে, দ্রুপদতনয়া দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনন্তর দ্রৌপদী তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া রাজ-সভার শরণাপন্ন হইলেন। নির্লজ্জ কীচক ক্রোধাবিষ্ট ও সভায় প্রবিষ্ট হইয়া যাজ্ঞসেনীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক এক পদাঘাত করিলে, সূর্য্যচর নিশাচর তাহাকে পবনবেগে স্থানান্তরে প্রক্ষেপ করিল। কীচক ছিন্নমূল তরুর ন্যায় হতচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

সভামধ্যে ভীম ও যুধিষ্ঠির উভয়ে একত্র উপবিষ্ট ছিলেন। ভীম এই অসহ্য ব্যাপার দর্শনমাত্র একেবারে অধীর হইলেন। তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও হস্তদ্বারা হস্ত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। নয়ন-যুগল ধূম্রবর্ণ ও ললাটস্থলে ভীষণ ভ্রূকুটী আবির্ভূত হইল। পরে ভীম দুরাত্মা কীচকের বধোদ্দেশে যেমন উঠিবেন, অমনি যুধিষ্ঠির তদীয় সঙ্ক-ল্পিত বিষয় বুঝিতে পারিয়া অজ্ঞাতচর্য্য ব্রত ভঙ্গভয়ে ইঙ্গিতদ্বারা নিবারণ করিলেন। এবং ভীমকে মত্ত মাত-ঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, সাঙ্কেতিক বাক্যে কহিলেন, সুদ, তুমি বনস্পতি প্রতি

কেন দৃষ্টি করিতেছ, যদি কাষ্ঠে প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে বহিঃস্থ বৃক্ষ নষ্ট করিতে পার।

এইরূপে যুধিষ্ঠির ভীমকে সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময়ে পতিব্রতা দীনা অভিমানিনী দ্রৌপদী অনাথার ন্যায় অশ্রুমুখে সভ্যজনসম্মুখে উপনীত হইলেন, এবং মহাবল পতিদ্বয় অতিদীনভাবে ম্লানবদনে অধোমুখে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া, মৎস্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, যাহাদিগের শত্রু সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী বা ষষ্ঠাংশভাগী হইয়াও নিষ্কৃতি পায় না, যাহারা অতি সত্যবাদী ও এমত বদান্য যে কখনই কাহার নিকট কিছুমাত্র যাচ্ঞা করেন না, যাঁহাদিগের জ্যাঘোষ ও দুন্দুভিনির্ঘোষের ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, যাঁহাদিগের তুল্য বলবান বীর্য্যবান ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই, আমি সকললোকপূজনীয় ত্রিলোক বিজয়ী সেই মহাত্মগণের মানিনী ভার্য্যা হইয়া, সূত-পুত্রের পদাঘাত সহ্য করিয়া এখনও জীবিত থাকিলাম, হায়! শরণার্থি বিপন্ন জনের শরণ, অনাথের নাথ, সেই সকল মহারথ এখন প্রচ্ছন্ন ভাবে কোথায় রহিলেন। তাঁহারা অপ্রমিত প্রতাপশালী হইয়া, প্রিয়তমা সতীর ঈদৃশ দুর্গতি দেখিয়া কি প্রকারে উপেক্ষা ও ক্লীববৎ ব্যবহার করিলেন। তাঁহাদিগের এতাদৃশ বল, ঈদৃশ বীর্য্য, এবম্বিধ শৌর্য্য ও ঈদৃক্ প্রতাপে ধিক, যাহা বিপন্ন ভার্য্যার মান ও প্রাণরক্ষণে উপযোগী হইল না। মৎস্য পতি যে অতি অধার্ম্মিক, তাহার আর পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। দুরাত্মা সূতপুত্র তাঁহার সমক্ষে নিরপ-রাধে আমার এইরূপ দুর্গতি করিল, তথাপি তিনি পাপা-

আর কিছুমাত্র শাসন করিলেন না। ঈদৃশ ব্যক্তি রাজ-পদবীলাভে নিতান্ত অযোগ্য এবং ঈদৃশ দস্যুসদৃশ রাজা রাজসভার একান্ত অনুপযুক্ত। কীচক যে অতি নরাধম ও পাপাত্মা, তাহা সকলেই জানেন। এবং এই ভূপালও যে অতি অধার্ম্মিক তাহাও বিলক্ষণ প্রতীয়-মান হইল। এই সকল পারিষদ্‌গণও অতি পামর ও অত্যন্ত অবিবেকী, যে হেতু ইহাঁরা এখন পর্য্যন্তও এব-ম্বিধ ধর্ম্মবিদ্বেষক দুর্ম্মতি ভূপালের সেবা করিতেছেন।

অনন্তর বিরাটরাজ সৈরিন্ধ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন আমি তোমাদিগের উভয়ের পরোক্ষ বিষয় জ্ঞাত নহি, সুতরাং কি করিতে পারি। পরে সভাসদ্‌গণ দ্রৌ-পদীকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন ইনি যাঁহার ভার্য্যা তাঁহার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই, ইহাঁর তুল্য পতিপ্রাণা সতী পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইনি সামান্য মানুষী নহেন, অবশ্যই দেবকন্যা হইবেন। এইরূপে সকলেই দ্রৌপদীকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন সৈরিন্ধ্রি! তোমার আর ভয় নাই, রাজমহিষী সন্নিধানে গমন কর, পতিব্রতা হইয়া পতিনিন্দা করা কখনই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসম্মত নহে। পতিসেবায় পর-লোকে পরম মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। বোধ হয় তোমার স্বামী সেই গন্ধর্ব্বগণের এখনও ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই, হইলে তাঁহারা অবশ্যই তোমার নিকট উপ-স্থিত হইতেন, অসময়ে তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলে কি হইবে। অতএব বৃথা রোদন করিয়া নৃপতির পাশ-ক্রীড়ার বিঘ্নকারিণী হইও না, যাও, গন্ধর্ব্বেরা অবশ্যই

তোমার মঙ্গল করিবেন, তোমার দুঃখ দূর করিবেন এবং তোমার শত্রুকে নিঃসন্দেহ নিহত করিবেন।

যুধিষ্ঠির এইকথাবলিলেআরক্তনয়না বিমুক্তকেশা দ্রৌপদী অশ্রুমুখে বিরাটমহিষী সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। অন্তঃপুরমধ্যে সুদেষ্ণা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তোমাকে কে মারিয়াছে? কেন কান্দিতেছ? তোমার এতাদৃশ দুরবস্থার কারণই বা কি? দ্রৌপদী কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন আপনকার নিমিত্ত কীচক ভবনে সুরানয়ন করিতে গিয়াছিলাম, পাপাত্মা কীচক সভাসমক্ষে আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। রাজ্ঞী কপট ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, সে দুরাত্মা মদনমত্ত হইয়া এমত পতিব্রতার প্রতি যেমন অত্যাচার করিয়াছে, তুমি নিশ্চয় জানিবে আমি তাহার তদনুরূপ শাস্তি ও প্রতিকারবিধান করিব। দ্রৌপদী বলিলেন রাজ্ঞি! আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, সে যাঁহাদিগের বিপ্রিয়কারী তাঁহারাই তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিবেন, বোধ হয় অদ্যই কীচককে শমনসদনে যাত্রা করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া একান্তমনে দুরাত্মার বধোপায় চিন্তা করিতে করিতে অবগাহনপূর্ব্বক পবিত্র হইলেন।

শর্ব্বরী সমুপস্থিত হইল, তখন দ্রৌপদী, মনে মনে, কি করি, কোথায় যাই, কিরূপেই বা সমীহিত সিদ্ধ হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে ভীমসেনসন্নিধানে গমন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির নিশ্চয় করিলেন। এবং দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে দ্রুতগতি পতিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিদ্রিতদেখিয়া আক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, হায়! অদ্য যে দুরাত্মা সভাসমক্ষে আমার তাদৃশ দুরবস্থা করি-

য়াছে, সেই পাপিষ্ঠ শত্রু জীবিত থাকিতে, জীবিতনাথ কিরূপে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পতিকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, নাথ! নিদ্রা পরিত্যাগ করুন, কি নিমিত্ত মৃতবৎ শয়ান রহিয়াছেন। আপনি জীবিত থাকিলে ভার্য্যাদ্রোহী ভবদীয় শত্রু কি কখন জীবিত থাকিতে পারে? এইরূপে ভীম দ্রৌপদী কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া তাঁহাকে পল্যঙ্কে বসাইয়া সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়ে, বল, কি নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তোমাকে ক্ষীণা ম্লানবদনা ও বিবর্ণা দেখিতেছি, কি কোন অত্যাহিত হইয়াছে? দেখ আমি তোমাকে কতবার কত বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছি। অতএব যাহা হইয়াছে সত্য করিয়া বল, আমি এই দণ্ডেই তাহার প্রতিকার করিতেছি। এই বেলা অন্য কোন ব্যক্তি না জাগিতে জাগিতেই মনোগত কথা ব্যক্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভর্ত্তা, তাহার শোকের কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না, আপনি ত সকলই জানেন, আমি আপনাদিগের মহিষী হইয়া যখন রাজসভায় দাসীভাবে পরিচিত হইলাম, তখন আর দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজ তনয়া হইয়া আমার মত দুঃখ সহিতে আর কে পারে! বনবাসে সৈন্ধবপতি আমার যেরূপ দুর্গতি করিয়াছিল এবং বিরাটরাজের সভায় সর্ব্বসমক্ষে দুর্দ্দান্ত কীচক আমাকে যে পদাঘাত করিল, তাহা সহ্য করিয়া মাদৃশী রাজমহিষী কি কখন জীবিত থাকিতে পারে? এইরূপে

আমার যত ক্লেশ হইতেছে তাহা কি আপনি জানেন না? আমার আর বাঁচিয়া ফল কি বলুন দেখি। বিরাটের শ্যালক দুর্ম্মতি কীচক প্রতিদিন আমার নিকট আসিয়া আমাকে সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া আমার ভার্য্যা হও বলিয়া কতই বিরক্ত করে।

আপনকার জ্যেষ্ঠের গুণের কথাই বা কি কহিব, আমাদিগের যাবতীয় দুঃখই কেবল তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি-নিবন্ধনই বলিতে হইবে। পাশক্রীড়ায় রাজ্যাদি আত্ম-শরীর পর্য্যন্ত হারিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করা, তিনি ভিন্ন আর কে কোথা করিয়াছে? নিষ্কসহস্র পণ করিয়া নিরন্তর পাশক্রীড়া করিলেও যাঁহার বসন ভূষণ করী তুরগ রথাদি সম্পত্তি অসঙ্খ্যবর্ষেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সেই রাজা যুধিষ্ঠির এক্ষণে সামান্য মূঢ়ের ন্যায় স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন।

ভাবিয়া দেখুন দেখি, দশ সহস্র করিবর যে নৃপবরের সর্ব্বদা অনুগমন করিত, এক্ষণে তাঁহাকে দ্যূতজীবী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইল। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ইন্দ্রপ্রস্থে শত সহস্র মহীপাল যে নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠের প্রসাদলাভের প্রত্যাশায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত, যাঁহার পাকশালায় সহস্র সহস্র পাচিকা ও পরিচারিকা পাত্রীহস্তা হইয়া রাত্রিন্দিব অতিথিসেবায় ব্যস্ত থাকিত, যিনি দীন দরিদ্রদিগকে অজস্র দ্রবিণদান করিতেন, সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডলধারী সুস্বর সম্পন্ন কত শত সূত মাগধগণ সায়ং ও প্রাতঃকালে যাঁহার উপাসনা করিত, শত সহস্র ঋষিগণ যাঁহার নিত্য সভাসদ থাকিতেন, যিনি অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক

ও অপ্রতিগ্রাহী দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতিগণের নিত্য ভরণ পোষণ করিতেন এবং যিনি রাজ্যান্তর্গত যাবতীয় অন্ধ বাল বৃদ্ধ দুর্গতগণের প্রতিপালন করিতেন, সেই নরনাথ সম্প্রতি স্বয়ং অনাথপ্রায় হইয়া মৎস্যপতির পরিচারক হইলেন। এবং তাঁহাকেই এক্ষণে রাজসভায় কঙ্ক নামে পরিচিত হইয়া পরের সন্তোষার্থে যত্নপর হইতে হইল। ইন্দ্রপ্রস্থে কত শত রাজা কর প্রদান করিবার নিমিত্ত যাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত, সেই রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির এক্ষণে অন্যের দ্বারস্থ হইয়া রহিলেন। দিনকরকিরণের ন্যায় যাঁহার প্রতাপে মেদিনী দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তিনিই এক্ষণে বিরাটের সভাস্তার হইলেন। যিনি সমস্ত বসুন্ধরার একাধিপতি ছিলেন, নানাদেশীয় নৃপবর ও ঋষিপ্রবরে যাঁহার সভা নিরন্তর পরিশোভিত থাকিত, হায়! তাঁহাকে এক্ষণে জীবিতার্থে ইতর রাজসভায় অতি অযোগ্য হেয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। আহা! তাদৃশ নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এমত দুরবস্থ দেখিয়া কাহার হৃদয় বিদীর্ণ এবং কোন্ ব্যক্তিই বা সন্তপ্ত না হয়।

অতএব নাথ! আপনি যে আমার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আমার আরও মহৎ দুঃখ এই যে, আপনি ধরাতলে এক বীর ও প্রধান নৃপকুলে উৎপন্ন হইয়া বিরাটের সভায় বল্লব নামে পরিচিত ও অতি হেয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যখন বিরাটরাজ আপনাকে, ইনি রন্ধন কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ বলিয়া প্রশংসা করেন তখন, বলিতে কি, আমার হৃদয় একবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এবং যখন

আপনি নৃপতির আদেশে অন্তঃপুরনারীগণের কৌতুক ও সন্তোষের নিমিত্ত সিংহ শার্দ্দূলাদির সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হন, তখন ইতর রমণীগণ সহাস্যমুখে আনন্দরব করিতে থাকে, কিন্তু আমি একবারে শোকে অধীর ও মূর্চ্ছিত হই। তাহাতে সকলে এমত আশঙ্কা করে যে, সৈরিন্ধ্রী পরম রূপবতী ও যুবতী, বল্লবও সুন্দর বটে, বিশেষতঃ ইহারা উভয়েই এক দিবসে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগের যে পরস্পর প্রণয় আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে সুদেষ্ণা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তিরস্কার করেন। তাহাতে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইলে, সকলেই আপনার প্রতি মদীয় প্রীতিলতা বদ্ধমূল বলিয়া সন্দেহ করে। ইহাতে কি আর ক্ষণমাত্র প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হয়।

আর ইহাও কি সামান্য দুঃখের বিষয়, যে মহারথী এক রথে নিখিল ভূপাল ও সুরগণকেও পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহাকে এক্ষণে বিরাট ভবনে কন্যাগণের নৃত্য শিক্ষকরূপে জীবন যাপন করিতে হইল। যিনি অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া খাণ্ডবদাবে দহনের তৃপ্তি বিধান করেন, তিনি এক্ষণে কূপগত বহ্নির ন্যায় বিরাটের অন্তঃপুরচারী হইয়া রহিলেন। যাঁহার ভয়ে প্রবল শত্রুদল সদা ত্রস্ত ও ব্যাকুল হয়, সেই মহাবীর ধনঞ্জয় সম্প্রতি সামান্য বৈরিভয়ে ক্লীববেশ ধারণ করিয়া লুক্কায়িত রহিলেন। হায়! দুঃখের কথা আর কতই বা কহিব, পরিঘসম যে বাহু নিরন্তর জ্যাকর্ষণে কঠিন হইয়াছে, আহা! সেই বাহু এখন স্ত্রীভূষণে আচ্ছাদিত

হইল। দেখুন দেখি, যে রণধীরের বজ্রতুল্য জ্যাঘোষে ধরাতল কম্পিত হইত, সম্প্রতি স্ত্রীগণ তদীয় মৃদু মধুর গীত শ্রবণে মুদিত হইতেছে। যাঁহার উত্তমাঙ্গ প্রতিদিন দিনকরসম কিরীটে সুশোভিত থাকিত, আহা! সেই মস্তকে এখন বেণীবিন্যাস করিতে হইল। আপনি সত্য বলুন দেখি, তাদৃশ বীরপ্রধান ধনঞ্জয়কে এবম্বিধ অযোগ্যবেশধারী ও কন্যাজন বেষ্টিত দেখিয়া কি হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? যে বীর জাতমাত্র কুন্তীর শোকাপনোদনের নিদান হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে যথার্থ বীরপদবাচ্য হইয়া আমার দুঃসহ শোকের কারণ হইলেন।

দুঃখের কথা আর কতই বলিব, আপনার কনিষ্ঠ সহোদরকে গোপরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করাও দুঃসহ ভার বোধ হয়। আহা! যিনি অতি সুশীল, অতি সদাশয়, পরম ধার্ম্মিক, অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও সকলেরই প্রিয়, যাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্রও নাই, তাঁহার ভাগ্যে কি এত দুঃখ ছিল। আহা! মাতা কুন্তী যথাকালে রোদন করিতে করিতে সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, সহদেব বলবান বটে কিন্তু অত্যন্ত সুকুমার, অতএব ইহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিবে এবং স্বয়ং ভোজন করাইবে। কিন্তু হায়, সেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ সহদেবকে এক্ষণে বিরাটের আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া গোপগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে হইতেছে।

আর ইহাও কি অল্প দুঃখের বিষয় যে নকুলের রূপ মেধা ও অস্ত্রবল তিনই অলোকসামান্য, কালবশে তাঁহাকে এক্ষণে বিরাটভবনে অশ্ববন্ধ হইতে হইল,

তিনিই আবার দুষ্ট ঘোটক বশীকরণাদি দ্বারা রাজার সন্তোষ বিধান করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশা করিতেছেন। এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিয়া আমি এখনও যে জীবিত আছি ইহাই আশ্চর্য্য। অতএব জীবিতনাথ! আপনি যে আমার দুঃখবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি কিছুই জানেন না? ইহা ভিন্ন আরও যে কত দুঃখ আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু না বলিলেও চলে না সুতরাং বলিতে হইল।

দেখুন দেখি, রাজার কন্যা ও রাজার মহিষী হইয়া আমাকে সুদেষ্ণার দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইল। তবে যে এখনও প্রাণত্যাগ করি নাই সে কেবল মর্ত্যজাতির অর্থসিদ্ধি ও জয় পরাজয় চিরস্থায়ী হয় না বলিয়াই বলিতে হইবেক। যেহেতু যাহা পুরুষের বিজয়ের নিমিত্ত হয় তাহাই পুনর্ব্বার পরাজয়ের কারণ হইয়া থাকে। কালবলে দাতাকে যাচ্ঞা করিতে, পাতয়িতাকে পতিত হইতে এবং ঘাতককেও হত হইতে হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে দৈবের অতিভার কিছুই নাই। জল পূর্ব্বে যেখানে ছিল পুনর্ব্বার সেই খানেই যায়। এই সমস্ত দৈববিপর্য্যয় চিন্তা করিয়া ভর্ত্তৃগণের পুনর্ব্বার অভ্যুদয়প্রতীক্ষায় জীবনধারণ করিতেছি।

নাথ! দুঃখিনীকে যদি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে বলিতে হইল, দ্রুপদরাজের দুহিতা ও পাণ্ডবগণের মহিষী এবং শ্বশুর ও ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃতা হইয়া, বলুন দেখি, আমার ন্যায় কোন্ নারী ঈদৃশ দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হয়? আমি বিধাতার অনেক বিপ্রিয় করিয়াছি, অন্যথা আমাকে দাসী হইয়া কেনই থাকিতে হইবে। অদ্বিতীয়

যোদ্ধা ধনঞ্জয় ও অসীম বিক্রমশালী ভীমসেন সহায় থাকিতে, আমার যে ঈদৃশী দুরবস্থা হইল, এ বিষয়ে দৈবই বলবৎ কারণ সন্দেহ নাই। ইন্দ্রতুল্য মহাত্মগণের ঈদৃশ বিনিপাত অতি অচিন্তনীয় ও স্বপ্নের অগোচর। ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহাদিগের সাগরপরিখা পর্য্যন্ত সমস্ত বসুন্ধরা বশবর্ত্তিনী, তাঁহারা জীবিত থাকিতেই তদীয় মহিষীকে সুদেষ্ণার দাসী হইয়া থাকিতে হইল। সহস্র২ দাসদাসী যাহার অগ্র-পশ্চাৎ ধাবমান হইত, তাহাকে এক্ষণে দীনবেশে সুদেষ্ণার অনুগামিনী হইতে হইল। যে দ্রৌপদী স্বহস্তে কখন আপনারও গাত্রমার্জ্জন করে নাই, চন্দনঘর্ষণ এখন তাহার জীবনোপায় হইল। এই দেখুন আমার তাদৃশ সুকোমল করতল কিণচয়ে কলঙ্কিত হইয়াছে। যে আমি কুন্তী ও আপনকারদিগের হইতে কখনও ভীত হই নাই, সেই আমাকে এক্ষণে দাসীভাবে পরগৃহে সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতে হইল। বর্ণক সুকৃত হইয়াছে কি, না, রাজা পাছে কিছু বলেন, কেবল এই ভাবিয়াই দিন যা-মিনী যাপন করি। অতএব নাথ! আমা অপেক্ষা পাপীয়সী পৃথিবীতে আর কে আছে বল। দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীম, প্রেয়সীর দুঃখ শ্রবণে সন্তপ্ত, অতি কাতর ও অধীর হইয়া তদীয় কিণকলঙ্কিত করদ্বয় ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণবিলম্বে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন ও বাষ্পবারি মার্জ্জন করিয়া বলিলেন, আমার এই বাহুবলে ধিক, ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবেও ধিক্, যেহেতু আমরা জীবিত থাকিতেই প্রেয়সীর সুকোমল করতল

কিণকলঙ্কে কলুষিত হইল। তাহাই আবার আমাকে দেখিতে ও দেখিবামাত্র তৎপ্রতিবিধান না করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইল। আমি স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলে কখনই এরূপ ঘটিত না। আমি মনে করিলে নিখিল শত্রুদল ক্ষণমধ্যেই নিহত করিতে পারি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য আমি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় এক পদাঘাতেই সেই কামমত্ত পাপাত্মা কীচকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। দুরাত্মা যখন সভাসমক্ষে তোমার তদ্রূপ অপমান করিল, আমি তখনই তাহাকে বিনষ্ট করিতে ও বিরাটের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কি করি, ধর্ম্মরাজ ইঙ্গিতদ্বারা নিবারণ করিলেন। আমি কেবল তাঁহারই কথায় ক্ষান্ত হইয়া থাকিলাম। তখন কি আমার সামান্য কষ্ট হইল। আমরা যে রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি, এবং অদ্যাপি যে দুরাত্মা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, দুঃশাসনের রুধির পান এবং শকুনি প্রভৃতি বৈরিদলের মস্তক চূর্ণ করিতে পারিলাম না, সেই সন্তাপে আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে। কি করি বল, জ্যেষ্ঠের অমতে কিছুই করিতে পারি না। অতএব তুমিও ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, এবং ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ইহা যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। অনন্তর অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব তাঁহার অনুগমন করিলে সুতরাং আমিও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

ভীম দ্রৌপদীকে আরো বুঝাইলেন প্রিয়ে! পতির সুখে সুখী, পতির দুঃখে দুঃখিনী ও ছায়ার ন্যায় পতি সহচরী হইয়া সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রাণান্তেও পতিনিন্দা না করা সতীর অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও

প্রধান ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। দেখ, পতিপ্রাণা ভার্গবপত্নী বনমধ্যে বল্মীকভূত স্বামীর অনুগমন করেন, প্রসিদ্ধ সুন্দরী ইন্দ্রসেনা সহস্র বর্ষ বয়স্ক জরাজীর্ণ স্বামীর অনুসরণ করেন। দেখ, জনকরাজ-দুহিতা বৈদেহী নিবিড় অরণ্যে স্বামীর অনুচারিণী হইয়া দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃত হন এবং ধর্ম্মরক্ষার্থে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও দুঃসহ নিগ্রহ সহ্য করিয়া পরিশেষে অশেষ সুখভাগিনী হন। পরম রূপবতী যুবতী লোপামুদ্রা অগস্ত্যের অনুগামিনী হন। দেখ, অতি গুণবতী পতি-পরায়ণা সাবিত্রী অনায়াস সম্পত্তিসুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসী সত্যবানকে বিবাহ করিয়া যমপুরী পর্য্যন্তও তাঁহার অনুসরণ করেন। তুমিও তদ্রূপ পতি-পরায়ণা ও গুণবতী। অতএব সার্দ্ধৈকমাসমাত্র প্রতীক্ষা কর, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইলেই সকল ক্লেশ দূর হইবে ও পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার রাজ্যেশ্বরী হইতে পারিবে।

দ্রৌপদী কহিলেন নাথ! আপনি যাহা বলিলেন সকলই সত্য। আমি মহারাজের নিন্দা করিতেছি না, কেবল প্রজ্বলিত দুঃখানল সহ্য করিতে না পারিয়াই এরূপ বলিলাম। সে যাহা হউক, অতীত কার্য্যের আলোচনায় ফল নাই। এক্ষণে উপস্থিত বিপদ হইতে যাহাতে নিস্তার পাই তাহা করুন। সুদেষ্ণা মদীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে প্রায় সর্ব্বদাই আশঙ্কা করেন, পাছে রাজা আমার প্রতি আসক্ত হন। এক্ষণে দুষ্টাত্মা কীচক বিরাটমহিষীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রতিদিন আসিয়া আমাকে বিরক্ত করে। আমি তাহার কথায় প্রথমে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠি, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ

ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলি, রে মূঢ় কীচক! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে তবে এ অনুচিত বাসনা পরিত্যাগ কর, আমি পঞ্চ গন্ধর্ব্বের পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা, তাঁহারা বিপ্রিয়কারীকে কখনই ক্ষমা করিবেন না অবশ্যই বিনষ্ট করিবেন। এ কথায় কীচক বলে, আমি জগতীতলে কাহাকেও ভয় করি না, লক্ষ গন্ধর্ব্বকে নিমিষমধ্যে বিনষ্ট করিতে পারি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। এইরূপ বলিলে আমি সেই পাপাত্মা কামোন্মত্তকে বলি তুই কোন অংশেই গন্ধর্ব্বগণের প্রতিদ্বন্দ্বের যোগ্য হইতে পারিবি না। বিশেষতঃ আমি পতিব্রতা, প্রাণান্তেও সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব না, এবং আমার নিমিত্ত যে এক ব্যক্তির প্রাণবধ হয় তাহাও ইচ্ছা করি না। ইহা শুনিয়া কীচক উপহাস করিয়া চলিয়া যায়।

পরে এক দিন ভ্রাতৃপ্রিয়কারিণী সুদেষ্ণা সেই দুরাত্মার সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমাকে সুরানয়নচ্ছলে তদীয় গৃহে প্রেরণ করিয়াছিল। দুরাত্মা আমাকে নিকটাগত দেখিয়া, ইষ্টসিদ্ধ হইল মনে করিয়া সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক বিবিধমতে লোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। আমি তাহার দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পলায়ন পূর্ব্বক রাজসভার শরণাগত হইলাম। দুরাশয় নির্লজ্জ কীচক মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে কুপিত হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিল, কেহ কিছুই বলিলেন না। তাহাতে আমি অত্যন্ত অধীর হইয়া ছলক্রমে মহারাজের কতগুলা ভর্ৎসনা করিয়াছি। নাথ! এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদি সেই পরদারহারী পাপমতি কীচক আমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ

প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহাতে আপনকারদিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

শাস্ত্রে কহে ভার্য্যা সুরক্ষিত হইলে প্রজারক্ষা ও তদ্দ্বারা আত্মাও সুরক্ষিত হয়। যেহেতু ভর্ত্তা আপনিই পুত্ররূপে ভার্য্যাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই ভার্য্যার একটী নাম জায়া বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে সহধর্ম্মিণীর প্রাণ রক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা হয় তাহা করুন। ক্ষত্রিয় জাতির শত্রুনিপাত করাই এক প্রধান ধর্ম্ম। বিশেষতঃ আপনি আমাকে জটাসুর হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, আমার রক্ষা হেতু জয়দ্রথের বিনিপাত করিয়াছেন, এবং মদীয় বিপ্রিয়কারী পাপিষ্ঠ জহীনকেও বিনষ্ট করিয়াছেন। সম্প্রতি দুর্ম্মতি কীচক অত্যন্ত অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিশ্চয় জানিয়াছে যে রাজা তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না, এই মনে করিয়াই সে আমার প্রতি এত অত্যাচার করিতেছে। এক্ষণে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া দুঃখিনীর পরিত্রাণ করুন।

আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, কল্য প্রাতঃকালে যদি সেই দুরাত্মা জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি হলাহল পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব, তথাপি সেই দুরাশয়ের বশবর্ত্তিনী হইব না। এই কথা বলিয়া দ্রৌপদী ভীমের উরঃস্থলে পতিত হইয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীম বিবিধ আশ্বাসবচনে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি অবশ্যই কীচককে সবংশে বিনষ্ট করিব। এক পরামর্শ বলি শুন, তুমি শোক সম্বরণ করিয়া, শর্ব্বরী অবসান হইলেই উহার

সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং রাজার অন্তঃপুরমধ্যে যে নাট্যশালা আছে, তথায় দিবাভাগে রাজবালাগণ নৃত্য-শিক্ষা করে, রাত্রিতে কেহই থাকে না, সেই গৃহ সাঙ্কেতিক স্থান নির্দ্ধারিত কর। আমি অতি গোপনে সেই স্থানে গিয়া গন্ধর্ব্বভাবে তাহার প্রাণ সংহার করিব। ভীমের এই প্রকার আশ্বাসবাক্যে দ্রৌপদী নয়নজল মোচন করিয়া উদ্বিগ্নমনে স্বস্থানে গমন করিলেন।

কীচক পূর্ব্বের ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়াই যাজ্ঞসেনীর নিকটে গিয়া নানাপ্রকার লোভ দেখাইয়া বলিল দেখ সৈরিন্ধ্রি! তুমি আমার কথা না শুনিয়া রাজসভার শরণাপন্ন হইয়াছিলে, তাহারা ত তোমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। তুমি নিশ্চয় জানিবে, বিরাট নামমাত্রেই রাজা, আমি যাবতীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ, বস্তুতঃ এ রাজ্য আমারই, আমি যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি। আমাতে অনুরক্তা হইলে আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব। এখনই শত নিষ্ক প্রদান ও শত শত দাস দাসী তোমার সেবার্থে নিযুক্ত করিব।

দ্রৌপদী উদ্দীপ্ত শোকানল সঙ্গোপন করিয়া কহিলেন, তুমি যদি আমার সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হও যে তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্য কেহ এ বিষয় জানিতে না পারে এবং গন্ধর্ব্বেরা ইহার কোন সন্ধান না পান, তাহা হইলে আমি সম্মতা হইতে পারি। দুর্ব্বুদ্ধি কীচক শ্রুতমাত্র তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া কহিল তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, গন্ধর্ব্বেরা কিছুই অনুসন্ধান পাইবে না। যাজ্ঞসেনী কহিলেন রাজার যে নৃত্যালয় আছে তথায় দিবাভাগে দুহিতাগণ নৃত্যগীত শিক্ষা

করে, রাত্রিতে কেহই থাকে না; সে স্থানটী অতি নির্জন; যখন তমস্বিনীর অন্ধকারে দিক সকল পরিপূর্ণ ও সমস্ত লোক সুষুপ্ত হইবে, তুমি সেই সময় একাকী ঐস্থানে আসিবে, তাহা হইলে তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

কীচকের সহিত এইরূপ কথা স্থির হইলে, দ্রৌপদী ভীমের নিকটে গিয়া সমস্ত অবগত করিলেন। স্মরবিমূঢ় কীচকও পরম পুলকিত চিত্তে স্বভবনে গমন করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান ও বেশভূষা করিতে লাগিল। সে দুরাশয় জানে না যে কালরাত্রি নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে। সমস্ত দিন কেবল অলঙ্কার ধারণ ও গন্ধ দ্রব্য বিলেপনেই যাপিত হইল। বেলাবসানে বিমূঢ় কীচক দ্রৌপদীকে মৃত্যু রূপা জানিতে না পারিয়া, কেবল তদীয় অলোকসামান্য রূপলাবণ্য চিন্তনেই নিমগ্ন হইল। তখন, যেমন নির্ব্বাণকালে দীপশিখার সমধিক ঔজ্জ্বল্য হয়, তাহার ন্যায় কীচকের শরীর শোভা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইল।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী ভীমসেনসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, আমি মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে কীচকের সহিত যেরূপ সময় করিয়াছি, নিশ্চয় বোধ হইতেছে দুরাত্মা নিশাসময়ে একাকী নৃত্যশালায় অবশ্যই আসিবে, এক্ষণে আপনকার যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। মদমত্ত পাপাত্মা গন্ধর্ব্বগণের অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছে, অতএব তাহাকে নিহত করিয়া, পঙ্কপতিত বারণবধূর ন্যায় শোকাভিভূত ভার্য্যার উদ্ধারসাধন ও আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।

ভীম বলিলেন হিড়িম্ববধে আমার যে প্রকার আনন্দ অনুভব হইয়াছিল, কীচক সমাগমবার্ত্তা শ্রবণেও সেইরূপ হইল। আমি ভ্রাতৃগণ ও ধর্ম্মকে অগ্রে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেপ্রকার দেবরাজ বৃত্রাসুরের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন তদ্রূপ আমিও কীচককে নিহত করিব। মৎস্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিব। পরিশেষে দুর্য্যোধনের নিধন করিয়া বসুন্ধরায় একাধিপত্য করিব। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির বিরাটের উপাসনা করিতে চান করুন। কৃষ্ণা কহিলেন নাথ! আপনকার অসাধ্য কিছুই নাই, মনে করিলে সকলই করিতে পারেন। কিন্তু অদ্য আমার নিমিত্ত, যাহাতে আপনকার সত্যব্রতভঙ্গ ও প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন না হয় তাহা করিবেন।

অনন্তর ভীমসেন সন্ধ্যার পরক্ষণেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নৃত্যশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, প্রচ্ছন্ন কেশরী যেমন মৃগের আগমন প্রতীক্ষা করে, তাহার ন্যায় কীচকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কীচকও পাঞ্চালীসঙ্গম-প্রত্যাশায় সর্ব্বাভরণ ভূষিত হইয়া সাঙ্কেতিক স্থান জ্ঞানে দ্বিতীয় যমালয় স্বরূপ নর্ত্তনালয়ে প্রবেশ করিল। এবং অমিত-বলশালী পর্য্যঙ্কশয়ান ভীমকে সৈরিন্ধ্রী বিবেচনা করিয়া সম্বোধন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল প্রিয়তমে! আমি তোমার নিমিত্ত, মদীয় শয়নাগার মণিরত্ন খচিত, শত শত দাসীতে পরিবৃত, পরম রূপবতী যুবতীজনে শোভিত ও সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। স্থির করিয়াছি সেই সমস্ত সম্পত্তি তোমাতেই সমর্পিত করিব। আমার অন্তঃপুরচারিণীগণ আমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে

সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে যে তোমার সদৃশ সুপুরুষ পৃথিবীতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই দ্রৌপদীবাক্য শ্রবণে ভীমের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, এক্ষণে কীচকবচনরূপ ঘৃতে অভিষিক্ত হইয়া এককালে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তখন মহাবল ভীমসেন বলিলেন, সুন্দর হওয়া পুরুষের সৌভাগ্যের বিষয় এবং স্বয়ং নিজরূপের প্রশংসা করাও ভাগ্যেতেই সম্ভবে। যাহা হউক, মদীয় গাত্রস্পর্শ স্ত্রীজাতিরই অতিশয় প্রীতিকর, তুমি কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও অঙ্গস্পর্শের ইতরবিশেষ অনুভব করিতে জান না। এই কথা বলিয়া সহসা লম্ফ প্রদান করিয়া কহিলেন, রে পাপাত্মা কামোন্মত্ত সূতাপসদ কীচক! অদ্য তোর ভগিনী ত্বদীয় মৃতমুখ বিলোকনে হাহাকার করিবে, অদ্যই আমি তোকে শমনভবনের অতিথি করিয়া ক্রোধানল নির্ব্বাণ, সৈরিন্ধ্রীর ক্লেশ দূর ও তদীয় ভর্ত্তৃগণকে সচ্ছন্দবিহারী করিব। ভীম এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন। মহাবীর কীচকও কেশাক্ষেপ পূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া পাণ্ডবের বাহুদণ্ড ধারণ করিলে, উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

যদ্রূপ বালি ও সুগ্রীবের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল এবং বসন্তকালে করিণীর নিমিত্ত যেমন গজদ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধ হয় তদ্রূপ কীচক ও নরসিংহ ভীমের ভয়ঙ্কর সমর হইতে লাগিল। উভয়েই ক্রোধবিষবেগে উদ্ধত হইয়া পঞ্চশীর্ষ বিষধরের ন্যায় ভুজদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। কখন দন্তাঘাতে, কখন নখরপ্রহারে, উভয়ের শরীর এককালে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল।

কখন উভয়েই পরস্পর আশ্লিষ্ট হইয়া পতিত কখন বা উত্থিত হইয়া উভয়েই উভয়ের বক্ষঃস্থলে বজ্রতুল্য মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। বেণুস্ফোটের ন্যায় প্রহার-শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। রণধীর মধ্যম পাণ্ডব লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কীচকের পদদ্বয় ধারণ করিয়া মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে কীচক প্রথমতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ক্ষণবিলম্বে সচেতন ও সবল হইয়া উঠিয়া প্রবল বেগে ভীমকে ধরিয়া জানুদ্বারা পৃথ্বীতলে পাতিত করিল। ভীমও অবিলম্বেই ভীষণবেগে উৎপতিত হইয়া প্রচণ্ড দণ্ডধরের ন্যায় কীচককে আক্রমণ করিলেন। রণভরে নৃত্যশালা মুহূর্মুহুঃ কম্পমান হইতে লাগিল। অনন্তর ভীমসেন কীচকের উরঃস্থলে বজ্রতুল্য এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, কীচক তাহা সহ্য করিল বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। তখন মহাবল ভীম তাহাকে দুর্ব্বল দেখিয়া নিজ বক্ষোদ্বারা তদীয় বক্ষে এমত এক আঘাত করিলেন যে কীচক একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। ভীম, যদ্রূপ পিশিতাকাঙ্ক্ষী শার্দ্দূল মৃগ স্বীকার করে, তাহার ন্যায় পুনর্ব্বার তাহাকে কেশে আকৃষ্ট ও মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বিজয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কীচক নিতান্ত বিচেতন হইল দেখিয়া ভীম হস্তদ্বয়ে তদীয় কণ্ঠ ধারণ করিয়া জানুদ্বারা কটিদেশে আঘাত করিলে, সে একেবারে ধরাতলশায়ী হইল। তাহার বসন ও ভূষণচয় ইতস্ততঃ ভ্রস্ত হইয়া পড়িল।

তখন ভীমসেন পাদপ্রহার পূর্ব্বক, অদ্য সৈরিন্ধ্রীর কণ্টক দূর করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম, এই কথা

বলিয়া ক্রোধরক্তনয়নে পুনর্ব্বার কীচককে ধরিয়া এক এক আঘাতেই তাহার হস্ত পাদ মস্তকাদি সমস্ত অবয়ব উদর মধ্যে বিনিবেশিত করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক সেই মাংস পিণ্ডাকার কীচক-শরীর প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাতে পদাঘাত করিয়া কহিলেন দেখ পাঞ্চালি কামুকের শরীর কিরূপ হইয়াছে, তোমার প্রতি যে ব্যক্তি অত্যাচার করিবে তাহার এইরূপ দুর্গতি হইবে, এই কথা বলিয়া দ্রুতগতি পাকশালায় প্রস্থান করিলেন। দ্রুপদাত্মজাও বিগতসন্তাপা ও পরমানন্দিতা হইয়া রক্ষিগণের নিকটে গিয়া বলিলেন পরদারাপহারী দুর্ম্মতি কীচক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নাট্যালয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, এক্ষণে তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

রক্ষিগণ দ্রৌপদীর মুখে এই কথা শ্রুতমাত্র উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে নৃত্যশালায় প্রবিষ্ট হইয়া রক্তাক্ত একটা প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল। দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিল, ইহা কখনই মনুষ্যাকৃত নহে, গন্ধর্ব্বেরাই এইরূপ করিয়াছে। যেহেতু পাণিপাদ প্রভৃতি একটিও অবয়ব নাই। রক্ষিরা এইরূপ তর্ক করিতেছে এমত সময়ে কীচকের বান্ধবগণ তদীয় মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া অতি দ্রুতবেগে নাট্যশালায় উপস্থিত হইল এবং কীচককে তদবস্থ দেখিয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। পরিশেষে অগ্নিসংস্কারার্থ সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহির করিল।

কৃষ্ণা সেই স্থানে একটি স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দণ্ডা-

য়মানা ছিলেন, উপকীচকগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিল, এই পাপীয়সীর নিমিত্তই কীচকের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে, অতএব ইহাকেও বধ করা কর্ত্তব্য। অথবা ইহাকে অন্য প্রকারে বিনষ্ট না করিয়া কীচকের সহিত অগ্নিতে দগ্ধ করাই শ্রেয়ঃ, তদ্দ্বারা প্রেতের প্রিয়কার্য্য করা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অনুমতি প্রার্থনায় বিরাটের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল। রাজা সূতপুত্রদিগের অসীম পরাক্রম জানিতেন, সুতরাং তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে সম্মত হইতে হইল। সূতগণ নৃপতির অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় ভয়বিহ্বলা কমললোচনা দ্রৌপদীকে ধরিয়া দৃঢ়বদ্ধ ও স্কন্ধারূঢ় করিয়া শ্মশানাভিমুখে লইয়া চলিল।

পতিপ্রাণা দ্রৌপদী কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন হে জীবিতনাথ! অনাথা অশরণার প্রাণ যায়, হে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল, তোমরা এ সময় কোথায় রহিলে, দুঃখিনীর কথা শ্রবণ কর। দুরাত্মা সূতপুত্রেরা আমাকে একাকিনী পাইয়া পাপিষ্ঠ কীচকের সহিত দগ্ধ করিতে শ্মশানে লইয়া যায়। যাহাদিগের ঘোরতর জ্যাঘোষে ও রথভরে বসুমতী কম্পিত হয়, হায়, আমি সেই গন্ধর্ব্বদিগের সহধর্ম্মিণী হইয়া আমার এই দুর্গতি হইল। এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীম শয়নাগার হইতে প্রাণাধিকা দ্রৌপদীর দীন বচন শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত ও বিচারদৃষ্টিরহিত হইয়া, আমি তোমার কথা শুনিতেছি, ভয় নাই, ভয় নাই,

বলিয়া ভীষণবেগে ধাবমান হইলেন। এবং পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় বেশপরিবর্ত্তন ও অদ্বার দ্বারা বহির্গমন পূর্ব্বক এক এক লম্ফে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাকারনিকর উল্লঙ্ঘন করিয়া, বিকটবেশে কীচকদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্মশানস্থলে একটা প্রকাণ্ড শুষ্ক তাল বৃক্ষ ছিল। ভীমসেন মুষ্টিমাত্র উৎপাটিত ও স্কন্ধে আরোপিত করিয়া বায়ুবেগে দৌড়িতে লাগিলেন। তীব্র গতিবেগে পথের বনস্পতি সকল ভগ্ন ও ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। কীচকগণ দূর হইতে করি-কুম্ভবিদারণার্থ ধাবমান ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় ভীমকে সমীপাগত, ও প্রচণ্ড দণ্ডধরের ন্যায় তদীয় ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে বলিতে লাগিল, ঐ মহাবল গন্ধর্ব্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের হিংসা নিমিত্ত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া লইয়া আসিতেছে, এই বেলা মৃত ভ্রাতার অগ্নি সংস্কার করা, ও যাহার নিমিত্ত গন্ধর্ব্বের ক্রোধ হইয়াছে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা এই কথা মাত্র বলিতে বলিতে ভীষণবেশধারী ভীমসেন তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। কীচকেরা ভয়ব্যাকুল হৃদয়ে শব ফেলিয়া দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া দিয়া নগরাভিমুখে পলায়ন-পরায়ণ হইল। ভীম এক লম্ফে তাহাদিগের মধ্যে পড়িয়া সেই তালদ্রুম দ্বারা এক শত পাঁচ জনের প্রাণসংহার করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ-নয়না কৃষ্ণাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! যে ব্যক্তি নিরপরাধে তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে, তাহাকে এইরূপে নিহত করিব, এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে নগরে গমন কর, আমি অন্য পথে স্বস্থানে প্রস্থান করি,

এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। পঞ্চাধিক শত সূতপুত্র ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে নগরবাসী লোকসকল এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত ও ভীত হইয়া দ্রুতগতি নৃপতি-সন্নিধানে গিয়া বলিল, মহারাজ সূততনয়গণ গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, কুলিশপাতভগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া রহিয়াছে, সৈরিন্ধ্রী মুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনর্ব্বার রাজসদনে প্রত্যাগমন করিতেছে। মহারাজ আর কি বলিব আপনার নগর সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী পরম সুন্দরী, তরুণগণের অন্তঃকরণ স্বভাবতই চঞ্চল, গন্ধর্ব্বেরাও অত্যন্ত পরাক্রান্ত। এক্ষণে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, যাহাতে সমুদয় নগর বিনষ্ট না হয়, প্রজাপুঞ্জের প্রাণরক্ষা হয়, এমত সুনীতি ব্যবস্থাপিত করুন। রাজা কহিলেন তোমরা সম্প্রতি ত্বরায় কীচক-দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর। প্রজ্বলিত হুতাশনে সকলকে একত্র করিয়া তাহাদিগের দাহক্রিয়া নির্ব্বাহ কর। এই কথা বলিয়া ভীতচিত্তে সুদেষ্ণার নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সৈরিন্ধ্রী বাটী আসিলে তুমি তাহাকে বলিবে, "রাজা গন্ধর্ব্ব হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, একারণ তিনি স্বয়ং তোমাকে কোন কথা কহিতে সাহসী হয়েন না, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদিগের বলায় হানি নাই বলিয়া বলিতেছি, তুমি এতদিন এখানে ছিলে, কিন্তু এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর, তোমার নিমিত্ত আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে"। রাজা স্বীয় মহিষীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী ভীমসেন কর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়া, শার্দ্দূলভয়ে ত্রাসিতা মৃগীর ন্যায় নগর প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া, রাজপথবাহী লোকসকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ঐ সৈরিন্ধ্রী আসিতেছে এই শব্দ শুনিয়াই গন্ধর্ব্বভয়ে নয়ন নিমীলিত করিয়া রহিল। যাজ্ঞসেনী পাকমন্দির দ্বারে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ভীমকে উপবিষ্ট দেখিয়া সাঙ্কেতিক বাক্যে কহিলেন, যে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আমি রক্ষিত হইলাম তাঁহাকে নমস্কার করি। ভীমও উত্তর করিলেন যে পরাধীন পুরুষেরা যাঁহার দুঃখ দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহারা তাঁহার কথাশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইল। এইরূপে ভীম ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথোপকথন হইলে, যাজ্ঞসেনী নৃত্যশালায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাভুজ অর্জ্জুন রাজতনয়াদিগকে নৃত্যশিক্ষা দিতেছেন। কুমারীগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিল, সৈরিন্ধ্রি! তুমি ভাগ্যবলে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং যে দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ নিরপরাধে তোমাকে দুঃসহ ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাদিগের কুল যে একবারে নির্ম্মূল হইয়াছে ইহাও অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

অনন্তর বৃহন্নলা জিজ্ঞাসা করিলেন সৈরিন্ধ্রি! তুমি কিরূপে বিমুক্ত হইলে, কিরূপেই বা পাপাত্মাদিগের বিনাশ হইল, বিশেষ করিয়া বল। দ্রৌপদী অভিমানিনী হইয়া কহিলেন, বৃহন্নলে সৈরিন্ধ্রীর দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করায় তোমার প্রয়োজন কি, তুমি সর্ব্বদা কন্যান্তঃপুরে পরম সুখে বাস করিতেছ, সৈরি-

স্ত্রীর দুঃখ কি জানিবে, তাহাতেই সহাস্য মুখে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ। বৃহন্নলা কহিলেন বালে তুমি কি জান না আমি তোমার সহিত বহুকাল একত্র বাস করিয়া আসিতেছি, তোমার দুঃখে অবশ্যই দুঃখ হইতে পারে। সকলে সকলের অন্তঃকরণ জানিতে পারে না, এই জন্যই তুমি এরূপ বলিতেছ।

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইলে, কৃষ্ণা রাজবালাদিগের সহিত সুদেষ্ণার নিকট গমন করিলেন। বিরাটমহিষী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! আমি নৃপতির আদেশক্রমে তোমাকে বলিতেছি তুমি এখান হইতে যথা ইচ্ছা গমন কর, রাজা গন্ধর্ব্ব হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। তুমি পরম সুন্দরী, পুরুষদিগের অত্যন্ত লোভনীয়া, গন্ধর্ব্বেরা অতিশয় বলবান ও প্রচণ্ডস্বভাব। অতএব তোমার আর এস্থানে অবস্থান করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। দ্রুপদনন্দিনী সুদেষ্ণার এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, রাজ্ঞি! আপনি আর ত্রয়োদশ দিবস ক্ষমা করুন, তাহা হইলে মদীয় স্বামী গন্ধর্ব্বগণ কৃতকার্য্য হইয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবেন এবং যথাসাধ্য আপনকারদিগের উপকার বিধান করিবেন। ইহাতে রাজা ও তদীয় বান্ধবদিগের কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা সকলেই নিরাপদে থাকিবেন।

গোহরণ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

মহারাজ! এইরূপে কীচক সবংশে নিহত হইলে দেশস্থ লোকসকল অত্যন্ত সবিস্ময় ও সদা সশঙ্ক হইয়া থাকিল এবং প্রতিজনপদেই এইরূপ জল্পনা হইতে লাগিল, যে পরদারাপহারী দুরাচার কীচক শৌর্য্যবীর্য্যে মৎস্য-রাজের পরম বল্লভ ছিল, এক্ষণে গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক সবংশে নিহত হইয়াছে।

এদিকে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত যে সকল চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা গ্রাম নগর রাষ্ট্রাদি অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ ও ত্রিগর্ত্তাদি ভ্রাতৃমণ্ডলে পরি-বেষ্টিত সভাসীন দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা পাণ্ডবদিগের অন্বে-ষণার্থ গ্রাম নগর গিরিগহ্বর প্রভৃতি নানাস্থান ও নানা দেশ ভ্রমণ করিলাম, কোথাও কিছুমাত্র সন্ধান পাই-লাম না। এক দিন পথিমধ্যে যাইতে যাইতে সহসা সূত দিগকে দেখিয়া মনে করিলাম ইহারা পাণ্ডবদিগের নিকটেই গমন করিতেছে। পরে অতিগুপ্তভাবে তাহা-দিগের অনুসরণ করিয়া দেখিলাম তাহারা দ্বারবতী নগ-রীতে গিয়া অবস্থিতি করিল, তথায় কৃষ্ণা বা পাণ্ডব-দিগের এক জনও নাই। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় পাণ্ডবেরা একবারে সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া থাকিবে। অতএব আপনকার রাজ্য নিঃসপত্ন ও নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আমাদিগের প্রতি যেরূপ অনুমতি হয়।

দূতগণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আর একটি মহতী প্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করুন। মৎস্যরাজের সেনানী যে কীচক ত্রিগর্ত্তদিগকে

বারম্বার পরাজিত করে, সেই পাপাত্মা অদ্য গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা দুর্য্যোধন দূতবার্ত্তা শ্রবণে ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া সভাসদদিগকে কহিলেন, কার্য্যের গতি কিছুই বুঝা যায় না, পাণ্ডবেরা কোথায় গমন করিল, তোমরা সকলে সবিশেষ অনুসন্ধান কর। তাহাদিগের প্রতিশ্রুত সময় অতীত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, ত্রয়োদশ বর্ষ গতপ্রায় হইয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষ অতীত হইলেই তাহারা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইবে, সুতরাং মদসিক্ত মাতঙ্গ ও ভীষণ আশীবিষের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করিবে। অতএব এই বেলা তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে মদীয় রাজ্য নিঃসপত্ন হয় এমত কর।

রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কর্ণ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের অতি হিতৈষী কার্য্যদক্ষ ধূর্ত্তদিগকে পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, তাহারা নানা দেশ নানা জনপদ ও প্রধান২ গোষ্ঠীতে গিয়া অতি বিনীতবেশে তম তম করিয়া তাহা-দিগের অনুসন্ধান করুক, এবং যাহারা নদী কুঞ্জ তীর্থ গ্রাম নগর সিদ্ধাশ্রম পর্ব্বতগুহা প্রভৃতি নিভৃত স্থান সকল অন্বেষণ করিতে পারে এমন কতকগুলি সুনিপুণ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিউন।

দুঃশাসন বলিল যে সকল দূতের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহাদিগকে সমুচিত বেতন প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিউন, তাহা হইলে

তাহারা কর্ণের মন্ত্রণানুরূপ সমস্তই সুসমাহিত করিয়া আসিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন, যাহারা পাণ্ডবগণের গতি প্রবৃত্তিপ্রভৃতি সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, এমন কতকগুলি লোক চতুর্দ্দিকে পাঠান কর্ত্তব্য। পাণ্ডবগণ একবারেই লুক্কায়িত হইল, কি সমুদ্রপারে পলায়ন করিল, অথবা ব্যালকর্ত্তৃক নিহত হইল, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে পারিলে, আমরা একবারে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হইয়া সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিব।

অনন্তর তত্ত্বার্থবিদ্ দ্রোণাচার্য্য বলিলেন পাণ্ডবগণ কখনই বিনষ্ট বা পরাভূত হয় নাই, ইহার প্রধান কারণ এই যে তাহারা সকলেই অত্যন্ত বলবান বুদ্ধিমান বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয়, এবং সকলেই, নীতিজ্ঞ ধার্ম্মিক সত্যবাদী অজাতশত্রু ধীরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুগত, তদীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কিছুই করে না। তদ্রূপ তিনিও মহাত্মা ভ্রাতৃগণের মঙ্গলবিধানে একান্তমনে যত্ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তাহারা যত্নবান্ ও সাবধান হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব তোমরা যাহা মন্ত্রণা করিলে তাহা আকালিক ও অনুচিত বোধ হইতেছে। আমার পরামর্শে অগ্রে তাহাদিগের আবাসভূমি নিরূপণ করাই কর্ত্তব্য। অশেষগুণাকর সুনীতিশালী সত্যবান তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে দেখিলেই চিনিতে পারা যাইবে। অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধগণদ্বারা তাহাদিগের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর দেশকালজ্ঞ ভরতপিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণবাক্য অনুমোদিত করিয়া কহিলেন, পাণ্ডবেরা সর্ব্ব সর্ব্বা-

সম্পন্ন সচ্চরিত্র ও শ্রুতব্রতী এবং ভ্রমক্রমেও বৃদ্ধদিগের অনুশাসনে ঔদাস্য বা অবহেলা করে না। তাহারা সকলেই অত্যন্ত বীর ও মহাবলপরাক্রান্ত, বিশেষতঃ কেশবের নিতান্ত অনুগ্রহপাত্র, সুতরাং কখনই অবসন্ন হইবে না, স্বভুজবীর্য্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই সুরক্ষিত হইতে পারিবে। অতএব এ বিষয়ে বুদ্ধিসাধ্য কিঞ্চিৎ বলি শ্রবণ কর। ভীষ্ম এই কথা বলিয়া সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুনয় সম্পন্ন মহাত্ম-গণের প্রবৃত্তি অন্বেষণ করা সকলের সাধ্য নহে। অত-এব পাণ্ডবদিগের বিষয়ে আমার যতদূর সাধ্য ও বিবে-চনাসিদ্ধ হয় তাহাই বলিব, দ্রোহপ্রযুক্ত বলিতেছি এমত কেহই বিবেচনা না করেন। যেহেতু বলিতে গেলে যথার্থই বলিতে হয়, অন্যায্য বা অযুক্ত বলা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। বৃদ্ধানুশাসনে স্থিত সত্যশীল বীর ব্যক্তি সভামধ্যে বিবক্ষু হইলে ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখিয়া যথার্থ বলাই সর্ব্বথা বিধেয়। অতএব ধর্ম্মরাজের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার যেরূপ ভাবোদয় হইতেছে তাহা অবিকল ব্যক্ত করি।

রাজা যুধিষ্ঠির যেস্থানে এই ত্রয়োদশ বর্ষ বাস করি-তেছেন সেস্থলে এই সমস্ত সুলক্ষণ অবশ্যই লক্ষিত হইবে। তত্রত্য লোক সকল ধর্ম্মরাজসংসর্গে অতি বদা-ন্য সুনয়সম্পন্ন শুচি ও কার্য্যদক্ষ হইবে, সর্ব্বদা প্রিয় ও সত্য বাক্য কহিবে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করি-না, কেহ কাহারও অসূয়া বা ঈর্ষ্যা করিবে না, সক-অমৎসরভাবে সদানন্দ হইয়া থাকিবে। তথায় ী হইবে না, বসুমতী অবশ্যই শস্যপূর্ণা ও নিরা-

তঙ্কা হইবেন, বৃক্ষ সকল ফলবান্, ফল সকল রসবান্, ও মাল্যচয় সৌগন্ধশালী হইবে। কথা অতি মিষ্ট ও সমীরণ সুখস্পর্শ হইবে। সে স্থানে ভয়প্রবেশের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না। গোসংখ্যার বৃদ্ধি এবং গোসকল হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, দধি ক্ষীর ঘৃতাদি পেয় দ্রব্য ও ভোজনীয় বস্তুসকল অতি সুরস ও সদ্গুণ সম্পন্ন হইবে। শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ স্ব স্ব গুণযুক্ত, ও দর্শনীয় পদার্থ সকল সুপ্রসন্ন হইবে। ব্রাহ্মণগণ সনাতনধর্ম্মপরায়ণ হইবেন। দেবতা ও অতিথিপূজায় সকলেরই শ্রদ্ধা থাকিবে। নিত্য যাগ যজ্ঞ হইবে। এবং তত্রত্য যাবতীয় ব্যক্তি ইষ্টদাতা অশুভদ্বেষ্টা ও স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে চিনিতে পারা, প্রকৃত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক দ্বিজাতিদিগেরও সাধ্য নহে। তিনি ধৃতি ক্ষমা সত্য সারল্য দয়া প্রভৃতি অশেষ গুণের আকর, তদীয় গতি ও প্রবৃত্তি অবশ্যই প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবে। অতএব যদি আমার প্রতি তোমাদিগের শ্রদ্ধা থাকে, তবে ধর্ম্মরাজবিষয়ে যাহা কিছু বলিলাম সে সমস্ত হৃদয়গত করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির কর।

অনন্তর কৃপাচার্য্য কহিলেন বৃদ্ধ ভীষ্মের কথা সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা অতি যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মার্থ-সংহিত, এ বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। পাণ্ডবদিগের গতি ও বসতি বিষয়ে বিলক্ষণ চিন্তা করিয়া সুনীতি ব্যবস্থাপন করা কর্ত্তব্য। সামান্য রিপুকেও অবজ্ঞা করিলে কালক্রমে বিপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে পাণ্ডবেরা সমরে পরম পণ্ডিত ও সর্ব্বা-

স্ত্রবেত্তা। অতএব এই বেলা তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকি-তে থাকিতে, স্বকীয় ও পরকীয় রাষ্ট্রে নিজ বলাবল জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, যে হেতু সময় পাইলে পাণ্ডবগণের অবশ্যই উদয় হইবে। অপরিমিত বল-শালী পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইলে নি-রতিশয় তেজস্বী হইয়া উঠিবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে বল-শুদ্ধি, কোষবৃদ্ধি ও নীতিবিশুদ্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ তেমন তেমন হইলে তাহাদিগের সহিত না হয় সন্ধিই করা যাইবে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ রাজনীতি এই যে, প্রথমতঃ আপনার ও আত্ম-মিত্রের কি পর্য্যন্ত বল তাহা স্থির করিয়া, বিবেচনা সিদ্ধ হইলে শত্রুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, অন্যথা যে কোন উপায়ে সন্ধি ব্যবস্থা-পিত করিবে। অতএব এক্ষণে সাম দান ভেদ দণ্ড এই উপায়-চতুষ্টয়ে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া, দুর্ব্বলকে নত করিয়া এবং মিত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, পরম সুখে বল বৃদ্ধি কর। বলসংবৃদ্ধ ব্যক্তির অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয়। এইরূপ সুনীতি-সম্পন্ন হইলে যদি কোন ক্ষীণ বা বল-বান্ শত্রু অথবা পাণ্ডবেরাও উপস্থিত হয়, তখন অনা-য়াসে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব ন্যায় পূর্ব্বক যাবতীয় ব্যবসায় বিনির্ণয় করিয়া রাখিলে যথাকালে পরম সুখী হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা।

অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সময় পাইয়া কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৎস্যরাজের বীর্য্যে আমাদিগের রাষ্ট্র বহুবার উপদ্রুত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলবান্ কীচক তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, সেই মহাবলপরাক্রান্ত ক্রূর নিষ্ঠুর পাপাত্মা সম্প্রতি

গন্ধর্ব্বকর্তৃক নিহত হওয়াতে, রাজা অবশ্যই দর্পহীন নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিবে। এক্ষণে আপনকার সম্মতি হইলে তথায় যাবতীয় কৌরব ও মহাত্মা কর্ণ যুদ্ধসজ্জা করিয়া যাত্রা করুন্। ইহাতে আমাদিগের সৌভাগ্যোদয় হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। মৎস্যদেশ প্রচুরশস্যশালী, তথায় গমন করিলে অসঙ্খ্য ধন ও রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারিব, তদীয় গ্রাম ও নগর সকল লুঠ করিব, বলপূর্ব্বক গোধন হরণ করিব এবং সকলে মিলিয়া তদীয় সৈন্য সকল বিনষ্ট করিয়া তাহাকে পরাজিত ও বশীভূত করিব। বিরাটরাজ অধীন হইলে আমাদিগের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ত্রিগর্ত্তরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কর্ণ কহিলেন, সুশর্ম্মা সময়োচিত কথাই কহিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের অবশ্যই মঙ্গল হইবে। অতএব এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত পারিষদ্বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সেনাবিভাগ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করাই শ্রেয়ঃকল্প।

রাজা দুর্য্যোধন, সুশর্ম্মা ও কর্ণের বাক্য শ্রবণমাত্র সম্মত হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন তুমি বৃদ্ধবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বরূথিনী যোজনা কর, সমস্ত কৌরবগণকেই বিরাটনগরে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। এ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। ত্রিগর্ত্তরাজ অদ্যই সমস্ত বল বাহন সমভিব্যাহারে মৎস্যরাজ্যে গমন পূর্ব্বক গোপদিগকে পরাজয় করিয়া গোধন হরণ করুন, আমরা কল্য সুসমৃদ্ধ ও সবাহন হইয়া বরূথিনী বিভাগ করিয়া যাত্রা করিব। যোদ্ধা সকল রাজার এই আদেশে সমদ্ধ ও রথারূঢ় হইয়া, সুশর্ম্মার সহিত কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী

তিথিতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিল। পর দিন সমস্ত কৌরব সম্মিলিত ও সুসজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত অষ্টমী তিথির অন্তে বিরাট রাজ্যে গিয়া গোধন আক্রমণ করিল।

এ দিকে মহাত্মা পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলেও, তথনপর্য্যন্ত ছদ্মবেশে বিরাটদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজাও কীচকের মৃত্যুকাল অবধি তাঁহাদিগের সমধিক সম্মান করেন। ইত্যবসরে ত্রিগর্ত্তরাজ দক্ষিণ গোগৃহে গোধন আক্রমণ করিলে, গোপসকল ভীত হইয়া সংবাদ প্রদানার্থ ত্বরায় বিরাটের নিকট গমন করিল। রাজা, পাণ্ডবগণে শূরসমূহে ও মন্ত্রিমুখ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাসীন রহিয়াছেন এমত সময়ে গোপ সকল সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মহারাজ ত্রিগর্ত্তেরা আসিয়া আমাদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহাদিগের হস্ত হইতে গোধন রক্ষা হয় এমত করুন।

রাজা গোপমুখে এইবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সৈন্যসংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। রথ তুরগ হস্তী ও পদাতি সকল সুসজ্জিত হইল, রাজপুত্রগণ বিচিত্র তনুত্র সকল পরিধান করিতে লাগিলেন। বিরাটের পরম প্রিয় ভ্রাতা শতানীক বজ্রায়সগর্ভ কাঞ্চনকবচ ধারণ করিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ মদিরাক্ষ পরম কল্যাণকর সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিধান করিলেন। বিরাটরাজ দিবাকরপ্রভ শত শত বিন্দুযুক্ত দুর্ভেদ্য কবচ ধারণ করিলেন। সূর্য্যদত্ত সুবর্ণপৃষ্ঠ কবচ ও বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্খ দৃঢ়ায়সগর্ভশ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিধান করিলেন। এইরূপে বীরবীর

মহারথগণ নিজ নিজ কবচ ধারণ করিয়া স্বীয় স্বীয় রথে সৌবর্ণসন্নাহসম্পন্ন বাজি সকল বিনিযোজিত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসূর্য্যপ্রতিম হিরণ্ময় রথে মৎস্যরাজের ধ্বজা উড্ডীয়মান হইল। অন্যান্য ক্ষত্রিয় সকল নিজ নিজ রথে বিচিত্র ধ্বজা যোজিত করিতে লাগিল।

অনন্তর বিরাট শতানীককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কঙ্ক, বল্লব, গোপাল ও দামগ্রন্থি, ইহারা সকলেই শূর ও বলবান্, বোধ হয়, অবশ্যই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, অতএব ইহাদিগকেও ধ্বজপতাকাসম্পন্ন রথ ও আয়ুধ সকল প্রদান কর। ইহারাও আমাদিগের ন্যায় বিচিত্র কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করুক। শতানীক নৃপতির আজ্ঞানুসারে সূতদিগের প্রতি আদেশ করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ চারিখানি রথ প্রস্তুত করিল। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল ও সহদেব রাজাজ্ঞায় যুদ্ধসজ্জা করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক, আনন্দিত মনে বিরাটের অনুগামী হইলেন। কত কত যোদ্ধা মত্ত বারণ-পৃষ্ঠে ও কতশত ব্যক্তি তুরগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ অষ্ট সহস্র রথ, সহস্র নাগেন্দ্র এবং ষষ্টি সহস্র ঘোটক বিরাটের অনুগমন করিল। অগণ্য সৈন্যদল দর্শকগণের নিরতিশয় বিস্ময়কর এবং রাজ-পথের অনির্ব্বচনীয় শোভাকর হইল।

এইরূপে সসৈন্য মৎস্যরাজ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয়প্রহর বেলায় ত্রিগর্ত্তদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, উভয় দল পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মত্তবারণ নিয়ন্ত্ অঙ্কুশনোদিত হইয়া প্রবল বেগে রণাভিমুখ

হইল। দেবাসুরসদৃশ উভয়দলের সমাগমে ক্ষণমধ্যে শত শত যোদ্ধা নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। উভয়েই উভয়কে আক্রমণ এবং উভয়েই পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। সৈন্যের পদাভিঘাতে রাশি রাশি ধূলি সমুত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। উড্ডীয়মান পতগগণ রজোভিভূত ও গতিশক্তি রহিত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। প্রবলবলক্ষিপ্ত সৌবর্ণ-বাণসমূহে দিবাকর আচ্ছাদিত হইলেন। রথে রথে, পত্তিতে পত্তিতে, সাদিতে সাদিতে, এবং গজে গজে, যুদ্ধ হইতে লাগিল। কেহ অসিদ্বারা, কেহ শক্তিদ্বারা, কেহ প্রাস দ্বারা, কেহ বা পট্টিশদ্বারা ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারে না। পরিঘবাহু শূরগণ ইতরেতর প্রহার করিতে লাগিল। কেহ ছিন্নমুণ্ড, কেহ বা বিলূনপাদ হইয়া ভূতলশায়ী হইল। কোথাও কেশচয়, কোথাও সকুণ্ডল শিরোমণ্ডল, কোথাও প্রকাণ্ড শালকাণ্ড সদৃশ বাণাচ্ছন্ন গাত্রখণ্ড, কোথাও নাগভোগতুলিত বাহুদণ্ড, কোথাও মুণ্ড, কোথাও গণ্ড, কোথাও কুণ্ডলচয় অস্ত্রাঘাতে বিলূন শোণিতাক্ত ও পতিত হইয়া বসুন্ধরার ভীষণ বেশ বিধান করিল। রথী রথীর সহিত, সাদী সাদীর সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল। শোণিতপ্রবাহে ভূমিতল অভিষিক্ত ও ধূলিনিচয় কর্দ্দমময় হইল। স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যোদ্ধাগণ মূর্চ্ছিত পতিত ও পুনরুত্থিত হইয়া প্রতিবল প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল।

শতানীক এক শত ও মহাবল বিশালাক্ষ চতুঃশত যোদ্ধাকে বিনষ্ট করিয়া বিপক্ষপক্ষীয় রথ লক্ষ্য করিয়া

ত্রিগর্ত্ত-সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বিরাটরাজ, সম্মুখে সূর্য্যদত্ত ও পশ্চাতে মদিরাক্ষকে সমভিব্যাহারী করিয়া পঞ্চশত রথ, পঞ্চ মহারথ ও অষ্টশত ঘোটক নিহত করিয়া, সঙ্গ্রামাঙ্গনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছ সৌবর্ণ-রথারূঢ় সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলে, যদ্রূপ গোষ্ঠমধ্যস্থিত বৃষভদ্বয় পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তাহার ন্যায় বীরদ্বয় অতি তর্জ্জন ও কটূক্তি করিতে লাগিল। অনন্তর সমরবিশারদ ত্রিগর্ত্তরাজ মৎস্যপতিকে আক্রমণ করিলে, উভয়ের রথ একত্র সঙ্গত হইল এবং যদ্রূপ নিবিড় ঘনঘটা অবিচ্ছিন্ন বারিধারা বর্ষণ করে তাহার ন্যায় উভয়েই শর বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং উভয়েই ক্ষমাগুণরহিত হইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ বিসর্জ্জনে স্বীয় স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিরাটরাজ দশ বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া, পঞ্চ পঞ্চ বাণে তদীয় তুরগচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ পরমাস্ত্রবেত্তা সুশর্ম্মাও সুতীক্ষ্ণ পঞ্চাশৎ শরদ্বারা মৎস্যপতিকে বিদ্ধ করিল।

অনন্তর সৈন্যপদাহত ধূলিনিকরে ও প্রদোষ কালীন অন্ধকারে উভয় দল অন্ধীভূত হইলে, ক্ষণমাত্র সংগ্রামের বিশ্রাম হইল। পরে তিমিরনিসূদন নিশানাথ নরনাথগণের আনন্দসহ সমুদিত, সুতরাং নভোমণ্ডল বিনির্ম্মল হইলে, পুনর্ব্বার ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। ত্রিগর্ত্তরাজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারী করিয়া একবারে মৎস্যনাথের প্রতি আক্রমণ করিল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় গদা, অসি, খড়্গ, পরশ্বধ ও পাশাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিরাটের সৈন্যদল প্রমথিত ও পরাজিত করিয়া তদীয় ধুর্য্য ও সারথিদ্বয়কে নিহত করিল। এবং জীব-

মাত্রাবশিষ্ট মৎস্যপতিকে বিরথ করিয়া স্বকীয় স্যন্দনে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিল। বিরাটের সৈন্যদল রাজার দুর্গতি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির মহাবাহু ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঐ দেখ সুশর্ম্মা মৎস্যপতিকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছে, এক্ষণে রাজা যাহাতে বিপক্ষের বশীভূত না হয়েন ও বিমুক্ত হয়েন তাহা কর, আমরা সংবৎসর ইহাঁর ভবনে পরমসুখে বাস করিয়াছি এক্ষণে ইঁহার নিষ্কৃতি করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই। ভীম কহিলেন আমি এখনই বিরাট-রাজের পরিত্রাণ বিধান করিতেছি, মহারাজ! ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত একান্তে অবস্থিতি করিয়া মদীয় বাহুবল ও অসাধারণ পরাক্রম নিরীক্ষণ করুন। এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ আমার গদাস্বরূপ জানিবেন। অদ্য আমি এতাবন্মাত্র অস্ত্র লইয়া যাবতীয় শত্রু সংহার করিব। যুধিষ্ঠির মত্তমতঙ্গজের ন্যায় ভীমকে পাদপোৎপাটনে উদ্যত দেখিয়া নিবারণ করিয়া কহিলেন, অদ্য বৃক্ষ লইয়া অমানুষ যুদ্ধ করা হইবে না, তাহা হইলে সকলেই চিনিতে পারিবে, অতএব শক্তি নিস্ত্রিংশ চাপ বা এবম্বিধ কোন মানুষাস্ত্র লইয়া বিরাটকে শীঘ্র মুক্ত কর। অসাধারণ যোদ্ধা নকুল ও সহদেব তোমার চক্র রক্ষার্থে গমন করুন।

ভীম, যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণমাত্র ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অতিমাত্র বেগে ধাবমান হইলেন, এবং সজল জলদের ন্যায় শরবর্ষ করিতে করিতে সুশর্ম্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন রে পাপাত্মা ত্রিগর্ত্তাধিপ! তুই

মৎস্যপতিকে লইয়া কোথায় যাইতেছিল, থাক্ থাক্, এই আমি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সুশর্ম্মা ভীমবচন শ্রবণে মনে মনে ভাবিল এ কে, কালান্তক যমের ন্যায় থাক্ থাক্ বলিতেছে, এবং রথসকল অতি দ্রুতবেগে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বুঝি পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরাবৃত্ত হইয়া ধনুর্ধারণ করিল। ভীম বিরাটের সমক্ষে সহস্র রথ সহস্র২ হস্তী সহস্র২ ঘোটক ও সহস্র২ ধনুর্দ্ধারী বীর পুরুষকে নিমেষমধ্যে নিহত করিয়া ফেলিলেন, এবং বলপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের হস্ত হইতে গদা গ্রহণ করিয়া পত্তিসমূহ নিপাতিত করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তাদৃশ অসামান্য সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া, কি আশ্চর্য্য, আমার সৈন্যের শেষ হইল, এইরূপ ভাবিয়া, আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও ত্রিগর্ত্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্র বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিরাটের পুত্র পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া রণোৎসাহী হইয়া ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিরাটের সৈন্য সকল পলায়ন করিতেছিল; তাহারা এই ব্যাপার দেখিবামাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠির এক সহস্র, ভীম সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্ত শত ও সহদেব ত্রিশত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন।

অনন্তর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজও অসংখ্য শত্রুসৈন্য বিনষ্ট করিয়া সুশর্ম্মার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ নয়

বাণে যুধিষ্ঠিরকে, এবং শরচতুষ্টয়ে তদীয় ঘোটককে বিদ্ধ করিলে, ভীষণরূপ বৃকোদর সত্বর হইয়া সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন, এবং তদীয় ঘোটকচতুষ্টয় ও পৃষ্ঠ-রক্ষকদিগকে নিহত করিয়া, সারথিকে রথোপরি হইতে পাতিত করিলেন। চক্ররক্ষ বিখ্যাত বীর মদিরাক্ষ ত্রিগর্ত্তপতিকে বিরথ দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটরাজও শক্রর রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া তদীয় গদাগ্রহণপূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর ভীমসেন ত্রিগর্ত্তরাজকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন অহে, রাজপুত্র হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত হয় না। তুমি এত ক্ষীণবল হইয়া কি সাহসে রাজপদবীলাভে অভিলাষী হইয়াছ, এই কথা বলিলে সে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইল। ভীমসেনও অমনি রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন, এবং অতি দ্রুত বেগে গিয়া তাহাকে ধৃত উৎপাটিত ও ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহার মস্তকোপরি অশনিপাত-সদৃশ এক পদাঘাত করিলেন, সে একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনন্তর তদীয় বলদল রাজাকে বিরথ ও বিচেতন দেখিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়নপরায়ণ হইলে, মহারথ পাণ্ডবগণ গোধন রক্ষিত ও সুশর্ম্মাকে ধৃত করিয়া বিরাটের সম্মুখীন হইলেন।

তখন ভীমসেন, ত্রিগর্ত্তপতির গলদেশ ধরিয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখাইয়া, এই পাপাত্মার জীবন রক্ষা করা উচিত হয় না এই কথা বলিলে, পরম কৃপানিধান প্রধান পাণ্ডব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এই নরাধমকে ছাড়িয়া দাও। অনন্তর ভীম রাজাজ্ঞায় তাহাকে বিনষ্ট করিতে না

পারিয়া ক্রোধভরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন অরে মূঢ়! যদি তোর জীবনে প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণ কর। রণবিজয়ী ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মই এই যে, পরাজিত ব্যক্তি সর্ব্বজনসমক্ষে দাসত্ব স্বীকার করিলে তাহার জীবন রক্ষা করিতে হয়। এ কথায় যুধিষ্ঠির ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দুরাত্মাকে ছাড়িয়া দাও, এ বিরাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। অনন্তর সুশর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া তুই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইলি, যা, এমত দুষ্কর্ম্ম আর কখন করিস না। ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিলে সে অতি লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। পাণ্ডবেরা সে রাত্রিতে বিরাটের সহিত সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর বিরাটরাজ পাণ্ডবদিগের লোকাতীত পরাক্রম সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন, মদীয় ধনসম্পত্তি বিষয়ে আমার যেরূপ অধিকার, আপনকারদিগেরও সেইরূপ জানিবেন। এক্ষণে আপনারা সুখসচ্ছন্দে অবস্থান করুন। আমার অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন রত্নাদি যে কোন বস্তুতে আপনকারদিগের ইচ্ছা হয়, বলুন, তাহাই প্রদান করিতেছি। অদ্য কেবল আপনকারদিগের বিক্রমেই প্রাণ দান পাইলাম। অতএব অদ্যাবধি আপনারা এই মৎস্যভূমির অধীশ্বর হইলেন। পাণ্ডবগণ বিরাটের এইরূপ কৃতজ্ঞতাসূচক বচন শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে শত্রুহস্ত হইতে নির্ব্বিঘ্নে বিমুক্ত হইয়াছেন তাহাই আমাদিগের পরম লাভের বিষয়। অনন্তর মৎস্যপতি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

অদ্য আপনাকে মৎস্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি সকলের উপর একাধিপত্য করিবেন, আমরা সকলেই আপনকার অধীন হইয়া থাকিব। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার করি, অদ্য আপনারই প্রসাদে সন্তানগণের মুখাবলোকন করিলাম, এবং আপনারই অনুগ্রহে দুর্দ্দান্ত শত্রুহস্ত হইতে নিস্তার পাইলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন আমরা মহারাজের বাক্যেই কৃতকৃত্য ও আনন্দিত হইলাম, অভিলাষ করি আপনি এইরূপ দয়াপরায়ণ হইয়া পরম সুখে প্রকৃতি প্রতিপালন ও রাজ্য শাসন করুন, আমরা চিরকাল আপনকার অনুচর হইয়া থাকিব, আমাদের নিকট আর আপনকার এতাদৃশ বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দূতেরা নগরে গমন করিয়া মহারাজের জয়ঘোষণা ও আত্মীয়বর্গকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করুক। মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে দূতদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, তোমরা ত্বরায় নগরে গিয়া বিজয়ঘোষণা কর, এবং জানাও কল্য প্রাতঃকালে কুমারী ও নাগরিক বারনারী সকল অলঙ্কৃত হইয়া, এবং বাদকেরা সুসজ্জিত হইয়া নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক আমাদিগের অগ্রসর হয়। রাজাজ্ঞায় দূতগণ সেই রাত্রিতেই যাত্রা করিয়া, পর দিন প্রাতঃকালে নগরে উপনীত হইয়া যথাবৎ বিজয় ঘোষণা করিল।

যৎকালে মৎস্যরাজ সমস্ত সৈন্য লইয়া ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় সুযোগ পাইয়া দুর্য্যোধন ভীষ্ম, কৃপ, দুঃশাসন, দ্রৌণি, কর্ণ, বিকর্ণ

প্রভৃতি মহারথগণ সমভিব্যাহারে, উত্তরগোগৃহে উপ-
স্থিত হইয়া ষষ্টিসহস্র গবী হরণ করেন। গোপ সকল
ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। পরে গোপাধ্যক্ষ এই
রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথারূঢ় হইয়া
আর্ত্তনাদ করিতে২ নগরে প্রবিষ্ট হইল এবং রাজসভায়
উপস্থিত হইয়া বিরাটতনয়কে দেখিতে পাইয়া কহিল
কুরুগণ মহারাজের ষষ্টি সহস্র গবী হরণ করিয়া লইয়া
যাইতেছে, আপনি শীঘ্র আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত
করিয়া গোধন রক্ষা করুন। মহীপাল আপনার প্রতি
সকল ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভামধ্যে
প্রায় সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন মদীয় তনয় যুদ্ধবিদ্যায়
অত্যন্ত নিপুণ ও সর্ব্বতোভাবে আমারই সদৃশ। এক্ষণে
যাহাতে মহারাজের এই বাক্য অন্বর্থ হয় এমত করুন।
কুরুকুল বিজিত করিয়া গোকুলের রক্ষা বিধান করুন।
রজতনিভ শ্বেতকায় তুরঙ্গম সকল রথে যোজিত ও
সৌবর্ণপতাকা উচ্ছ্রিত হউক। আপনকার সায়কসমূহে
সূর্য্যের গতিরোধ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হউক।
যদ্রূপ বজ্রপাণি অসুরগণ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহার
ন্যায় আপনি কৌরবযোদ্ধাদিগকে পরাজিত করিয়া
কীর্ত্তিলাভ করুন। পাণ্ডবদিগের অর্জ্জুনের ন্যায় আপনি
এই মৎস্যরাজ্যের পরম গতি হইয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে
মানরক্ষা ধনরক্ষা ও রাজ্যরক্ষা হয় এমত করুন।

উত্তর অঙ্গনাগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, এজন্য দূত-
বাক্য শ্রবণে মনে মনে ভীত হইয়াও আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক
কহিলেন যদি উপযুক্ত সারথি পাই তাহা হইলে এখনই
যুদ্ধযাত্রা করি। কিন্তু আমার সারথ্য করিতে পারে এমত

ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এক জন হয়-যানবেত্তা সারথির অন্বেষণ কর। অষ্টাবিংশতি রাত্রি যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই মদীয় সারথি বিনষ্ট হয়। এক্ষণে অশ্ববিদ্যায় সুনিপুণ এক জন সারথি পাইলে মহাধ্বজা উচ্ছ্রিত করিয়া সত্বর সমরযাত্রা করি, এবং যেমন দেবরাজ দানবকুল বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আমি একাকী বহুরথসঙ্কুল শত্রুকুল আক্রমণ করিয়া দুর্য্যোধন, শান্তনব, কর্ণ, বৈকর্ত্তন, কৃপ প্রভৃতিকে শস্ত্র-প্রতাপে নির্ব্বীর্য্য ও পরাজিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পশু প্রত্যানয়ন করি। শূন্য পাইয়া কৌরবগণ গো হরণ করি-য়া লইয়া যাইতেছে, কি বলিব আমি সেখানে থাকিলে, তাহারা মদীয় বল বীর্য্য ও রণপাণ্ডিত্য সন্দর্শনে মনে করিত সাক্ষাৎ অর্জ্জুনই বুঝি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন।

রাজপুত্রের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন প্রিয়-তমা দ্রুপদতনয়াকে নির্জ্জনে কহিলেন, তুমি উত্তরকে বল, বৃহন্নলা পাণ্ডবদিগের অতি উপযুক্ত সারথি ছিলেন, প্রধান প্রধান যুদ্ধেতে তাঁহাদিগের সারথ্য করিয়াছেন, অতএব এই ব্যক্তিই আপনকার সারথি হইতে পারিবেন।

উত্তর স্ত্রীজনমধ্যে তথাবিধ আত্মশ্লাঘা করিতেছিলেন, এমত সময়ে পাঞ্চালী তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতার ন্যায় রাজতনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনকার ভবনে বৃহন্নলা নামক বৃহদ্বারণকায় যে যুবা আছেন ইনি অর্জ্জুনের প্রসিদ্ধ সারথি ছিলেন। এব্যক্তি সেই মহাত্মারই শিষ্য, ধনুর্ব্বিদ্যা বিষয়ে তাঁহা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহেন। এই যুবা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে

পাণ্ডবদিগের সাহায্য বিধান করিতেন। খাণ্ডবদহনে এই ব্যক্তিই ধনঞ্জয়ের সারথ্য করিয়াছিলেন। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সর্ব্বভূত পরাজিত করেন। খাণ্ডবপ্রস্থে ইহার তুল্য সারথি আর কেহই ছিলেন না। উত্তর বলিলেন সৈরিন্ধ্রি! তুমি বৃহন্নলার গুণাগুণ সমস্তই অবগত আছ, অতএব তুমি তাঁহাকে আমার সারথ্য করিতে অনুরোধ কর। দ্রৌপদী কহিলেন আপনকার যে কনীয়সী ভগিনী আছেন বৃহন্নলা ইহাঁর কথা অবশ্যই রক্ষা করিতে পারেন, আপনি তাঁহাকেই বলুন। এ বিষয়ে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি যদি ঐ ব্যক্তি আপনকার সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করেন তাহা হইলে অবশ্যই কুরুকুল পরাজিত ও গোকুল সুরক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়া উত্তর ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত অবগত করিলেন। মৎস্যরাজ-দুহিতা তৎক্ষণাৎ নৃত্যশালায় গমন করিয়া ছদ্মবেশধারী মহাবাহু ধনঞ্জয়ের সম্মুখীনা হইলেন। মহাবীর পার্থ তদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজকুমারি! তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ? এত ব্যাকুলতার কারণই বা কি? তদীয় বদনকমল কেন এমন অপ্রসন্ন দেখিতেছি? যথার্থ বল, কি কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে? রাজবালা বিনয়প্রদর্শন ও প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, বৃহন্নলে! কৌরবেরা আমাদিগের যাবতীয় গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার ভ্রাতা যুদ্ধযাত্রা করিবেন। কিন্তু কিয়দ্দিন হইল তাঁহার সারথি যুদ্ধে হত হইয়াছে,

উপযুক্ত সারথির অভাবে যাইতে পারিতেছেন না। তিনি উদ্বিগ্নমনা হইয়া সারথির অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈরিন্ধ্রী আসিয়া বলিলেন আপনি অশ্ববিদ্যায় অতিপারদর্শী, যোদ্ধৃপ্রধান ধনঞ্জয় আপনাকে সহায় করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। সৈরিন্ধ্রীর এই কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমাকে আপনকার নিকট পাঠাইলেন। এক্ষণে মহাশয়কে তাঁহার সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। বোধ হয় এতক্ষণ কৌরবেরা অনেক দূর গমন করিয়াছে। আমার প্রতি মহাশয়ের অত্যন্ত স্নেহ আছে বলিয়া এত করিয়া বলিতেছি। যদি আপনি এ বিষয়ে উপেক্ষা করেন, আমার কথা রক্ষা না হয়, তাহা হইলে আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

অর্জ্জুন রাজতনয়াকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া উত্তরের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর রাজকুমার বৃহন্নলাকে মাতঙ্গের ন্যায় আসিতে দেখিয়া প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, বৃহন্নলে! বীরবংশাবতংস পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তোমাকে সহায় করিয়া খাণ্ডবদাহন ও সমস্ত বসুন্ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি গোধন রক্ষা ও কৌরবযোদ্ধাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা করিব, তোমাকে আমার সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। সৈরিন্ধ্রী পাণ্ডবদিগের বিষয় সবিশেষ জানে, সেই এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছে। আমি তাহারই মুখে শুনিয়াছি অশ্ববিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় তোমার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। বৃহন্নলা কহিলেন, আমি নৃত্য গীত করিয়া থাকি, সংগ্রামে সারথ্য

করা আমার সাধ্য নহে। উত্তর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ প্রস্তুত কর, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। পার্থ রাজকুমারের এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনি যুদ্ধবিদ্যায় পরম পণ্ডিত হইলেও রামাগণের কৌতুক বর্দ্ধনার্থ নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় বিপরীত রীতিক্রমে যুদ্ধসজ্জা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া যাবতীয় রমণীগণ একবারে হাস্য করিয়া উঠিল।

তখন রাজপুত্র স্বয়ং মহামূল্য কবচ লইয়া বৃহন্নলাকে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। পরে বৃহন্নলা রথ আনয়ন করিলে, আপনিই তদুপরি সিংহধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিলেন, এবং উজ্জ্বল কবচ পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া রণযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে উত্তরা ও তদীয় সখীসকল বৃহন্নলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আপনারা ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া আমাদিগের ক্রীড়াপুত্তলিকার নিমিত্ত রমণীয় বিচিত্র বসন আনয়ন করিবেন। বৃহন্নলা কহিলেন রাজকন্যে যখন তোমার ভ্রাতা কৌরবদিগকে পরাজয় করিবেন আমি তখন তাহাদিগের গাত্রবসন হরণ করিয়া লইব। এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ করিয়া কশা ও বল্গা গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। অঙ্গনাগণও মঙ্গলাচরণ করিয়া কহিল খাণ্ডবদহনে পাণ্ডবের যদ্রূপ মঙ্গল হইয়াছিল, কৌরবমহাযুদ্ধে রাজপুত্রের তদনুরূপ হউক, এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাজকুমার রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথির প্রতি আদেশ করিলেন, কৌরবেরা গোধন হরণ

করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমি আমাকে শীঘ্র তাহাদিগের নিকট উপস্থিত কর, আমি ক্ষণমধ্যে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া গোকুল লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব। অর্জ্জুন আজ্ঞামাত্র অতি দ্রুতবেগে হয়চালনা করিলেন। এবং, অজ্ঞাতবাসের পূর্ব্বে শ্মশানসমীপস্থ যে শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদিগের অস্ত্র শস্ত্র সংগোপিত ছিল, সেই স্থানেই রথ নিবৃত্ত করিলেন। তথাহইতে সাগরোপম কুরুবল দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং সৈন্যদলের পদদলিত পার্থিব ধূলি নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে নয়নগোচর হইল।

অনন্তর অশ্রুতপূর্ব্ব তাদৃশ সৈন্যদলের কোলাহল শ্রবণ করিয়া এবং অসঙ্খ্য রথপতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে, কর্ণ দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি অমিতবলশালী ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ রণপণ্ডিতমণ্ডলী চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, বিরাটতনয়ের সর্ব্বকায় ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৃহন্নলে! কুরুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া যাইবে না, দূর হইতে দেখিয়াই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এতাদৃশ মহারথীর প্রবীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া দেবতাদিগেরও সাধ্য বোধ হয় না। ভীমকার্ম্মুকশালিনী হস্তিরথসঙ্কুলা পত্তিধ্বজভীষণা এই ভারতী সেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির শ্রেয়স্কর নহে। অশ্বত্থামা কর্ণ বিকর্ণ ভীষ্ম দ্রোণাদি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণের ভয়ঙ্কর আড়ম্বর দর্শনেই হৃদয় ব্যাকুল ও শরীর কম্পিত হইতেছে, আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছি। এই কথা বলিয়া সব্যসাচিসমক্ষে পুনর্ব্বার দুঃখ করিয়া কহিলেন, পিতা আমাকে শূন্য

মন্দিরে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্য, আমার একজনও নাই, বিশেষতঃ আমি বালক, এই প্রবল শত্রুগণের সহিত আমার যুদ্ধে যাওয়া কোন-মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব নিবৃত্ত হও, আমি ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না।

অর্জ্জুন কহিলেন এখন এত ভয় পাইলে চলিবে না, আপনি প্রথমে আমাকে কৌরবদিগের মধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন আমি তাহাই করিব। মহা-শয় যাত্রাকালে স্ত্রীজনমধ্যে তাদৃশ স্পর্দ্ধা করিয়া-ছিলেন, এখন যুদ্ধে না যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। আপনি যদি গোধনরক্ষা না করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে বীরবর্গ ও নারীগণ সকলেই উপহাস করিবে। আমি যে সারথ্যকার্য্যে অদ্বিতীয়, তাহা সৈরিন্ধ্রী ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে, এক্ষণে শত্রুকুল পরাজিত না করিয়া গৃহে প্রতিগমন করা আমারও উচিত নয়। আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাক্যে উত্তরার অনুরোধে ও মহা-শয়ের আদেশে আসিয়াছি, কুরুকুল বিজিত না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইতে পারিব না।

উত্তর কহিলেন বৃহন্নলে কৌরবেরা আমাদিগের তাবৎ ধন হরণ করুক, এবং বীরগণ ও নারীসকল আমা-দিগকে উপহাস করুক, তথাপি আমি কখনই কুরু-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব না। এই কথা বলিয়া রথ হইতে লম্ফ দিয়া মান ও দর্পের সহিত ধনুর্ব্বাণ বিসর্জ্জন করিয়া পলায়ন করিলেন। শূরগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে, বরং সমরে নিধনও শ্রেয়ঃ তথাপি ভয়ে পলায়ন

করা কর্ত্তব্য হয় না, অর্জ্জুন এই কথা বলিতে বলিতে রাজকুমারের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গতিবেগে সুদীর্ঘ বেণী ইতস্ততঃ চলিত, ও উত্তরীয় বসন বিধূয়মান হইতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষীয় যোদ্ধা সকল এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

অনন্তর কুরুগণ ধনঞ্জয়ের বিজাতীয় বেশ সন্দর্শন করিয়া বিতর্ক করিতে লাগিল, ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় এ, কে? ইহাকে ক্লীবরূপী দেখিতেছি, কিন্তু ইহাতে অর্জ্জুনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার শিরঃগ্রীবা ও বাহুদ্বয় অবিকল অর্জ্জুনের ন্যায়, বিক্রমও সেই প্রকার। বিশেষতঃ একাকী আমাদিগের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অর্জ্জুন ভিন্ন আর কাহারও সাহস হয় না। বোধ হয় বিরাটভবনেই অর্জ্জুন ছদ্মবেশে অবস্থান করিয়া থাকিবেক। বিরাট শূন্যগেহে একমাত্র পুত্র রাখিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছে, এ বালক, বালতাপ্রযুক্ত স্বীয় পৌরুষ বিবেচনা করিতে না পারিয়া, ইহাকেই সারথি করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতেছে, অদ্বিতীয় যোদ্ধা ধনঞ্জয় তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে।

কৌরবেরা এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক করিতে লাগিল। অর্জ্জুন দ্রুতবেগে পদশত গমন করিয়া উত্তরকে ধরিয়া বিবিধ প্রবোধবচনে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজকুমার কিছুতেই সম্মত হইলেন না, বরং নিরতিশয় কাতরতা ও দীনতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, হে কল্যাণি বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ প্রতিনিবৃত্ত কর, জীবন থাকিলে অনেক মঙ্গল

হইবে। আমি গৃহে গতমাত্র তোমাকে নিষ্কপূর্ণ এক শত সুবর্ণকুম্ভ ও মহাপ্রভাসম্পন্ন আটটী বৈদূর্য্য মণি প্রদান করিব, এবং সুবর্ণদণ্ড-শোভিত সর্ব্বোপকরণযুক্ত এক-খানি রথ ও দশটী মাতঙ্গ দান করিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া রথের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত ভীত ও হতচেতনপ্রায় বিবেচনা করিয়া আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, আপনকার কোন ভয় নাই, যদি আপনি যুদ্ধ করিতে একান্ত অপারগই হয়েন, তাহা হইলে আ-মিই যুদ্ধ করিব, আপনি সারথ্য কর্ম্ম সম্পাদন করুন। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সমরে পরাঙ্মুখ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাবতীয় যো-দ্ধাকে পরাজিত করিয়া গোধন লইয়া আসিব, আপনি রণক্ষেত্রে অতি সাবধানে থাকিবেন। অর্জ্জুন এইরূপে উত্তরকে প্রবোধন পূর্ব্বক, উভয়ে রথোপরি আরোহণ করিয়া শমীবৃক্ষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি কুরুবীরগণ ক্লীববেশ-ধারী নরসিংহকে রথে আরূঢ় দেখিয়া ধনঞ্জয় আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যাবতীয় যোদ্ধাকে সহসা নিরুৎসাহ ও আকস্মিক উৎ-পাত সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন অদ্য আমাদিগের অত্যন্ত অশুভ দিন উপস্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ অতি-প্রচণ্ড রুক্ষ সমীরণ শর্কর বর্ষণ করিতেছে, ভস্মবর্ণ তম-স্তোমে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইতেছে, রুক্ষবর্ণ মেঘ-সকল অদ্ভুতাকার দৃষ্ট হইতেছে, কোষ হইতে অস্ত্রসমস্ত নিঃসৃত হইয়া পড়িতেছে, শিবা সকল অশিব রব ও

তুরগগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, এবং ধ্বজা সকল বিশৃঙ্খলরূপে কম্পিত হইতেছে। যেরূপ দেখিতেছি, বোধ হয় মহাভয় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। অহে যোদ্ধা সকল তোমরা সকলেই সাবধান ও স্ব স্ব রক্ষা বিষয়ে সযত্ন হও, সৈন্যে ব্যূহবিন্যাস কর এবং গোধন রক্ষা কর, অদ্য মহাবিপদ উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, নিখিল-ধনুর্দ্ধর-প্রধান মহাবীর পার্থ নপুংসক-বেশে সংগ্রামে আসিতেছে।

পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বোধ হই-তেছে অদ্য অঙ্গনাবেশধারী ইন্দ্রসূনু আমাদিগকে পরা-জিত করিয়া গোধন লইয়া যাইবে। ইহার সাহস ও পরাক্রমের কথা কি কহিব। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও ধনঞ্জয় কিছুমাত্র ভীত বা প্রতি-নিবৃত্ত হয় না। অর্জ্জুন বীর্য্য ও রণপাণ্ডিত্যবিষয়ে ইন্দ্র হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কাহাকেও ক্ষমা করিবে না। অধিক কি বলিব, হিমালয় পর্ব্বতে কিরাতবেশী মহাদেব ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৌরবদল মধ্যে ইহার প্রতিযোদ্ধা এক জনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

অনন্তর কর্ণ দ্রোণবচনে কিঞ্চিৎ বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন মহাশয়! প্রায় সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের গুণ-বর্ণনকালে আমাদিগের নিন্দাই করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমার এবং দুর্য্যোধনের কলামাত্র ক্ষমতাও অর্জ্জুনের নাই। এ কথায় দুর্য্যোধন রাধেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন এ যদি যথার্থ পার্থই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমস্ত পরিশ্রম

সার্থক হইল, ইহাকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। অন্য ব্যক্তি হইলে নিশিত শরপ্রহারে এই দণ্ডেই বিনষ্ট হইবে, অতএব উভয়থাই ভয়ের বিষয় কি।

কৌরবদলমধ্যে এই প্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এ দিকে অর্জ্জুন শমীবৃক্ষের মূলে উপনীত হইয়া বিরাটতনয়কে বলিলেন উত্তর! তোমার এই ধনু মদীয় বাহুবল সহ্য করিতে পারিবে না, আমি যখন বাজী কুঞ্জর ও প্রবল শত্রুদল বিমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইব তখন এই ক্ষীণ ধনু অতি গুরুভারে ও বাহুবিক্ষেপে ভগ্ন হইয়া যাইবে। অতএব এই শমীবৃক্ষে পাণ্ডুতনয়গণের ধনুর্ব্বাণ সকল নিবদ্ধ আছে, যুধিষ্ঠির ভীম নকুল ও সহদেবের ধ্বজা শর ও দিব্য কবচ আছে, এবং এই স্থানেই পার্থের অতিবৃহৎ অব্রণ গুরুভারসহ সৌবর্ণ গাণ্ডীব ও অন্য অন্য সুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত আবদ্ধ আছে, আনয়ন কর।

উত্তর বলিলেন আমরা শুনিয়াছি এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ উদ্বদ্ধ আছে, আমি রাজপুত্র হইয়া কিরূপে স্পর্শ করিব, করিলে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইতে হইবে। বৃহন্নলা কহিলেন অপবিত্রতার আশঙ্কা করিও না, উহা শব নহে, পাণ্ডবদিগের ধনুর্ব্বাণ সমস্ত একত্র বদ্ধ করা আছে। শব হইলে আমি কখনই এরূপ বলিতাম না। একথায় রাজকুমার রথহইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলে, অর্জ্জুন বলিলেন রাজকুমার! তুমি বৃক্ষের অগ্র হইতে সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র অবরোপিত করিয়া ত্বরায় বন্ধন অপনোদন কর। উত্তর সেই শবাকৃতি অস্ত্রভার গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় পরিবেষ্টন বিমোচন করিলেন এবং

বিচিত্র তনুত্র সকল পরিমুক্ত করিয়া তন্মধ্যে গাণ্ডীব ও আর চারিখানি ধনুক দেখিতে পাইলেন। যদ্রূপ সূর্য্যোদয়ে দিব্য প্রভার আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ বিমুক্তমাত্র সেই সমস্ত ধনুকের প্রভা একবারে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

তখন রাজকুমার অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রত্যেক চাপ স্পর্শপূর্ব্বক পার্থকে ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এই সহস্রকোটি সৌবর্ণ বিন্দুশতে সুশোভিত ধনুকখানি কাহার। যাহার পৃষ্ঠ সুবর্ণময় এবং পার্শ্বদ্বয় অতি মনোহর, এ কাহার ধনু। যে ধনুর পৃষ্ঠে ইন্দ্রগোপ-পরম্পরা পরিশোভিত রহিয়াছে এখানি কাহার। যাহাতে তেজঃপ্রজ্বলিত সুবর্ণময় সূর্য্যত্রয় প্রকাশিত হইয়াছে এ ধনু কাহার। যাহার পৃষ্ঠদেশে তপনীয়-বিভূষিত সৌবর্ণ শলভকুল বিরাজ করিতেছে, এই বা কাহার। হিরণ্ময় তূণে নিহিত কলধৌতাগ্র লোমবাহী এই সহস্রটী নারাচ কাহার। অর্দ্ধচন্দ্রনিভ এই সুদীর্ঘ সপ্তশত শরই বা কাহার। যে বাণে পাণ্ডুশার্দ্দূলের চিহ্ন ও যাহাতে বরাহকর্ণলাঞ্ছিত দশশর মিলিত রহিয়াছে এই বা কাহার। যে বাণের পূর্ব্বার্দ্ধ লৌহময়, এই কঠোর শরই বা কাহার। গৃধ্রপত্রযুক্ত পীতবর্ণ স্থূল শরগুলিই বা কাহার। গুরুভারসহ দিব্য সুদীর্ঘ এই সায়কই বা কাহার। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত কোশে নিহিত হেমখচিত পৃথুল কিঙ্কিনীযুত নির্ম্মল খড়্গই বা কাহার। গব্যকোশস্থিত এই খড়্গই বা কাহার। উজ্জ্বল পীতবর্ণ গুরুতর যে নিস্ত্রিংশ হৈমকোশে নিহিত রহিয়াছে এই বা কাহার। পাঞ্চনখকোশস্থিত নিষধদেশোৎপন্ন তরবারিই বা কাহার।

এবং হেমবিন্দু শোভিত এই অসিত খড়্গই বা কাহার। বিশেষ করিয়া বলুন, আমি অদৃষ্টপূর্ব্ব এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও চমৎকৃত হইয়াছি।

পার্থ কহিলেন তুমি প্রথমে যে ধনুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহা ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব। অর্জ্জুন এই সর্ব্বা-যুধপ্রধান গাণ্ডীবদ্বারা ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছি-লেন। দেব দানব ও গন্ধর্ব্বগণ অসঙ্খ্য বৎসর পর্য্যন্ত ইহার পূজা করেন। ইহা প্রথমে বর্ষসহস্র ব্রহ্মার হস্তে, তৎপরে সার্দ্ধেক-সহস্র বৎসর প্রজাপতির নিকটে থাকে। সুররাজ পঞ্চাশীতি বৎসর, দ্বিজরাজ পঞ্চশত বৎসর, এবং বরুণ শত বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার সেবা করেন। পরিশেষে পার্থ বরুণের নিকট হইতে এই সর্ব্বায়ুধশ্রেষ্ঠ দিব্য ধনুক প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চষষ্টি বৎসর ধারণ করিয়াছেন। যে ধনুর পৃষ্ঠ সুবর্ণময় এবং পার্শ্বদ্বয় অতি মনোহর উহা ভীমের। ভীম ঐ কার্ম্মুকদ্বারা সমগ্র পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন। যে ধনুর পৃষ্ঠে ইন্দ্রগোপের চিহ্ন আছে উহা যুধিষ্ঠি-রের। যে ধনু সৌবর্ণসূর্য্যে পরিশোভিত হইয়াছে উহা নকুলের, এবং যাহা তপনীয়চিত্রিতশলভসমূহে সুশো-ভিত দেখিতেছ, উহা সহদেবের ধনু।

এই যে লোমবাহী সহস্রটী শর দেখিতেছ উহা অর্জ্জুনের। ঐ সমস্ত বাণ সমরে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ করে এবং কিছুতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। চন্দ্রবিম্বার্দ্ধতুল্য, নিশিত বাণগুলি ভীমের। যে সকল বাণে হরিতবর্ণ শার্দ্দূলের চিহ্ন আছে উহা নকু-লের। নকুল ঐ সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা কৃৎস্ন প্রতীচীদিক জয় করিয়াছিলেন। এই যে পূর্ব্বার্দ্ধলৌহময় অতি

কঠোর শর দেখিতেছ উহা সহদেবের। এবং হেমপুঙ্খ ত্রিপর্ব্ব গৃধ্রপত্রযুত পীতবর্ণ স্থূল শর সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের। অতিভারসহ এই সুদীর্ঘ বাণগুলি অর্জ্জুনের। যে খড়্গ প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকোশে নিহিত আছে উহা ভীমসেনের। উহা অতি সুদৃঢ় এবং বিপক্ষপক্ষের যৎপরোনাস্তি ভয়ঙ্কর। গব্যকোশস্থ বিপুল খড়্গ সহদেবের। যাঁহার মুষ্টি হেমময় ও যাহা হেমকোশমধ্যে নিহিত রহিয়াছে উহা ধর্ম্মরাজের খড়্গ। পাঞ্চনখকোশস্থ নিস্ত্রিংশ নকুলের, এবং এই যে কাঞ্চন-বিন্দুময় সুতীক্ষ্ণ খড়্গখানি দেখিতেছ উহা অর্জ্জুনের।

উত্তর কহিলেন সুবর্ণনির্ম্মিত অস্ত্রগুলি অত্যন্ত মনোহর। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই সকল মহাত্মগণ এক্ষণে কোথায়। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যবিযুক্ত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কোথায় গমন করিয়াছেন। এবং স্ত্রীরত্নভূত পাঞ্চালীই বা এক্ষণে কোথায় আছেন, তিনিও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছেন শুনিয়াছি। অর্জ্জুন কহিলেন তাঁহারা সকলেই তোমাদিগেরই ভবনে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন। মৎস্যনাথের সভায় যিনি সর্ব্বদা পাশক্রীড়া করেন তিনিই রাজা যুধিষ্ঠির। যিনি বল্লব নামে খ্যাত হইয়া বিরাটের পাকশালায় আছেন, তিনিই ভীম। আমি অর্জ্জুন, অশ্ববন্ধ নকুল, গোরক্ষক সহদেব। এবং যিনি সুদেষ্ণার সৈরিন্ধ্রী হইয়া আছেন ও যাঁহার নিমিত্ত দুর্দ্দান্ত কীচকগণ নিহত হইয়াছে, রমণীরত্নরূপা পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদীই সেই।

উত্তর কহিলেন আমরা পূর্ব্বাবধি পার্থের যে দশটী

নাম শ্রুত আছি, আপনি যদি তাহা বলিতে পারেন তাহা হইলে আপনকার কথায় বিশ্বাস জন্মিতে পারে। অর্জ্জুন কহিলেন আমার দশ নাম শুন, অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্য-সাচী ও ধনঞ্জয়। উত্তর কহিলেন এই দশ নাম পার্থের কি নিমিত্ত হইয়াছে যদি সবিশেষ বর্ণন করিতে পারেন তাহা হইলে আপনি যে অর্জ্জুন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

অর্জ্জুন কহিলেন সকল জনপদ জয় করিয়া ধন গ্রহণ করাতে লোকে আমাকে ধনঞ্জয় বলিয়া থাকে। প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত না করিয়া ক্ষান্ত হই না, একারণ আমার একটী নাম বিজয় হইয়াছে। কাঞ্চনবর্ম্মশালী শ্বেতবর্ণ ঘোটক মদীয় রথে যোজিত হয়, এজন্য আমার নাম শ্বেতবাহন হইয়াছে। হিমা-লয় পর্ব্বতে দিবাভাগে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে আমার জন্ম হয়, একারণ লোকে আমাকে ফাল্গুন বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রধান দানবকে যুদ্ধে পরাজিত করাতে দেবরাজ তুষ্ট হইয়া আমার মস্তকে কিরীট প্রদান করেন, এজন্য আমার একটী নাম কিরীটী হইয়াছে। রণস্থলে কখনই বীভৎস কার্য্য করি না, এজন্য লোকে আমাকে বীভৎসু বলিয়া থাকে। আমি উভয় হস্তে তুল্যরূপে গাণ্ডীব বিকর্ষণ করিতে পারি, একারণ আমার একটী নাম সব্য-সাচী হইয়াছে। সাগরাম্বা পৃথিবীতে আমার সদৃশ বর্ণ অতিদুর্লভ এবং আমি সর্ব্বদাই নির্ম্মল কার্য্য করিয়া থাকি, এজন্য সকলে আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। আমি অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিয়া থাকি, এই হেতু

আমার একটী নাম জিষ্ণু হইয়াছে। কৃষ্ণ ও গৌর বর্ণ বালকের অতি প্রিয়, এই হেতু পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছেন।

রাজকুমার অর্জ্জুনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া স্থির করিলেন এবং পরমাহ্লাদিত মনে অভিবাদন ও সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন অদ্য আমার পরম শুভ দিন, আপনকার পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত যে সমস্ত অযুক্ত কথা কহিয়াছি তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে ছদ্মবেশে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে আপনার নিকট কিছুমাত্র ভয় ছিল না, বরং আপনাতে সম্পূর্ণ স্নেহেরই সঞ্চার হইয়াছে। অনন্তর উত্তর অতি বিনীতভাবে কহিলেন, হে বীরবর! আমিই আপনকার সারথি হইলাম এখন কোথায় যাইতে হইবে আজ্ঞা করুন। অর্জ্জুন কহিলেন তোমার কোন ভয় নাই, আমি ক্ষণমধ্যে ত্বদীয় শত্রুকুল দলন করিতেছি। এক্ষণে এই সমস্ত তূণ মদীয় রথে আবদ্ধ কর এবং সুবর্ণখচিত ঐ করবালখানি আনয়ন কর।

অনন্তর উত্তর অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে, অর্জ্জুন পুনর্ব্বার কহিলেন আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনই গোধন প্রত্যাহরণ করিব, তোমার কোন শঙ্কা নাই। গাণ্ডীব ধনুক ধারণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে আমাকে কেহই পরাজিত করিতে পারিবে না। উত্তর কহিলেন যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে মহাশয়ের যে কেশবতুল্য পারদর্শিতা তাহা সকলেই জানে, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় নাই। কিন্তু এইমাত্র

সংশয় হইতেছে আপনি সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন হইয়া কোন্ কর্ম্মবিপাকে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

পার্থ কহিলেন আমি জ্যেষ্ঠের আদেশে সংবৎসর কাল এই ব্রত প্রতিপালন করিয়া, সম্প্রতি ব্রতভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, বস্তুতঃ আমি ক্লীব নই। উত্তর বলিলেন আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম, মহাশয়ের দর্শনাবধি মনে মনে চিন্তা করিতাম ঈদৃশ পুংলক্ষণা-ক্রান্ত ব্যক্তি কথনই নপুংসক হইতে পারে না। অদ্য আমার সেই বিতর্কের মীমাংসা হইল। আপনি সহায় হইলে ত্রিদশগণের সহিত যুদ্ধ করাও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। অতএব আমার আর কোন ভয় নাই। সংশয় দূর হইয়াছে। এক্ষণে ইতিকর্ত্তব্য বিষয়ে আজ্ঞা করিয়া কৃতার্থ করুন। সারথ্য কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ পার-দর্শিতা আছে। যদ্রূপ দারুক বাসুদেবের ও মাতলি দেবরাজের সারথ্য করিয়া থাকে, অদ্য মহাশয়ের সারথি হইয়া আমিও তদনুরূপ করিব। এবং এই যে মদীয় বাহনচতুষ্টয় দেখিতেছেন, ইহারা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। যে ঘোটকটী দক্ষিণধুর বহন করিতেছে এ সর্ব্বতোভাবে সুগ্রীবের সদৃশ। ইহার এমন বেগ যে ধাবমান হইলে পাদ বিক্ষেপ চক্ষুতে লক্ষ্য করা যায় না। যে তুরঙ্গমবর বাম ধুর বহন করিতেছে এ বেগে মেঘপুষ্পের তুল্য। দক্ষিণ পার্ষ্ণিবাহক ঘোটকটী বলাহক অপেক্ষাও বলবান্। যে অশ্ববর বাম পার্ষ্ণি বহন করিতেছে ইহার বেগ সর্ব্বতোভাবে শৈব্যের তুল্য। এ রথও মহাশয়ের অযোগ্য নহে, অতএব ইহাতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করুন।

তখন অর্জ্জুন বাহুদ্বয় হইতে বলয় বিমোচন করিয়া

ও বিচিত্র সৌবর্ণ বর্ম্ম পরিধান করিয়া কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ শুভ্রবসনে আবদ্ধ করিলেন। অনন্তর প্রাঙ্মুখ ও শুচি হইয়া প্রযত্ন মানসে অস্ত্রের ধ্যান ধারণা করিলে, অস্ত্র সকল সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, পাণ্ডুনন্দন এই আপনকার কিঙ্করেরা উপস্থিত হইয়াছে। অর্জ্জুন প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন তোমরা আমার চিত্তকোশে সতত প্রকাশিত থাক। অর্জ্জুন সহাস্যবদনে এই কথা বলিয়া, গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিয়া টঙ্কারধ্বনি করিলেন, শৈলে শৈলপাত হইলে যদ্রূপ শব্দ হয় তাহার ন্যায় ভীষণ নির্ঘোষ সমুদ্গত হইল, অত্যর্থ বায়ু বহিতে লাগিল, বৃহৎ উল্কাপাত ও দিক্ সকল আচ্ছন্ন হইল, মহাদ্রুম সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই শ্রবণভৈরব রবে কুরু-দিগের শ্রবণকুহর বধিরপ্রায় হইল।

অনন্তর বিরাটতনয় অসঙ্খ্য কুরুসৈন্য দেখিয়া অর্জ্জু-নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয় একাকী, কুরু-সৈন্য অসঙ্খ্য, তাহাতে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি মহা-রথগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান, এবং যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ে সক-লেরই সম্পূর্ণ পারদর্শিতা আছে, অতএব কিরূপে গোধন জয় করিবেন, সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। ধন-ঞ্জয় হাস্য করিয়া কহিলেন তোমার কোন আশঙ্কা নাই, তুমি শুনিয়া থাকিবে ঘোষযাত্রায় ও খাণ্ডবদাহে আমার এক জনও সহায় ছিল না, আমি একাকীই যাবতীয় দানব ও দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলাম। মহা-বল পৌলোমগণের সহিত যুদ্ধেও একাকী ছিলাম এবং পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সময়ে অসঙ্খ্য রাজপুরুষের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও আমার এক জনও সহায় ছিলনা।

অতএব তদ্বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি কেবল শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য কৃপ ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পাবক কৃষ্ণ ও পিনাকপাণির ধ্যানধারণা মাত্র করিয়া সমর বিজয়ী হইব। রথ চালনা কর, ত্বদীয় মানসজ্বর ক্ষণমধ্যেই অপনীত হইবে।

অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আয়ুধসকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রথ হইতে সিংহ-ধ্বজ অপনয়ন পূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত দৈবী মায়াস্বরূপ বানরধ্বজ যোজিত করিয়া মনে মনে পাবকের আরা-ধনা করিলেন। পাবকপ্রসাদে ধ্বজোপরি ভূতগণ আবি-র্ভূত এবং মনোরথতুল্য দিব্য রথ আসিয়া সমুপস্থিত হইল। অমনি অর্জ্জুন উত্তর সমভিব্যাহারে দিব্য রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং চর্ম্ম-ময় গোধা ও অঙ্গুলিত্রাণ আবদ্ধ করিয়া ও আয়ুধ সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরগোগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পার্থ যাইতে যাইতে সমরশঙ্খধ্বনি করিলে, শত্রুগণের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। প্রজবী তুরগচতুষ্টয় অতি বেগে ধাবমান হইল। উত্তর সন্ত্রস্ত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন অর্জ্জুন রশ্মিসংযমদ্বারা ঘোটক থামাইয়া উত্তরকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন রাজপুত্র, তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া এত ভীত ও বিষণ্ণ হইতেছ কেন। তুমি অসংখ্য শঙ্খশব্দ ভেরীরব ও কুঞ্জর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার ত্রাসের বিষয় কি আছে। উত্তর কহিলেন আমি রণস্থলে কত শঙ্খশব্দ কত কুঞ্জরধ্বনি ও কত ভেরীরব শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু ঈদৃশ শঙ্খধ্বনি কখনই আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই, এতাদৃশ

ধ্বজাও কখন দেখি নাই, মহাশয়ের ধ্বজার রূপে ও শঙ্খ কার্ম্মুকের শব্দে এবং আবির্ভূত ভূতগণের গর্জ্জনে আমার অন্তঃকরণ বিমুগ্ধ হইয়াছে, হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে, দিক্ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতেছি, এবং কর্ণদ্বয় বধির প্রায় হইয়াছে। অর্জ্জুন কহিলেন তুমি রশ্মিসংযত করিয়া দৃঢ়রূপে উপবেশন কর, আমি পুনর্ব্বার শঙ্খধ্বনি করিতেছি। এই বলিয়া শঙ্খধ্বনি করিলে বৈরিগণের দুঃখের সহিত বন্ধুজনের আনন্দচন্দ্রের উদয় হইল, গিরিগুহা ও দিক্ সকল মুখরিত হইয়া উঠিল। উত্তর সন্ত্রস্ত হইয়া রথোপরি সংলীন হইয়া বসিলেন। শঙ্খশব্দ রথনেমিশব্দ ও গাণ্ডীবনির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। ধনঞ্জয় ভয়ভঞ্জনার্থ উত্তরকে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্রোণাচার্য্য যোদ্ধাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে! মেঘনির্ঘোষতুল্য রথশব্দে ক্ষণে ক্ষণে যে প্রকার ভূকম্প হইতেছে, নিশ্চয় বোধ হয়, এ ব্যক্তি পার্থ ব্যতীত আর কেহই নহে। ঐ দেখ আমাদিগের বাজিগণ ম্লান, অস্ত্রসকল নিষ্প্রভ বোধ হইতেছে। অগ্নির আর তাদৃশ প্রভা নাই, মৃগ সকল ঘোর রব করিতেছে, বায়সগণ ধ্বজার উপর নিলীন হইতেছে, শিবা সকল অশিব রব করিয়া সেনামধ্য দিয়া গমনাগমন করিতেছে, তোমাদিগের লোমকূপ সকল প্রহৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য যুদ্ধে যে অসঙ্খ্য ক্ষত্রিয়ের পতন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, জ্যোতিঃপদার্থমাত্রেই অপ্রকাশিত ও মৃগ পক্ষি সকল নিদারুণ বোধ হইতেছে। এ যুদ্ধে যে আমাদিগের শ্রেয়ঃ নাই, তাহার

আরও বিশেষ চিহ্ন এই যে, প্রদীপ্ত উল্কা সৈন্যগণের বাধাজননী হইতেছে, বাহক সকল উদ্বিগ্নমনে যেন রোদনই করিতেছে এবং গৃধ্রসকল সৈন্যদলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হয়, অস্মদীয় বাহিনী পার্থবাণে এখনই প্রপীড়িত হইবে। ঐ দেখ আমাদিগের দল-বল পরাভূত প্রায় লক্ষিত হইতেছে, কাহাকেও রণোৎ-সাহী দেখা যায় না, সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও সকলেরই চিত্ত উদ্বিগ্ন বোধ হইতেছে। অতএব এক্ষণে গোধন মধ্যে রাখিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া সাবধানে অবস্থান ব্যতীত আর কিছুই উপায় নাই। দুর্য্যোধন আচার্য্যের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি পূর্ব্বেও কহিয়াছি এবং পুনর্ব্বার বলিতেছি, ধর্ম্মরাজের সহিত যখন পাশক্রীড়া হয় তৎ-কালে এই পণ হইয়াছিল, পরাজিত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ না হইতেই যদি অর্জ্জুন আসিয়া থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগকে পুনর্ব্বার বন-গমন করিতে হইবে। অতএব পাণ্ডবেরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই আসিয়া থাকুক, অথবা আমাদি-গেরই ভ্রম হউক, ভীষ্ম ইহার নিশ্চয় বলিতে পারেন। কোন বিষয়ে একবার দ্বৈধ উপস্থিত হইলে নিত্যই সংশয় হইতে থাকে এবং কোন বিষয় একপ্রকার চিন্তিত ও স্থিরীকৃত হইলে কখন কখন তাহার অন্যথাও ঘটিয়া থাকে। ধার্ম্মিকেরাও কখন কখন লোভাদিপরতন্ত্র হইয়া বিবেচনাশূন্য হইয়া থাকেন।

দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার কহিলেন আমরা ত্রিগর্ত্তদিগের

নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছি। তাহারা মৎস্যপতি কর্ত্তৃক হতমান হইয়া আমাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করাতে, আমরা যেরূপে মৎস্যদেশ আক্রমণ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাই করিয়াছি। ঐ যে ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ও অর্জ্জুন না হইলেও হইতে পারে। ত্রিগর্ত্তেরা বিজয়ী বা পরাজিত হইয়া আমাদিগের সহিত মিলিতে আসুক, অথবা আমরা আসিয়াছি শুনিয়া স্বয়ং মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে ইহাই হউক। যাহা হউক, যদি বিরাটরাজ অথবা অর্জ্জুন আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া থাকে, আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিব। এক্ষণে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। যদি স্বয়ং দেবরাজ বা যমরাজ আসিয়াও গোধন আক্রমণ করেন, তথাপি যুদ্ধ না করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া যাইব না। আচার্য্যবচনে ভীত হইয়া সংগ্রামে বিমুখ হওয়া হইবে না। পাণ্ডবেরা ইহাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, বিশেষতঃ পার্থের প্রতি আচার্য্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাত আছে। অন্যথা অশ্বের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রে কে কোথায় যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে। যাত্রা কালে ঘোটকেরা স্বভাবতই শব্দ করিয়া থাকে, সমীরণ সর্ব্বদাই বহে, দেবরাজও সময়ে সময়ে জলদান করেন, মেঘেও গর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাতে অর্জ্জুনের কি বীরত্ব প্রকাশ হইল। কি নিমিত্তই বা তাঁহার এত প্রশংসা করা হইতেছে। আচার্য্য আমাদিগের প্রতি স্নেহ বা দ্বেষবশতই এরূপ বলুন, এবিষয়ে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা নাই। আচা-

র্য্যেরা অতি দয়ালু ও প্রাজ্ঞ এবং উপায়দর্শী বটেন, কিন্তু ভয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। সভামধ্যে, যজ্ঞে, লোকচরিত্রজ্ঞানে, বৈরিবিবরানুসন্ধানে, হস্তিচর্য্যা রথ-চর্য্যা ও অশ্বচর্য্যা বিষয়ে, দুর্গদ্বারবিমোচনে এবং এইরূপ আর আর বিষয়ে বিজ্ঞবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এস্থলে শত্রুগুণানুবাদী বিজ্ঞদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া, যাহাতে শত্রু পরাজয় করিতে পারাযায় এমত নীতি প্রয়োগ করাই আবশ্যক। অতএব এক্ষণে মধ্যে গোধন রাখিয়া ব্যূহরচনা কর, তাহা হইলে উপস্থিত শত্রুসহ সমরে অবশ্যই বিজয় লাভ হইতে পারিবে।

কর্ণ কহিলেন অদ্য যাবতীয় যোদ্ধাকেই ভীত ও নিরুৎসাহপ্রায় দেখিতেছি, কি আশ্চর্য্য। এ ব্যক্তি বিরাটরাজ অথবা অর্জ্জুনই হউক, তাহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে। যদ্রূপ সমুদ্র অগাধজলশালী হইয়াও বেলা অতিক্রম করিতে পারেন না, তদ্রূপ যিনি যত যোদ্ধা হউন আমাকে পরাভূত করা কাহারও সাধ্য নহে। শলভসমূহাচ্ছন্ন পাদপের ন্যায় মদীয় চাপবিমুক্ত শরসমূহে পার্থশরীর এখনই আচ্ছাদিত হইবে। পার্থ বিখ্যাত যোদ্ধা, আমিও উহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহি। অর্জ্জুন মদীয় শরভার ধারণের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। মৎকার্ম্মুক বিমুক্ত বাণসমূহে এখনই গগনতল আচ্ছন্ন হইবে। যদ্রূপ উল্‌কাপাতে কুঞ্জর বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় অদ্য আমার নিশিতশরনিপাতে অর্জ্জুন বিনিপাতিত হইবে। যেমন গরুড় পন্নগকুল আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় আমি এই দণ্ডেই বীভৎসুকে আক্রমণ

করিব। অদ্য শত্রুবনদহনক্ষম পাণ্ডবাগ্নি মদীয় শরধারা বর্ষণে প্রশান্ত ও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবে। পন্নগগণ যেমন বল্মীকবিলমধ্যে বিলীন হয় তাহার ন্যায় মদীয় সায়ক সকল পার্থদেহে প্রবিষ্ট হইবে। অদ্য পার্থশরীর সৌবর্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া কর্ণিকারপরীত গিরিবরের রূপ ধারণ করিবে। ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর মদীয় ভল্লে নিহত হইয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তরব করিবে। ধ্বজবাসী বিপন্ন ভূত-গণের ভীষণ বিরাবে দিক সকল পরিপূর্ণ হইবে। অদ্য আমি পার্থকে বিরথ করিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয়শল্যের উদ্ধার বিধান করিব। অদ্য যাবতীয় কৌরবগণ বীভৎসুকে অবশ্যই হতাশ্ব ও বিরথ দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা গোধন লইয়া হস্তিনা গমন করুন, অথবা নিজ নিজ রথে নিশ্চিন্ত থাকিয়া মদীয় অদ্ভুত রণ-পাণ্ডিত্য নিরীক্ষণ করুন, আমি কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করি না। আমি জামদগ্ন্যের প্রসাদস্বরূপ যে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্দ্বারা ইতরনিরপেক্ষ হইয়া ত্রিলোকবিজয়ী হইতে পারি।

কর্ণবাক্যে কৃপাচার্য্য কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন অহে কর্ণ, তুমি পদার্থের প্রকৃতি ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ। পুরাবিদ পণ্ডিতেরা ত্বাদৃশ ব্যক্তির যুদ্ধকে পাপযুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে সমস্ত নীতি দেশ কালবলে অশেষ শুভ ফল-প্রসবিনী হয় তাহাই অযোগ্য দেশে ও অকালে প্রযুক্ত হইলে নিষ্ফল বা বিপরীত ফল-দায়িনীই হয়। যে বিক্রম উপযুক্ত দেশে ও যথা-কালে প্রযুক্ত হইয়া পরম কল্যাণকর হয়, সেই বিক্রম দেশ

কাল ভেদে কখন কখন সর্বনাশেরও নিদান হয়। যাহা হউক, পার্থ সদৃশ যোদ্ধা আমাদের মধ্যে এক জনও নাই। সে একাকী কতবার অসঙ্খ্য কৌরব বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছে। একাকী অগ্নিতর্পণ ও পঞ্চবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছে। একাকী চক্রপাণি-রক্ষিত দুর্জ্জেয় যদুকুলের পরাজয় করিয়া সুভদ্রাকে হস্তগত করিয়াছে, এবং একাকীই কিরাতবেশধারী রুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। আর তোমার ইহাও কি মনে নাই? আমাদিগের রাজা অন্যায় করিয়া বলপূর্ব্বক যাজ্ঞসেনীকে হরণ করিলে, অর্জ্জুন একাকী এই কুরুবল মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করে, তখন ত তাহার একজনও সহায় ছিল না।

অর্জ্জুনের অস্ত্রবিদ্যা ও বীরত্বের বিষয় আর কি কহিব, সে ইন্দ্রের নিকট পাঁচ বৎসর নিরন্তর অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, এবং কুরুদিগের পরম শত্রু চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবগণের প্রবল বৈরী দুর্দ্দান্ত দানবদিগকে একাকী পরাজিত করিয়াছে তাহাতে কি তাহার সাধারণ বীরত্ব ও সাধারণ কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। ভাল, কর্ণ, বল দেখি, তুমি একাকী কবে কি করিয়াছ?

দিগ্বিজয়কালে অর্জ্জুনের যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় স্বয়ং দেবরাজও পার্থসহ যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারেন না। অতএব তুমি কি ক্রুদ্ধ বিষধরের দন্তে অঙ্গুলি প্রদান ও নিরঙ্কুশ মত্তমাতঙ্গের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছা কর। তুমি কি ঘৃতাক্ত চীরবাসা হইয়া প্রদীপ্ত অনলের মধ্য দিয়া যাইতে চাও। বল দেখি আর কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় কণ্ঠে শিলা বদ্ধ করিয়া বাহুমাত্র সহায়ে সমুদ্র পার হইতে

অভিলাষী হয়। অভিলাষী হইলেও পরিশেষে তাহার সে পৌরুষই বা কোথায় থাকে। অতএব যে অকৃতাস্ত্র ব্যক্তি তাদৃশ সমরবিশারদ পার্থের প্রতিযোগী হইতে অভিলাষী হয় সে অতি নির্ব্বোধ।

আমাদিগের রাজা ছলে ও বিবিধ কৌশলে উহাকে এতকাল পণপাশে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এখন সময় পাইয়া কি সে তাহার প্রতিহিংসা করিবে না। ফলতঃ এস্থানে অর্জ্জুন অবস্থিতি করিতেছে জানিতে পারিলে আমরা কদাপি এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম না। এস্থানে গোধন হরণ করিতে আসিয়া আমাদিগকে বারিভ্রমে বহ্নিকূপে পতিত হইতে হইল। অদ্য অর্জ্জুন হস্তে কোনমতেই নিস্তার নাই। যাহাহউক দ্রোণ দুর্য্যোধন দ্রৌণি প্রভৃতি আমরা সকলেই সন্নদ্ধ ও সাবধান হইয়া থাকি, সকলকেই পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, একাকী যুদ্ধ করিব এমত বৃথা সাহসের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে এস আমরা ছয় রথী একত্র মিলিত হই। সৈন্যসকল ব্যূহ রচনা করিয়া এবং প্রধান প্রধান ধন্বিগণ সাবধান হইয়া থাকুক। বাসবসহ দানবদিগের যুদ্ধের ন্যায় অদ্য আমরা সকলেই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর অশ্বত্থামা কর্ণকে সম্বোধন করিয়া ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিলেন অহে কর্ণ এখন ও গোধন জিত হয় নাই এবং হস্তিনা নগরেও নীত হয় নাই, গোসকল এপর্য্যন্ত নিজ সীমাতেই রহিয়াছে, তবে তুমি কেন বৃথা আস্ফালন করিতেছ। যথার্থ পরাক্রান্ত ব্যক্তিসকল পুনঃপুনঃ বিজয়ী হইয়াও কখনই স্বকীয় পৌরুষ ব্যাখ্যা করেন না, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা মূকবৎ ব্যবহার করিয়া

থাকেন। দেখ, অনল যে নিরন্তর বস্তু দাহ করিতেছেন, প্রভাকর যে প্রখর কিরণ দ্বারা জগতীতল বিদ্যোতিত করিতেছেন এবং বসুমতী যে অতিভার বহন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কখন কোন কথাই কহেন না। বিধাতা চতুর্ব্বর্ণের যে যে কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন যজন ও যাজন, ক্ষত্রিয়ের ধনুর্দ্ধারণ ও যজন, বৈশ্যের বাণিজ্য কার্য্য ও ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদন, এবং শূদ্রের বর্ণত্রয় শুশ্রূষণ) লোক তদনুসারে অসীম ধন উপার্জ্জন করিলেও লোকসমাজে দূষণীয় হয় না। আর সাধু লোকেরা পৃথিবীর একাধিপতি হইলেও কদাপি গুরুনিন্দা করেন না, বরং যথাযোগ্য সৎকারই করিয়া থাকেন। তোমরা ত আচার্য্যের প্রতিই দোষারোপ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন্ নির্ঘৃণ ও নৃশংস পুরুষ দ্যূতে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তদ্রূপে ঐশ্বর্য্য লব্ধ হইয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। অতি নীচ শঠেরাই এরূপ প্রবঞ্চনা করে।

তোমাদিগের আত্মশ্লাঘা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র বল দেখি, তোমরা কোন্ যুদ্ধে মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিয়াছ, কোন্ যুদ্ধে নকুল ও সহদেবের পরাভব করিয়াছ, কোন্ যুদ্ধেই বা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমবল ভীমসেনকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অসীম ধন হরণ করিয়াছ এবং কবেই বা সমরবিজয়ী হইয়া বিজয়লাভের স্বরূপ ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তগত করিয়াছ। করিবার মধ্যে একদা সভামধ্যে অসহায়িনী অবলা পাঞ্চালীর বস্ত্র হরণ করিয়াছ। এই দুষ্কর্ম্মের মূল কেবল তোমাদি-

গের দুর্ব্বুদ্ধি ও কুমন্ত্রণা ব্যতীত আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না। সুবিজ্ঞ বিদুর তোমাদিগকে এই সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে বিস্তর বারণ করিয়াছিলেন, তোমরা তাঁহার কথায় দৃক্‌পাতও কর নাই।

এক্ষণে সেই সকল অপমান, বিশেষতঃ দ্রৌপদীর তথাবিধ পরিক্লেশ, পাণ্ডবদিগের কখনই ক্ষমাযোগ্য হইতে পারে না। তোমরা নিশ্চয় জানিবে অর্জ্জুন ধার্ত্ত-রাষ্ট্রদিগের ক্ষয়ের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অহ-ঙ্কারভরে যাহা বল, অদ্য ধনঞ্জয় আমাদিগের পক্ষে অন্তকস্বরূপ হইয়া আসিয়াছে। যাহার সহিত যুদ্ধ করিবে, গরুড়ভরে বনস্পতির ন্যায় তাহাকেই পতিত ও নিহত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

উপযুক্ত শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের পুত্রসাধারণী প্রীতি জন্মিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত তিনি অপক্ষপাতী হইয়া অর্জ্জুনের তাদৃশী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদিগের অত্যন্ত অন্যায়। আচার্য্যবচন যে তোমাদিগের মনোনীত হয় না তাহার আরও কারণ এই যে, তিনি স্বয়ং কখনই অধর্ম্মপথে পদার্পণ করেন না, এবং করিতে পরামর্শও দেন না। কিন্তু তোমরাও ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে পার না। তোমরা যে-রূপে পাশক্রীড়া করিয়াছ, যে প্রকারে ইন্দ্রপ্রস্থ হরণ করিয়াছ, এবং যেরূপে কৃষ্ণাকে সভামধ্যে আনয়ন করি-য়া তাঁহার অপমান করিয়াছ, অদ্যও সেই প্রকার যুদ্ধ করিবে। আর তোমাদিগের গুণাকর শকুনি মাতুল ক্ষাত্র-ধর্ম্মে অতিশয় পণ্ডিত, তোমরা তাঁহারই গুণে এতকাল বিজয়ী হইয়া আসিতেছ। অদ্য তিনিই অগ্রসর হইবেন।

কিন্তু তিনি যেন এমত মনে করেন না যে, গাণ্ডীবে অক্ষবিক্ষেপ করিবে। ইহাতে প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণবাণ সকল নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অগ্নি বায়ু বড়বামুখ অন্তক ও মৃত্যুর নিকটেও বরং রক্ষা আছে, কিন্তু পার্থ ক্রুদ্ধ হইলে কিছুতেই নিস্তার নাই। পূর্ব্বে যেমন মাতুলের সহিত মিলিত হইয়া পাশক্রীড়া করিয়াছিলে, অদ্যও তদ্রূপ, সৌবলসুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ কর। কিন্তু আমি এখানে পার্থসহ যুদ্ধ করিতে আসি নাই, করিতে ইচ্ছাও নাই। যদি মৎস্যরাজ রণস্থলে আগমন করে, তবে তাহারই সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর ভীষ্ম কহিলেন দ্রৌণি ও কৃপ উভয়েই যুক্তি-যুক্ত কথা কহিয়াছেন। কর্ণ ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধে-রই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই গুরুনিন্দা করেন না। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে তোমরা দেশ কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রতাপনিধিতুল্য প্রতাপশালী শত্রুর অভ্যুদয়ে কোন্ ব্যক্তি বিমুগ্ধ না হইয়া থাকেন। অতিধীর ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও কখন২ স্বার্থবিষয়ে বিবেচনা শূন্য হইয়া থাকেন। এবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলি শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধা-দিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত যাহা করিয়াছেন তাহা সময়োচিতই হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আচা-র্য্যপুত্রের ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। ঈদৃশ সময়ে স্বজন-বিচ্ছেদ নিতান্ত অমঙ্গলের নিদান। অতএব এ বিরোধের সময় নহে। মহাবল ধনঞ্জয় আগতপ্রায়, এ সময় আপ-নারা সকলে একবাক্য হইয়া নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশে যত্নবান্ হউক। মহাশয়দিগের অস্ত্রবিদ্যার প্রভাব

সামান্য নহে, বিশেষতঃ অনন্যসাধারণ ব্রাহ্মণ্যরূপ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রও আছে। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি বিজ্ঞান বিষয়ে জামদগ্ন্য ব্যতিরেকে আপনাদিগের অপেক্ষা আর কে প্রধান হইতে পারিবে। এক্ষণে আচার্য্যপুত্র ক্ষমা করুন, এ গৃহভেদনের সময় নহে। বলের যতগুলি ব্যসন আছে, তন্মধ্যে গৃহভেদনকেই পণ্ডিতেরা প্রধান বলিয়া গণনীয় করিয়াছেন।

অনন্তর অশ্বথামা ভীষ্মবচন অনুমোদিত করিয়া কহিলেন এ সময় আমাদিগের এরূপ করা উচিত হয় না বটে, কিন্তু গুরু যে কথা কহিয়াছেন তাহার কারণ এই, কোন বিষয়ে কোন কথা উপস্থিত হইলে পণ্ডিতেরা যথার্থই বলিয়া থাকেন। অপক্ষপাতী ব্যক্তি গুণবান্ শত্রুরও গুণ বর্ণন এবং দোষাশ্রিত গুরুরও দোষ প্রদর্শনে ক্ষান্ত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুগণ সর্ব্বদা পুত্রনির্ব্বিশেষে শিষ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয় ক্ষমা করুন, আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে আমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হইতে পারিবে, এই কথা বলিয়া, ভীষ্ম কর্ণ ও কৃপাচার্য্য সমভিব্যাহারে আচার্য্যের রোষ পরিহার করিলেন। তখন আচার্য্য কহিলেন, আমি ভীষ্মের বাক্যেই প্রসন্ন হইয়াছি তন্নিমিত্ত চিন্তা নাই। পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। যাহাতে পার্থ রাজার প্রতি আক্রমণ করিতে না পারে, এবং রাজা কোন মতেই তাহার হস্তে পতিত না হন, এমত সুনীতি বিধান কর। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত না হইলে পার্থ কখনই আত্মপ্রকাশ করিত না।

পরে রাজার আদেশে ভীষ্ম গণনা করিয়া কহিলেন উঁহাদিগের ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়া অদ্য পাঁচ মাস বার দিন অতিরিক্ত হইয়াছে। পাণ্ডবেরা সকলেই পরম ধার্ম্মিক, মহাত্মা ও সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ ইহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজের অত্যন্ত অনুগত। সুতরাং ইহাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পাণ্ডবেরা সকলেই অলুব্ধ ও অত্যন্ত কৃতী। তাহারা অসদুপায়-দ্বারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করে না। ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ না হইলে অমিত বল বীর্য্য প্রভাবে এত কাল সকল সমীহিতই সিদ্ধ করিতে পারিত। তাহারা বরং মৃত্যুমুখে গমন করিতে পারে, তথাপি অনৃত-পথে পদার্পণ করে না। এবং প্রাপ্তকালে বজ্রপাণিকেও তৃণজ্ঞান করে। অতএব পার্থের সহিত অতি সাবধানে রণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সংগ্রামে এক পক্ষের জয় ও ইতরের পরাজয় অবশ্যই হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত চিন্তিত ও ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যুদ্ধোচিত ধর্ম্ম-সম্মত যাদৃশ কর্ত্তব্য হয় কর। ধনঞ্জয় আগত প্রায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন আমি পাণ্ডবদিগকে সহজে রাজ্যপ্রদান করিব না, সকলকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবে। এ কথায় ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বথা তোমাদিগের হিত চিন্তা করি ও হিত কথা কহিয়া থাকি, এ বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে যে প্রকার উদয় হইতেছে তাহা শ্রবণ কর। তুমি সৈন্যের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া নগরে প্রস্থান কর, একাংশ গোধন লইয়া গমন করুক, আমরা অংশদ্বয় লইয়া, ধনঞ্জয় বা যে কেহ আসিবে তাহার সহিত যুদ্ধ

করি। এ কথায় সকলেই সম্মত হইল, রাজাও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম, দুর্য্যোধন ও গোধন বিদায় করিয়া, সৈন্য লইয়া ব্যূহরচনা পূর্ব্বক কহিলেন আচার্য্য! আপনি মধ্যে থাকুন। অশ্বত্থামা সব্যদিক্ ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণদিক্ রক্ষা করুন। কর্ণ ভারতের অগ্রে অবস্থান করুন। আমি সর্ব্বপশ্চাৎ থাকিব।

এইরূপে সকলেই স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইলে, অর্জ্জুন রথঘোষে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া আসিতে লাগিলেন। আচার্য্য যোদ্ধাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঐ দেখ, পার্থের রথের ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। রথনেমিশব্দ ধ্বজস্থ কপিবরের হুঙ্কারে দ্বিগুণিত হইয়া শ্রবণকুহর বধির করিতেছে। এই দেখ আমার পাদমূলে দুইটী বাণ আসিয়া পড়িয়াছে, আর দুইটী শ্রুতিমূল স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। বোধ হয় অর্জ্জুন বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া দূর হইতে আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক মঙ্গল প্রশ্ন করিতেছে। বহুকাল পরে অদ্য নয়নানন্দকর বান্ধবপ্রিয় শ্রীমান পাণ্ডুনন্দন নেত্রপথের অতিথি হইল।

অনন্তর অর্জ্জুন কৌরবদিগকে ব্যূহরচনা পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে দেখিয়া উত্তরকে সম্বোধন করিয়া তৎকালোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, সারথে! আমি যখন শত্রুসৈন্যোপরি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিব তখন তুমি রথরশ্মি সংযত করিয়া অতি সাবধানে থাকিবে। এক্ষণে কুরুকুলাধম কোন্ স্থানে আছে নিরীক্ষণ কর, ইতর যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই নরাধমকে পরাজিত করিলে ইহারা সুতরাং পরা-

জিত হইবে। এ স্থলে ভীষ্ম দ্রোণাদি আর আর তাবত্‌কেই দেখিতেছি, সে নরাধম কোথায় গেল, বোধ হয়, সে জীবনভয়ে গোধন লইয়া দক্ষিণপথে পলায়ন করিয়া থাকিবে। অতএব এই সমস্ত সৈন্য সামন্ত পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে দুর্য্যোধন আছে তথায় রথ লইয়া চল। নিরামিষ যুদ্ধ করা হইবে না, এখনই সেই পাপাত্মাকে পরাভূত করিয়া গোধন আনয়ন করিব।

উত্তর রথরশ্মি সংযত করিয়া দুর্য্যোধনাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে, কৃপাচার্য্য পার্থের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঐ দেখ অর্জ্জুন রাজাকেই লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছে, চল আমরা অতি শীঘ্র গিয়া রাজার পার্ষ্ণি গ্রহণ করি। ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইলে তাহার সহিত একাকী যুদ্ধ করা বাসুদেব, দেবরাজ, সপুত্র দ্রোণাচার্য্য, অথবা ভারদ্বাজ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নহে। আমাদিগের গবীতে ও বিপুল ধনেতেই বা কি প্রয়োজন, ঐ দেখ দুর্য্যোধন তরণী পার্থজলে নিমগ্নপ্রায় হইল।

এই কথা শুনিয়া সকলে দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইলে, অর্জ্জুন আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কৌরবসেনার উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণমধ্যে শরজালে ভূতল ও নভোমণ্ডল এমত আচ্ছন্ন হইল যে যোধগণ আর কিছুই দেখিতে পায় না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, কি পলায়ন করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সকলকেই মনে মনে অর্জ্জুনের লঘুহস্ততার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হইল। শঙ্খশব্দে, রথনেমিশব্দে, গাণ্ডীব-নির্ঘোষে, এবং ধ্বজাবিভূত ভূতগণের

অনাস্তুষ শব্দে, বসুমতী কম্পিত হইতে লাগিল। গবী সকল ঊর্দ্ধপুচ্ছে নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর কৌরবগণ, গবী সকল পলায়ন করিতেছে এবং ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনাভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। তখন অর্জ্জুন উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন এই দিক দিয়া রথ চালিত করিলে কুরুবৃন্দ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে ; ঐ দেখ, সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে দর্পিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছে, শীঘ্র রথ চালনা কর। উত্তর সুবর্ণকক্ষ শ্বেতবর্ণ বাহন প্রণোদিত করিয়া ক্ষণমধ্যে রণক্ষেত্রের অভ্যন্তরে উপনীত হইলেন।

অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে কর্ণের পার্ষ্ণিরক্ষক চিত্রসেন প্রভৃতি রথীসকল পার্থের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। পার্থও রোষবশে শরাসন-ক্ষিপ্ত শরানলে বৈরিকুল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিকর্ণ পার্থের প্রতি বিপাঠবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, বীভৎসু তাহার কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া তাহাকে পৃথ্বীতলে নিপাতিত ও তাহার ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। পরে শত্রুন্তপ পার্থকে লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিলে, অর্জ্জুন প্রথমতঃ তদীয় সারথিকে নিহত করিয়া তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। শরচয় তদীয় বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবিষ্টমাত্র, যদ্রূপ বাতরুগ্ন তরুবর নগাগ্র হইতে পতিত হয় তাহার ন্যায়, রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে শত শত বীর-পুরুষ পার্থবাণে নিহত হইলে, মহারথগণ রণে ভঙ্গ দিয়া

পলায়ন করিতে লাগিল। যদ্রূপ বসন্তসময়ে পাদপ-গণের শুষ্কপর্ণচয় বিগলিত ও বিপ্রকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং যদ্রূপ প্রবল পবনবেগে জলদাবলী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহার ন্যায় অর্জ্জুনের বাণবিসর্জ্জনে বৈরিবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে ও বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল।

অনন্তর অর্জ্জুন কর্ণের ভ্রাতাকে হতবাহন ও বিরথ করিয়া, এক বাণেই তদীয় মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কর্ণ পার্থহস্তে ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া, ব্যাঘ্র যেমন বৃষভের প্রতি ধাবমান হয় তাহার ন্যায় ক্রোধভরে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়া বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। কর্ণবাণে পার্থের সারথি ও বাহনগণ আহত ও ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া কর্ণের প্রতি এমত শরবর্ষণ করিলেন যে তদীয় রথ, সারথি ও বাহনসমুদায় একবারে তিরোহিত হইয়া গেল এবং ইতর যোদ্ধাদিগকেও অন্তর্হিতপ্রায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণবাণে কিরীটি-কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত শর-সকল ক্ষণমধ্যে প্রতিহত হইলে, ভীষ্মাদি কুরুপ্রবীরগণ কর্ণের সমর পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। কর্ণ দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে সিংহনাদ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি অজস্র সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর ধনঞ্জয় ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সসূত সবাহন কর্ণকে জর্জ্জরীভূত করি-লেন। কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে পার্থের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল।

এইরূপে উভয়ের তুমুল সংগ্রাম দেখিয়া ইতর যোদ্ধারা বিস্ময়োৎফুল্ল চিত্তে উভয়ের সাধুবাদ করিতে

লাগিল এবং সকলের এমত বোধ হইল যে এক রথে চন্দ্র ও অপর রথে সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। অনন্তর সুচতুর কর্ণ পার্থের তুরগচতুষ্টয় আহত করিয়া তিন বাণে কেতু ও অপর শরত্রয়ে সারথিকে বিদ্ধ করিলে, প্রসুপ্ত কেশরী প্রবোধিত হইলে যে প্রকার হয় তাহার ন্যায়, সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া অমানুষ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যদ্রূপ দিবাকরকিরণজালে ধরাতল ব্যাপ্ত হয় তাহার ন্যায় পার্থবিমুক্ত শরসমূহে কর্ণের রথ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন নিষঙ্গ হইতে নিশিত ভল্লসকল গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ণসন্ধানে কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অসংখ্য বাণ দ্বারা তদীয় বাহু উরু শিরঃ ললাট গ্রীবা ও অন্যান্য অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ পার্থবাণে আহত জর্জ্জরিত ও পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল।

অনন্তর দুর্য্যোধন ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথ সকল কর্ণের সাহায্যার্থে একত্র হইয়া পার্থকে লক্ষ্য করিয়া জলদকালীন জলধরের ন্যায় অবিরত শরবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অদ্বিতীয় বীর পার্থ একাকীই বেলার ন্যায় কুরুসৈন্যসাগরের বেগ ধারণ করিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক গাণ্ডীবে দিব্যাস্ত্র সমস্ত যোজনা করিতে লাগিলেন। যদ্রূপ ময়ূখমালীর করনিকরে জগতীতল আচ্ছন্ন হয় তাহার ন্যায় গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত শরসমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কৌরবগণ, দেবদত্ত অশ্বের অলৌকিক বেগ, সারথির শিক্ষানৈপুণ্য এবং অস্ত্রের লোকাতিগ শক্তি সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবের প্রভাবের ভূয়সী প্রশংসা

করিতে লাগিল। তাহাদিগের বোধ হইল যেন কল্পান্তকালীন কালাগ্নি প্রজাকুল দগ্ধ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পার্থ এমত ভয়ঙ্কর রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে তৎকালে তাঁহার প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না। অর্জ্জুন-বাণে একবারে যাবতীয় কুরুসৈন্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ছিন্নযুগ যুগ্যসকল কোলাহল শ্রবণে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী সকল বিলূনশুণ্ড ছিন্নকর্ণ ও চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইল, নভস্তল জলদরাজিপরীত হইলে যেরূপ হয়, রণস্থল তদনুরূপ বোধ হইতে লাগিল।

কৌরবগণ পাণ্ডবাস্ত্রের অপরিমিত তেজ দেখিয়া এবং গাণ্ডীব ও ধ্বজস্থিত ভূতগণের অমানুষ শব্দ ও কপিবরের শ্রবণভৈরব রব শ্রবণ করিয়া ত্রস্তব্যস্ত হইল, যে দিকে দৃষ্টিপাত করে সায়ক ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। পার্থ এত যে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন একটি মাত্রও অলক্ষ্যে পতিত হয় নাই। অর্জ্জুনের অসম্ভব সমর-পারদর্শিতা-বিলোকনে অনেকেই এমত বোধ করিল বুঝি দেবরাজ ধনঞ্জয়কে বিজয়ী করিবার নিমিত্ত যাবতীয় ত্রিদশ সমভিব্যাহারে সমরে অবতীর্ণ হইয়া শর বৃষ্টি করিতেছেন। কত কত ব্যক্তি এমত মনে করিতে লাগিল, বুঝি যমরাজ প্রজা সংহার করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনরূপ ধারণ করিয়া সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্যথা একাকী পার্থ হইতে এমত যুদ্ধ ও ক্ষণমধ্যে এত প্রাণি বিনাশ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে কুরুসৈন্যগণ হতাহত হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায়

ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। কুরুবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অসৃগ্ধারায় ধরাতল পঙ্কিল হইয়া উঠিল। পার্থ যাবতীয় যোদ্ধার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দ্রোণাচার্য্যকে ত্রিসপ্ততি শরে, অশ্বত্থামাকে দশ শরে, দুঃসহকে আট বাণে, দুঃশাসনকে দ্বাদশ বাণে, কৃপাচার্য্যকে শরত্রয়ে, ভীষ্মকে ষষ্টি শরে, ও দুর্য্যোধনকে শত বাণে আহত করিলেন, এবং কর্ণিদ্বারা কর্ণের কর্ণবেধ করিলেন। পরিশেষে যোদ্ধৃপ্রধান কর্ণ বাণাহত ও হতবাহন হইয়া অবসন্ন হইলে, অন্যান্য সৈন্যগণ প্রাণভয়ে রণভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন কোন্ স্থানে রথ লইয়া যাইব। অর্জ্জুন বলিলেন ঐ যে লোহিতবাহন মহাবীর নীলপতাকাযুক্ত রথে অবস্থিত আছেন, উনিই কৃপাচার্য্য, প্রথমতঃ তাঁহারই নিকটে রথ লইয়া চল। এবং যাঁহার ধ্বজাগ্রে শাতকুম্ভময় কমণ্ডলু দেখিতেছ, ইনিই আমাদিগের আচার্য্য। ইহাঁর তুল্য ধনুর্দ্ধর ধরণীতলে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদিগের প্রতি ইহাঁর অত্যন্ত স্নেহ, অতএব ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। ইনি অগ্রে আমার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিলে পশ্চাৎ আমি ইহাঁর বিরুদ্ধে ধনুর্দ্ধারণ করিব। তাহা হইলে আচার্য্য রুষ্ট হইতে পারিবেন না। আচার্য্যের অনতিদূরবর্ত্তী যে রথের ধ্বজাগ্রে কার্ম্মুক দেখা যাইতেছে ইনিই গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, আমাদিগের অত্যন্ত মান্য, ইহাঁর নিকটেও যাইতে হইবে। আর ঐ যে সুবর্ণ কবচধারী বীরবর প্রধান প্রধান সেনাগণে রক্ষিত হইয়া রথোপরি বিরাজ করিতেছে, যা-

হার ধ্বজাগ্রে অনন্যসাধারণ বারণচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, এ ব্যক্তিই ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান পুত্র দুর্য্যোধন। এই দুরাত্মা আচার্য্যের শিষ্য-বর্গমধ্যে প্রথমে প্রধান বলিয়া বিখ্যাত হয়। অদ্য যুদ্ধে ইহাকে বিলক্ষণরূপে শিক্ষা দিতে ও ত্বরিতশস্ত্রতা প্রদর্শন করিতে হইবে। যাহার ধ্বজাগ্রে রুচির নাগচিহ্ন দেখিতেছ, ইনিই কর্ণ, ইহার কথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, ইহার নিকটে গিয়া অতি সাবধানে থাকিবে, যুদ্ধবিদ্যায় ইহার বিলক্ষণ স্পর্দ্ধা আছে। এবং যে মহাবীরের ধ্বজাগ্রে সূর্য্য ও নক্ষত্রের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ, যাহার মস্তকে সুবিমল পাণ্ডুর ছত্র সুশোভিত রহিয়াছে, যিনি বলাহকাগ্রে দিনকরের ন্যায় কৌরবসৈন্য সমূহের অগ্রসর হইয়া চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ কবচ ও সৌবর্ণ শিরস্ত্রাণ ধারণ করিতেছেন, ইনিই আমাদিগের পরম পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম। ইনি দুর্য্যোধনের একান্ত বশম্বদ হইলেও আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিঘ্নকারী নহেন। ইহাঁর নিকটে সর্ব্বশেষে গমন করিতে ও অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের আদেশক্রমে রথ চালিত করিলেন। কুরুসৈন্যরাও মন্দমারুতসঞ্চালিত জলদসমূহের ন্যায় সকলে একত্র মিলিত হইল। অশ্বারোহিগণ চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। ভীষণ মাতঙ্গ সকল তোমরাঙ্কুশ-তাড়িত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইল।

অনন্তর দেবরাজ অর্জ্জুনের দিব্য যুদ্ধ দর্শনার্থ ত্রিদশগণ সমভিব্যাহারে বিমানে অধিরোহণ করিয়া আকাশপথে অবতীর্ণ হইলেন। যক্ষ গন্ধর্ব্ব নাগগণে নভস্তল-পরিপূর্ণ হইল। বারিদবৃন্দ নির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের উদয়ে যে

রূপ হয়, তাহার ন্যায় গগনমণ্ডলের আশ্চর্য্য শোভা হইল। পিতৃবর্গ ও মহর্ষিসকল একান্তকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রণস্থলে উপনীত হইলেন। বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দ্দন, অষ্টক, গিরি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সাগর প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন। দিব্যমাল্যসৌরভে দশ দিক্ আমোদিত হইল। দেবগণের রত্ন-খচিত আতপত্র সরত্ন বসন ও রত্নমণ্ডিত ধ্বজসকল লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। পার্থিব-রজঃ প্রশান্ত হইল। ভূতল ও গগনমণ্ডল মরীচিজালে বিদ্যোতিত হইল, মন্দ সমীরণ দিব্যগন্ধসংসর্গে যোধগণের পরম পরিতৃপ্তি বিধান ও শ্রান্তিদূর করিতে লাগিল। বিবিধ রত্ন ও অসঙ্খ্য বিমানের একত্র সমাবেশে আকাশের একটী অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল। দেবরাজ সমস্ত দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সাতিশয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পুত্রের অসাধারণ সমরপাণ্ডিত্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় কৌরব-সেনাদিগকে ব্যূঢ় দেখিয়া উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাঁহার ধ্বজাগ্রে জাম্বূনদময়ী বেদী দেখিতেছ, তাঁহার দক্ষিণ পথ অবলম্বন করিলেই কৃপাচার্য্যের নিকট যাইতে পারিবে। অশ্ববিদ্যা বিশারদ উত্তর পার্থ-বচনানুসারে তুরগ প্রণোদিত করিয়া কৃপাচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অকুতোভয়ে রথ স্থাপিত করিলেন। পার্থও স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়া দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনি করিলেন। শঙ্খ হইতে ঈদৃশ ভীষণ নিনাদ উদীর্ণ হইল, বোধ হইল যেন গিরিবর বিদীর্ণ হইতে-

ছে। এই শঙ্খ, মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক আধ্মাত হইয়া যে শতধা বিদীর্ণ হয় নাই, এবড় আশ্চর্য্য, এই কথা বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। শঙ্খের ভয়ঙ্কর নিস্বন স্বর্গপর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়াতে যোধগণের কর্ণকুহর বধির প্রায় হইল, বোধ হইল যেন বজ্রী ক্রোধভরে গিরিবরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মহাবীর্য্য কৃপাচার্য্য ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া স্বকীয় শঙ্খবাদন পূর্ব্বক সুমহৎ জ্যাশব্দ করিয়া উঠিলেন। প্রথমে কৃপাচার্য্য সুতীক্ষ্ণ দশ বাণে পার্থের শরীর বিদ্ধ করিলে, অর্জ্জুন ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব আকৃষ্ট করিয়া মর্ম্মভেদী নারাচ নিবহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সেই সমস্ত নারাচ খণ্ড২ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে এমত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, যে দিকসকল ও নভস্তল একবারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর কৃপাচার্য্য গাণ্ডীববিমুক্ত শিখিশিখাসদৃশ নিশিত সায়ক প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে পার্থকে লক্ষ্য করিয়া একবারে দশ সহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তৎপরে একটী অশ্রুতপূর্ব্ব সিংহধ্বনি করিয়া আর দশ বাণে পার্থের শরীর বিদ্ধ করিলেন। পার্থও কৃপাচার্য্যের ঘোটক লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরচতুষ্টয় পরিত্যাগ করিলে, ঘোটকগণ বাণবিদ্ধ ও ছিন্নযুগ হইয়া পলায়ন করিল। রথ-ভঙ্গ হওয়াতে আচার্য্যও নিপতিত হইলেন। অর্জ্জুন তদীয় মান রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি আর বাণ সন্ধান করিলেন না।

ক্ষণমধ্যে আচার্য্য পুনর্ব্বার অন্য রথে অধিরূঢ় হইয়া

ক্রোধভরে কঙ্কপত্রভূষিত সুতীক্ষ্ণ বাণে অর্জ্জুনের শরীর বিদ্ধ করিলেন। পার্থও নিশিত ভল্ল দ্বারা তদীয় কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড ও কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আচার্য্যদেহ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত বিষধরের ন্যায় কবচমধ্য হইতে আবির্ভূত হইল। কৃপ তৎক্ষণাৎ আর একখানি ধনুর্ধারণ করিলেন, পার্থ তাহাও ছিন্ন করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রথ হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় পার্থের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। হেমভূষিতা শক্তি, উল্কার ন্যায় পবনবেগে গগনতলে আসিতেছে দেখিয়া অর্জ্জুন দশটী শর দ্বারা দশধা ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অমরগণ অনিমিষ-নয়নে উভয়ের রণপাণ্ডিত্য নিরীক্ষণে মনে মনে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য পুনর্ব্বার দশ শরে পার্থের শরীর বিদ্ধ করিলে, মহাতেজা পার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিতুল্য ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। এক বাণে যুগচ্ছেদ ও চারিটী বাণে ঘোটকচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। ছয় বাণে সারথির মস্তকচ্ছেদন ও রথভঙ্গ করিলেন। বাণদ্বয়ে অক্ষ চূর্ণ ও দ্বাদশ বাণে ধ্বজাচ্ছেদন করিলেন। এবং হাসিতে হাসিতে বজ্রতুল্য ত্রয়োদশ সায়কদ্বারা আচার্য্যের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। কৃপ বিরথ হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া, গদা নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুনবাণে তাহাও বিফলীকৃত হইল। যোধ সকল আচার্য্যের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক হইতে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল, উত্তর রথ ফিরাইয়া লইলেন। তাহারাও অমনি কৃপাচার্য্যকে লইয়া প্রস্থান করিল।

এরূপে কৃপাচার্য্য অপনীত হইলে, শোণবাহন দ্রোণাচার্য্য কার্ম্মুক ধারণ করিয়া শ্বেতবাহনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সৌবর্ণ রথে গুরুকে আসিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, যাঁহার ধ্বজেতে কাঞ্চনময়ী বেদি দৃষ্ট হইতেছে, এবং প্রবরদণ্ডোপরি অলঙ্কৃত পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে, ঐ স্থানে রথ লইয়া চল। যাঁহার রথে অতি প্রিয়দর্শন সুশিক্ষিত ঘোটক নিয়োজিত আছে, যাঁহার প্রতাপ ও বিক্রমের তুলনা নাই, যিনি সুনয়ে শুক্রাচার্য্য ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য, যাঁহাতে চতুর্ব্বেদ ও ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, যিনি দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ সংহারে ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, যাঁহার শরীরে সত্য সারল্য ক্ষমা দম দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে, সম্প্রতি সেই মহাভাগ দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, শীঘ্র রথ লইয়া চল। উত্তর তাহাই করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মত্তমাতঙ্গ[illegible]ন্যায় উভয়ের একত্র সঙ্গতি হইল, উভয়েই শঙ্খধারণ করিলেন, লোহিত ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ একত্র হইল। মহাবীর্য্য আচার্য্য ও কৃতবিদ্য শিষ্য পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর মহারথ পার্থ আনন্দিতচিত্তে হাসিতে হাসিতে আচার্য্যরথসন্নিধানে গিয়া সবিনয়ে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, আমরা বনবাস ও অজ্ঞাতচর্য্যায় যে প্রকার কষ্টভোগ করিয়াছি, এক্ষণে তৎপ্রতিকারবিধানে কোনমতেই উপেক্ষা করিব না। কিন্তু আমাদিগের প্রতি নিরপরাধে গুরুর ক্রোধ উপযুক্ত হয় না। যাহা হউক,

আপনি যদি দুর্য্যোধনের অনুরোধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া থাকেন, তবে অগ্রেই আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করুন। প্রহৃত না হইলে গুরুবিরুদ্ধে কখনই অস্ত্রধারণ করিব না, ইহাতে মহাশয়ের যেরূপ ইচ্ছা হয়। এ কথায় আচার্য্য আর কোন উত্তর না করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি একবারে বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পার্থ-বাণে তাহা পথিমধ্যেই খণ্ডীকৃত হইল। আচার্য্য পার্থের ক্রোধ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তদীয় রথ ও অশ্বের প্রতি একবারে শরসহস্র পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে উভয়ের যুদ্ধ আরব্ধ হইল, উভয়েই তুল্যরূপে বিশিখ-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কার্ম্মুকদ্বয়বিনির্ম্মুক্ত শরজালে চতুর্দ্দিক আকীর্ণ হইল। যোদ্ধা সকল বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিয়া উভয়ের সাধুবাদ করিতে লাগিল। এবং বলিতে লাগিল, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি রৌদ্র! যাহাতে গুরুবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাও দূষণীয় হয় না। যাহা হউক আচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করা ফাল্গুন ব্যতীত আর [illegible] সাধ্য নহে।

অনন্তর বীরদ্বয় ক্রমে ক্রমে সন্নিকৃষ্ট হইয়া অবিশ্রান্ত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। পরে ভারদ্বাজ অতি দুরাসদ হেমপৃষ্ঠ মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া, যদ্রূপ জলদরাশি পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় পার্থের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পার্থও সৌবর্ণ বাণ দ্বারা ক্ষণমধ্যে আচার্য্যাক্ষিপ্ত শরজাল ছিন্ন করিয়া, সমধিক শর বর্ষণ করিলেন। গিরিবর তুষার-সংবৃত হইলে যেরূপ হয়, আচার্য্য অর্জ্জুনবাণে আচ্ছন্ন

হইয়া তদনুরূপ রূপ ধারণ করিলেন। তখন তিনি প্রকাণ্ড কোদণ্ড বিস্ফারণ পূর্ব্বক অগ্নিচক্রসদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দহ্যমান-বংশবিস্ফোটের ন্যায় অস্ত্রের শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রচাপবিনির্গত সৌবর্ণ শরে দিবাকরপ্রভা তিরোহিতপ্রায় হইল। আচার্য্য এত শীঘ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে গগনতলগত অসঙ্খ্য শরশ্রেণী এক একটি সুদীর্ঘ বাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়েই সৌবর্ণ বাণ নিক্ষেপ করাতে নভোমণ্ডল উল্কাপরীতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল, এবং কখন কখন বাণসমূহে শরৎকালীন নির্ম্মল গগনতলে হংসশ্রেণী ভ্রম হইতে লাগিল। আচার্য্যবাণ পার্থবাণে, ও পার্থবাণ আচার্য্যবাণে খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল।

এইরূপে বৃত্র-বাসবের ন্যায় দ্রোণার্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতপাত হইলে যেরূপ হয় অর্জ্জুনবাণপাতে তদনুরূপ ধ্বনি উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। হস্তী ও বাজী সকল শোণিতাভিষিক্ত হইয়া পুষ্পিত পলাশ পাদপের শোভা ধারণ করিল। পার্থবাণে সৌবর্ণ ধ্বজা বিনিপাতিত ও যোদ্ধাসকল নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়েই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে এইরূপ একটী শব্দ হইল "দ্রোণাচার্য্য, যে মহাবীর পরাক্রান্ত মহারথ পার্থের সহিত এখনও যুদ্ধ করিতেছেন ইহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইতে পারেন।" পরে আচার্য্য অর্জ্জুনের শিক্ষানৈপুণ্য লঘুহস্ততা ও বাণের দূরপাতিতা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

পার্থ গাণ্ডীব উদ্যত করিয়া বাহুদ্বয়ে শলভের ন্যায় এমত অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যে, শরজালান্তরে বায়ুমাত্র প্রবেশেরও অবকাশ রহিল না। অর্জ্জুন কখন্ তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করেন, কখন্ ধনুকে যোজিত করেন, কখন্ বা ত্যাগ করেন, কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। এক এক বারে সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্যের রথের উপর পতিত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ ও কুরুবীরবর্গ সকলে সাধু সাধু করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবীর আচার্য্য অর্জ্জুনবাণে আকীর্ণ ও প্রপীড়িত হইলে কুরুগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। সুররাজ তনয়ের লঘুহস্ততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দেবগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

তখন অশ্বত্থামা সহসা সমুপস্থিত হইয়া পার্থকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অর্জ্জুনের যুদ্ধনৈপুণ্য সন্দর্শনে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও, জনকপরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রলয় পর্জ্জন্যের ন্যায় অর্জ্জুনের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পরমাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইলেন। তখন আচার্য্য অবসর পাইয়া রণস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার সম্মিলনে দেবাসুরের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয়েই এমত বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, যে প্রভাকরের প্রভালোপ ও সদাগতির গতিরোধ হইল। অনন্তর অশ্বত্থামার অশ্বগণ পার্থবাণে নির্জীবপ্রায় হইলে, মহাবীর্য্য আচার্য্যতনয় ক্ষুরধারাদ্বারা গাণ্ডীবের গুণ ছেদন করিলেন।

দেবদানবগণ তাহা দেখিয়া দ্রৌণির ঈদৃশ অমানুষ কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি যোধগণও সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তখন পার্থ সহাস্য বদনে গাণ্ডীবে নবীন মৌর্ব্বী যোজনা করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রদ্বারা যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারে না। পরিশেষে লঘুহস্ত অশ্বত্থামার এই মাত্র পরাজয় হইল, যে, নিরন্তর শরনিক্ষেপ করিতে করিতে তদীয় তূণ বাণশূন্য হইল, কিন্তু পার্থের তূণ পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ রহিল। এইরূপে অশ্বত্থামা পরাজিত হইলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ধনুর্ব্বিস্ফারণ করিয়া উঠিল। পার্থ কার্ম্মুকধ্বনি শ্রুতিমাত্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাধেয়কে দেখিয়া, তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং নিকটে গিয়া ক্রোধরক্ত-নয়নে বলিতে লাগিলেন, রে কর্ণ! তুই সভামধ্যে বলিয়াছিলি, তোর তুল্য যোদ্ধা ও বীর পৃথিবীতে আর নাই, কিন্তু অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে সকলেই তোর বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবে, অতঃপর আর বৃথা গর্ব্ব করিতে পারিবি না। তখন তুই সভা-মধ্যে তথাবিধ পরুষ বাক্য সকল অনায়াসেই বলিয়া-ছিলি, কিন্তু অদ্যকার কার্য্য অনায়াসসাধ্য নহে। অরে দুর্ম্মতি রাধেয়! তুই যে দুঃশাসনকৃত পাঞ্চালীর কেশা-কর্ষণে অনুমোদন করিয়াছিলি, এবং আমাদিগকে বিস্তর কটুকথাও কহিয়াছিলি, আর তৎকালে প্রতি-হিংসা-সমর্থ হইয়াও আমরা কেবল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে উপেক্ষা করিয়া, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর

অজ্ঞাত বাসে যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, অদ্য তোর সেই দুষ্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিব, সেই সমস্ত কটু কথার প্রতিফল দিব এবং আমাদের সেই ক্লেশেরও শেষ করিব। অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে তোর যত দূর ক্ষমতা, কুরুপক্ষীয় সেনাগণ স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে। অতএব তাহারাই ইহার সাক্ষী রহিল।

কর্ণ কহিল, তুমি কথায় যেপ্রকার কহিলে কার্য্যেতে তাহা কর। কিন্তু তোমার যতদূর ক্ষমতা তাহা জগতীতলে অবিদিত কিছুই নাই। তুমি যে উপেক্ষা করিয়াছ বলিলে, তাহা বস্তুতঃ অশক্তিপ্রযুক্তই হইয়াছে। তুমি যে প্রতিজ্ঞাপাশ-বদ্ধ থাকাতে, স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পার নাই, সে কেবল কথামাত্র। বস্তুতঃ মাদৃশ ব্যক্তির নিকট তোমাকে চিরকাল পাশবদ্ধই থাকিতে হইবে। আর বনবাসে অশেষ ক্লেশ হেতু যে তোমার অত্যন্ত ক্রোধ ও যুদ্ধ করিতে উৎসাহ হইয়াছে, তাহা হইতে পারে। কিন্তু আমিও সর্ব্বজনসমক্ষে অহঙ্কারপূর্ব্বক বলিতেছি, অদ্য তোমার পক্ষে স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া যুদ্ধ করিলেও মদীয় অপরিমিত বিক্রম প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না। আমার কত বাহুবল ও কত পরাক্রম তাহা এখনই জানিতে পারিবে। বাক্যেতে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, রে রাধেয়! তোর কথা কহিতে কি লজ্জা হয় না? তুই এখনই রণবিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলি এবং ভ্রাতার জীবন-বিনিময়ে আত্মপ্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্। অতএব তোর মত নির্লজ্জ ও নির্ঘৃণ আর কে আছে? এই কথা বলিতে বলিতে

ধনঞ্জয় গাণ্ডীবে শর সন্ধান করিলেন। মহারথ কর্ণও পার্থের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ শরজালে গগনতল পরিপূর্ণ হইল। অর্জ্জুনের বাহুদ্বয় ও বাহনচতুষ্টয় কর্ণবাণে বিদ্ধ হইল। তখন পার্থ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা কর্ণের নিষঙ্গের অবলম্বন-গুণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণও তৎক্ষণাৎ অপর তূণ লইয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপ করিলে, পার্থের হস্তদ্বয় বিদ্ধ ও মুষ্টি কিঞ্চিৎ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।

অনন্তর অর্জ্জুন, ক্ষণমধ্যে কর্ণের কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে, কর্ণ ক্রোধভরে পার্থের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল। অর্জ্জুনও তৎক্ষণাৎ শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে শক্তি শতধা বিভিন্ন হইয়া পড়িল, তদ্দর্শনে কুরুপক্ষীয় কতক-গুলি যোদ্ধা কর্ণের সাহায্যার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অর্জ্জুন ক্ষণমধ্যে তাহাদিগকে নিহত করিয়া কর্ণের তুরগচতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন। এবং পরিশেষে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এমত একটী শর নিক্ষেপ করিলেন যে ঐ বাণ একবারে তদীয় তনুত্র ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। কর্ণ আর বেদনা সহ্য করিতে পারিল না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইল। চতুর্দ্দিকে হাহা-কার শব্দ হইতে লাগিল। কেবল পার্থ ও উত্তর বিজয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পার্থ বিরাটতনয়কে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, ঐ দেখ, অস্মৎপিতামহ ভীষ্ম আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া রহিয়াছেন, অতএব ঐ স্থানে রথ লইয়া

চল। উত্তর বলিলেন মহাশয়! এই অসঙ্খ্য বীরদল-মধ্যে প্রবেশ করা আমার সাধ্য নহে। আমি আর আপনকার সারথ্য করিতে পারিব না। দিব্যাস্ত্র প্রভাবে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। অসঙ্খ্য যোদ্ধাদিগের সহিত মহাশয়ের অবিশ্রান্ত সমর সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন, দশ দিক্ দ্রবীভূত হইয়া পড়িতেছে। এত প্রধান প্রধান মহারথগণের একত্র সমাগম কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গদাশব্দে, শঙ্খশব্দে, শূরকৃত সিংহনাদে, গজবৃংহিতে এবং অশনিপাতসদৃশ গাণ্ডীবনির্ঘোষে আমার শ্রুতিপথ অবরুদ্ধপ্রায় হইয়াছে। রণস্থলে নিরন্তর অলাতচক্রপ্রতিম শরমণ্ডল বিলোকনে বিলোকনপথ বিচলিত হইতেছে। মহাশয়ের প্রতি একদৃষ্টি হইয়া থাকিলেও আপনি কখন্ বাণগ্রহণ করিতেছেন, কখন্ সন্ধান ও কখন্ বা ক্ষেপণ করিতেছেন, বিচেতনবৎ কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি না। আমার সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইতেছে। কশা ধারণ বা রশ্মি সংযমন করিবার আর সামর্থ্য নাই।

এই কথা শ্রবণে অর্জ্জুন উত্তরকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কহিলেন রাজকুমার! তুমি এতক্ষণ রণভূমিতে অমানুষ ও অত্যদ্ভুত কার্য্য করিয়া এখন কিরূপে বিরত হইয়া থাকিবে, কিরূপেই বা তাদৃশ মনুজসিংহ মহাবীর বিরাটের পুত্র হইয়া সমরে ভীরুতা প্রকাশ করিবে। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রথ চালনা কর। যে অসঙ্খ্য সৈন্যব্যূহ দেখিতেছ, ইহা মদীয় বাণে ক্ষণমধ্যেই নিঃশেষিত হইবে। আমি এখনই ভীষ্মের ধনুর্গুণচ্ছেদন করিয়া ফেলিব, এবং এমত দিব্যাস্ত্র সকল

নিক্ষেপ করিব, যে তদ্দর্শনে সকলেরই বোধ হইবে যেন স্থিরচপলাবলী জলদরাজি হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে। আর আমি গাণ্ডীব আস্ফালিত করিয়া কুরুকুল নিধনে প্রবৃত্ত হইলে, নাগনক্রভীষণা পরলোকবাহিনী একটী অনির্ব্বচনীয় শোণিত-নদী প্রবাহিত হইবে। মদীয় বাণে ক্ষণমধ্যেই এই নিবিড় কুরুবন উম্মূলিত হইবে। এবং আমার বিচিত্র যুদ্ধনৈপুণ্য বিলোকনে যোদ্ধাদিগকে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। তুমি নির্ভয়ে রথ চালনা কর। তোমার কোন ভয় নাই।

আমি পূর্ব্বে যে সমস্ত কঠোর কার্য্য করিয়াছি তাহার সহিত তুলনা করিলে অদ্য যুদ্ধে বিজয়লাভ অনায়াস-সাধ্য বোধ হইবে। দেখ আমি দেবরাজের আদেশে বিন্ধ্যাচল বিনষ্ট করিয়াছি। শত সহস্র পৌলোম ও কালখঞ্জদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। ইন্দ্র হইতে দৃঢ় মুষ্টি ও ব্রহ্মা হইতে কৃতহস্ততা প্রাপ্ত হইয়াছি। সমুদ্রপারে হিরণ্যপুরবাসী ষষ্টিসহস্র ধন্বীকে পরাজিত করিয়াছি। অদ্য কৌরবদিগকেও নিহত করিব সন্দেহ নাই। ধ্বজরূপ পাদপে ও রথিরূপ হিংস্রজন্তুগণে সঙ্কুল এই নিবিড় কুরুবন মদীয় শস্ত্রানলে এখনই পরিদগ্ধ হইবে। যেমন সুরপতি অসুরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, তেমনি আমিও একাকী ক্ষণমধ্যেই কুরুবংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিব। আর আমার স্থানে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আছে তাহা ইহারা কখন চক্ষেও দেখে নাই। দেখ আমি রুদ্র হইতে রৌদ্র, বরুণ হইতে বারুণ, অগ্নিস্থানে আগ্নেয় ও বায়ু হইতে বায়ব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছি, এবং দেবরাজের নিকট হইতে নানাবিধ

অস্ত্র পাইয়াছি। অতএব দুর্ব্বল কুরুবল নির্ম্মূল করা আমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য ও অকিঞ্চিৎকর জানিবে। উত্তর অর্জ্জুনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভীষ্ম পার্থের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন তদীয় ধ্বজাচ্ছেদন করিয়া ক্ষণমধ্যে রথ হইতে তাঁহাকে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি চারি জনে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। দুঃশাসন এক ভল্লে উত্তরকে ও অপর ভল্লে পার্থের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। অমনি অর্জ্জুন ক্ষুরধারাদ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। দুঃশাসন বাণাহত হইয়া রণ-ভূমি হইতে প্রস্থান করিল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ, পার্থের প্রতি বাণ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জ্জুন তাহাকেও বিরথ করিলেন। অনন্তর দুঃসহ ও বিবিংশতি উভয়ে সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ গার্দ্ধপত্র দ্বারা তাহাদিগের রথবাহ নিহত করিয়া উভয়কেই বাণবিদ্ধ করিলেন। তাহারা বিরথ ও ভিন্নকায় হইয়া পলায়নপরায়ণ হইল।

অনন্তর যাবতীয় কৌরবরথী একত্র হইয়া একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। পার্থও শর-জাল দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। করিতুর-গগণের ভৈরব রবে ও কার্ম্মুক নির্ঘোষে দশ দিক পরি-পূর্ণ হইল। গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত সায়ক সকল যোদ্ধাদিগের বর্ম্মচ্ছেদ ও শরীর ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। শরৎকালীন প্রচণ্ডকরকিরণের ন্যায় পার্থের

প্রতাপ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মহারথ সকল বিরথ ও বিত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কবচোপরি শরপাতের কঠোর শব্দ হইতে লাগিল। হস্তী ও অশ্ব সকল হতচৈতন্য হইয়া পড়িল। অসংখ্য যোদ্ধগণ পার্থবাণে প্রপীড়িত ও রণশয়ান হইয়া, মহানিদ্রায় অভিভূত হইল। মৃতদেহে সমরভূমি ভীষণ হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে যুধ্যমান ধনুর্ব্বাণধারী ধনঞ্জয় যেন নৃত্যই করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। অবিরত ঘোরতর গাণ্ডীবরবশ্রবণে শত শত সৈনিক পুরুষ সন্ত্রস্ত হইয়া সংগ্রাম হইতে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে পলায়ন করিতে লাগিল। কোথাও মুণ্ড, কোথাও কুণ্ডল, কোথাও মস্তক, কোথাও হস্ত, কোথাও বা বাহুদণ্ড সকল খণ্ডং হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে রুদ্রসদৃশ পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রৌদ্র রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রবল ক্রোধানলে ধার্ত্তরাষ্ট্র-গহন দাহন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবের অপরিমিত বলবীর্য্য বিলোকনে কৌরবদল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। মহাবীর পার্থ, মহারথদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া, মেদোবসা-প্রবাহিনী ক্রব্যাদগণসেবিতা ঘোর রৌদ্ররূপা অনির্ব্বচনীয়া শোণিততরঙ্গিণী প্রবাহিত করিলেন। বিলূন কেশচয় শৈবালের ন্যায়, শর-চাপ ভেলার ন্যায়, নাগ সকল কূর্ম্মের ন্যায়, মুক্তাহারনিকর তরঙ্গের ন্যায়, এবং মহারথদিগকে দ্বীপের ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল। সকলেই মনে করিল বুঝি প্রলয়কালে এই নদী কালকর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে।

এইরূপে অর্জ্জুন বৈরনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইলে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, বিবিংশতি, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি

যোদ্ধা সকল একত্র হইলেন। এবং ধনঞ্জয়ের জিঘাংসা নিমিত্ত পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া সুদৃঢ় কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক, বর্ষুক জীমূতের ন্যায় অস্ত্রবর্ষ করিতে লাগিলেন। মহাবল যোদ্ধা সকল চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছেন, এবং চারিদিক হইতে অবিশ্রান্ত শর পতন হইতেছে, দেখিয়া, অর্জ্জুন সস্মিত বদনে গাণ্ডীবে ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করিলেন। বিদ্যুদালোকে নবীন জলদরাজির যেরূপ শোভা হয় ঐন্দ্রাস্ত্র-সংসর্গে গাণ্ডীবের তদনুরূপ শোভা হইল। তড়িৎপ্রভার ন্যায় অস্ত্রপ্রভায় চতুর্দ্দিক বিদ্যোতিত হইল। রথী সকল চৈতন্যশূন্যপ্রায় হইল। সৈন্যগণ স্ব স্ব জীবিতে নিরাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর শান্তনুতনয় ভরতপিতামহ, কৌরবদিগকে বিপন্ন দেখিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শঙ্খশব্দে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া বাণ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া অগ্রসর হইলেন। ভীষ্ম, অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রবর্ত্তী কপিবরের প্রতি বাণ ত্যাগ করিলে, অর্জ্জুনও পৃথুধার ভল্ল দ্বারা ভীষ্মের ছত্র ও ধ্বজাচ্ছেদন করিয়া, তদীয় বাহুপার্ষ্ণি, ও সারথিকে বাণবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম, পার্থের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, অর্জ্জুনও দিব্যাস্ত্র বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বলিসহ বাসবের ন্যায়, ভীষ্মার্জ্জুনের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। সসৈন্য কৌরবগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। সব্যসাচী উভয় হস্তে তুল্যরূপেই বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন। গাণ্ডীবশরাসন অলাত-

চক্রবৎ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যেমন অবিশ্রান্ত বারিধারাদ্বারা গিরিবর আচ্ছাদিত হয়, তদ্রূপ পার্থ-বাণে ভীষ্মশরীর আচ্ছাদিত হইল। ভীষ্মও সুতীক্ষ্ণ-শরদ্বারা বাণজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পার্থের রথ হইতে যতবার শরজাল সমুত্থিত হইল, ততবারই [illegible] শরদ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগি-লেন। কৌরবগণ ভীষ্মের সাধুবাদ করিয়া কহিল কৃষ্ণ, দ্রোণাচার্য্য, ভারদ্বাজ, সুররাজ ও ভীষ্ম ব্যতিরেকে তরুণবর যুদ্ধদক্ষ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করা আর কাহা-রও সাধ্য নহে, এইকথা বলিয়া ভীষ্মের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর তরুণ-প্রবীর-দ্বয় অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রের নিবারণ করিয়া দর্শকগণের মোহোৎ-পাদন করিতে লাগিলেন। প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, যাম্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল উভ-য়েই পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ মনুষ্য জাতির মধ্যে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এই কথা বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন ক্ষুরধারদ্বারা ভীষ্মের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ ইতর কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে একবারে শরসমূহ পরিত্যাগ করি-লেন। পার্থও তাঁহার প্রতি নিশিত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। উভয়েই শরজালে দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কখন পাণ্ডব ভীষ্মকে, কখন বা ভীষ্ম পাণ্ডবকে, অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হিরণ্যবাণা পতত্রিসকল পার্থ-রথ হইতে

সমুৎপতিত হইয়া, গগণতলগত হংসপঙ্‌ক্তির শোভা ধারণ করিল। অন্তরীক্ষস্থিত দেব দানবগণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বরাজ অস্ত্রপ্রভাব দর্শনে অতিচমৎকৃত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া সুররাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখুন, পার্থবিমুক্ত সায়কসকল কেমন শ্রেণীব[illegible] কেমন সংসক্ত হইয়া যাইতেছে। নরজাতিমধ্যে ঈদৃশ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রায় আর কেহই পারে না। ভীষ্ম ও অর্জ্জুন উভয়েই তুল্যরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, পাণ্ডব কখন শরের সন্ধান ও কখন বা বিমোচন করিতেছেন কিছুই লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। নিরন্তর যুদ্ধ করিতে করিতে পার্থের শরীর হইতে এমত প্রভা বিস্তীর্ণ হইতেছে যে দিনমধ্যগত প্রখর ময়ূখমালীর ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেই পারা যায় না।

অনন্তর দেবরাজ, অর্জ্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসা করিয়া উভয়ের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এদিকে ভীষ্ম, শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিয়া পার্থের বামপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনও সস্মিতবদনে পৃথুধার গার্দ্ধপত্র দ্বারা ভীষ্মের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া একবারে দশ বাণে তদীয় বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন ভরতপিতামহ ভীষ্ম শরতাড়িত ও প্রপীড়িত হইয়া রথকূবরে নিপতিত হইলে, সারথি রথ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন ভীষ্মকেও পলায়ন করিতে এবং শত্রুবনমধ্যে মৃগরাজের ন্যায় পাণ্ডবকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ

করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে কার্ম্মুকে অস্ত্রসন্ধান করিলেন। অস্ত্র একবারেই পার্থের ললাটস্থল ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল। তখন অর্জ্জুন বাণাহত ও অতিমাত্র ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া, বিষাগ্নিকল্প সায়কদ্বারা দুর্য্যোধনের শরীর বিদ্ধ করিলেন। উভয়ের এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে, এমত সময়ে বিকর্ণ, চারিখানি রথ লইয়া, মহীধরকল্প মহাগজ বাহনে, পার্থ সহ সমরকামনায়, রাজার অগ্রসর হইল। তখন অর্জ্জুন, হস্তী অতিবেগে আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রপাণিক্ষিপ্ত বজ্র যেমন পর্ব্বত বিদারণ করে, তাহার ন্যায় পার্থ-ত্যক্ত সেই সায়ক করিকুম্ভ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। করিবর বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বিকর্ণ পতিত ও পুনরুত্থিত ও ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বিবিংশতির রথে অধিরোহণ করিল। পরে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের প্রতিও তাদৃশ বাণ বিক্ষেপ করিলে, অমনি তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মহাগজ নিহত, দুর্য্যোধন আহত, ও বিকর্ণ তাড়িত হইলে, ইতর যোদ্ধাগণ সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর দুর্য্যোধন লব্ধসংজ্ঞ হইয়া, মহাগজ নিহত হইয়াছে, এবং যোদ্ধা সকল পলায়ন করিতেছে শ্রবণ করিয়া, প্রাণভয়ে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নোদ্যত হইলেন। তখন ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন অহে কুরুরাজ! তুমি, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের নিমিত্ত অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেন পলায়ন করিতেছ? অদ্য, তুমি রাজ্য-

হইতে অবরোপিত হইলে বলিয়া আর ত্বদীয় দুন্দুভির ধ্বনি হইতেছে না। আমি যুধিষ্ঠির-নিদেশকারী তৃতীয় পার্থ, রণস্থলে অবস্থিত আছি। তুমি নরেন্দ্রবৃত্ত স্মরণ কর। রণে বিমুখ হওয়া অতি কাপুরুষের কর্ম্ম, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে অত্যন্ত অধর্ম্ম। অদ্য ত্বদীয় দুর্য্যোধন নাম নিরর্থক হইল। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার অগ্রে বা পশ্চাৎ একজনও রক্ষক নাই এবং রণ অপেক্ষা প্রাণধন প্রিয়তরও বটে।-অতএব শীঘ্র পলায়ন কর।

অর্জ্জুন এই কথা বলিলে, মানধন দুর্য্যোধন অঙ্কুশাহত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার রথে অধিরোহণ করিলেন এবং পদদলিত বিষধরের ন্যায় পার্থহিংসার্থ ধাবমান হইলেন। কর্ণও রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনর্ব্বার রণোন্মুখ দেখিয়া, তাঁহার উত্তর দিক্ দিয়া পার্থাভিমুখে যাত্রা করিল। ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণও পুনর্ব্বার ধনুর্ধারণ করিয়া পশ্চিম দিকে ধাবমান হইলেন। এবং দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি যাবতীয় বীরগণ স্ব স্ব কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ রণোন্মুখ হইলেন। তখন পার্থ সমস্ত কৌরবদিগকে একবারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া, হংস যেমন জলদোদয়ে উৎপতিত হয়, তাহার ন্যায় সৈন্যব্যূহ-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, যদ্রূপ নীরধর নীরধারাদ্বারা গিরিবর অভিষিক্ত করে, তাহার ন্যায় পার্থের প্রতি দিব্যাস্ত্র বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল।

ধনঞ্জয় একাকী অস্ত্রদ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়া পরিশেষে এককালেই সেই সকল বীরের

পরাজয় বাসনায় গাণ্ডীবে মহাবীর্য্য অনিবার্য্য সংমোহনাস্ত্র সন্ধান করিলেন। শঙ্খ ও গাণ্ডীবের নির্ঘোষে শত্রুদিগের চিত্ত ব্যথিত ও ত্রিজগৎ মুখরিত হইয়া উঠিল। সম্মোহন বাণের প্রভাবে কৌরবগণ একবারেই বিচেতন হইয়া পড়িল। হস্ত হইতে অস্ত্র সমস্ত স্রস্ত হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায় ছিল সে সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া রহিল। তখন অর্জ্জুন, উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ, অস্ত্রের গুণে সমস্ত কুরুদল হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, উত্তরার নিমিত্ত, সারস্বত ও আচার্য্যের শুক্লবর্ণ উষ্ণীশ, কর্ণের পীতবর্ণ এবং দ্রোণি ও দুর্যোধনের নীলবর্ণ শিরস্ত্রাণ আনয়ন কর। ভীষ্ম এ অস্ত্রের প্রতিঘাতের উপায় অবগত আছেন। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার চৈতন্য বিলোপ হয় নাই। অতএব পিতামহের রথ বামভাগে রাখিয়া, এই পথ দিয়া গমন কর। উত্তর অর্জ্জুনের আদেশক্রমে মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরিশেষে কতগুলি অস্ত্রও লইলেন এবং পুনর্ব্বার স্বকীয় রথে অধিরোহণ করিয়া রথ চালন করিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম অর্জ্জুনকে কৃতকৃত্য ও প্রস্থিত হইতে দেখিয়া কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক বাণবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় নিমিষমধ্যে তদীয় বাহনচতুষ্টয় বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন এবং যেমন সহস্ররশ্মি জলদাবলী বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহার ন্যায়, রথবৃন্দমধ্য হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। ক্ষণ বিলম্বেই কৌরবগণ বিনিদ্র ও লব্ধসংজ্ঞ

হইল। তখন দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে সমরবিরত ও একান্তে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন অহে যোদ্ধাসকল, তোমরা বীভৎসুকে কি নিমিত্ত ছাড়িয়া দিয়াছ, যুদ্ধ কর, ইহাকে অবশ্যই পরাজিত করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্ধারণ করিলেন। তখন ভরতপিতামহ ভীষ্ম ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন তোমার এতাদৃশ বুদ্ধি, পরাক্রম, ও রাজবীর্য্য এতক্ষণ কোথায় ছিল। অর্জ্জুনকে ইতর লোকের ন্যায় নৃশংস ও পাপাত্মা জ্ঞান করিও না। এই মহাপুরুষ ধর্ম্মরক্ষাহেতু ত্রৈলোক্য পরিত্যাগেও কাতর নহেন। দেখ যখন, তোমরা সকলেই অচৈতন্য হইয়াছিলে তখন পার্থ তাদৃশ দয়ালুস্বভাব না হইলে, নিমিষমধ্যে তোমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিতে পারিত। অতএব অদ্য যে তোমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ইহাই পরম লাভ বিবেচনা করিয়া, স্বকীয় সৈন্য লইয়া হস্তিনায় চল। অর্জ্জুন গোধন গ্রহণ করিয়া গমন করুক। দুর্য্যোধন, হিতৈষী ভীষ্মমুখে এই সকল কথা শুনিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সমর বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন কৌরবদিগকে প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া ক্ষমা প্রর্থনা ও ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে শিরোবনমন পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন, শরদ্বারা অন্যান্য মান্য ব্যক্তিকে অভিবাদন ও দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন করিলেন, গাণ্ডীবনির্ঘোষে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে আমন্ত্রিত করিলেন, শঙ্খশব্দে সকলকে অভিভূত করিলেন, এবং জয়লাভসূচক বিজয়-পতাকা ঘূর্ণিত করিয়া বিপক্ষদলের পরাভব স্থির করিলেন।

কৌরবগণ, বিষণ্ণবদনে হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিল। দেবতাগণ পার্থের অসীম সমরপারদর্শিতা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর কিরীটী উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজকুমার এখন কৌরবসকল পরাজিত ও গোধন সুরক্ষিত হইয়াছে। অতএব অশ্বদিগকে আবৃত্ত কর। অতঃপর পুরপ্রবেশ করিতে হইবে। উত্তর তাহাই করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি পলায়িত কুরুসৈনিকপুরুষ গহনবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখে অর্জ্জুনকে দেখিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল, এবং ভয়ব্যাকুল হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিল "আমরা, মহাশয়ের শরণাগত কিঙ্কর, আমাদিগের প্রাণরক্ষা করুন"। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কখনই আর্ত্ত ব্যক্তির হিংসা করি না, অতএব তোমরা নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন কর। এই কথা বলিলে তাহারা পরমানন্দিত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এইরূপে অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গোধন লইয়া উত্তর-সমভিব্যাহারে বিরাটরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অর্জ্জুন পথিমধ্যে উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি নগরে উপস্থিত হইয়া কোন কথাই কহিবে না, পাণ্ডবগণ তোমার পিতার নিকট অবস্থান করিতেছেন এ কথা সহসা প্রকাশিত হইলে, মৎস্যপতি ভয়বিস্ময়ে সাতিশয় অস্বস্থ হইতে পারেন। অতএব পিতার নিকটে গিয়া ইহাই বলিবে, যে আমিই একাকী কৌরবদিগকে পরাজিত ও গোকুল জয় করিয়া আনিয়াছি, আমা হইতেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

উত্তর কহিলেন সামান্য পশু সিংহের ভার গ্রহণ করিয়াছে এমত কখনই বলা যায় না। অতএব মহাশয় যে অমানুষ কর্ম্ম করিলেন, তাহা মাদৃশ ব্যক্তিতে কোন মতেই সম্ভব পায় না। যাহা হউক আপনকার আজ্ঞানুসারে প্রকৃত কথা গোপনে রাখিব।

অনন্তর অর্জ্জুনের রথ হইতে অনলপ্রতিম কপিবর ও ভূতগণ অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইল। তখন উত্তর স্বকীয় রথে পুনর্ব্বার সিংহধ্বজ যোজিত করিলেন, এবং অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া কুরুবীরগণের সেই সমস্ত বস্ত্র ও অস্ত্র লইয়া নগরাভিমুখী হইলেন। সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ও পুনর্ব্বার বেণীবিন্যাস ও বৃহন্নলারূপ ধারণ করিয়া উত্তরের হস্ত হইতে তুরগরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন রাজকুমার! ঐ দেখ গোপালগণ তোমাদিগের সমস্ত গোধন আনয়ন করিয়াছে। অগ্রে উহারাই নগরে গিয়া ভবদীয় বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহ্ণকালে নগরে প্রবেশ করিব। উত্তর পার্থের বচনানুসারে গোপদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন তোমরা বিজয়ঘোষণার্থ নগরে গিয়া এইমাত্র বলিবে, যে, কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন রক্ষিত হইয়াছে। আজ্ঞামাত্র দূতগণ দ্রুতবেগে নগরাভিমুখে গমন করিল। পার্থ ও উত্তর উভয়ে পুনর্ব্বার শমীবৃক্ষ-সমীপে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্রাদি পূর্ব্ববৎ আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে অপরাহ্ণকাল উপস্থিত হইলে, বিরাটতনয় সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত করিয়া, বৃহন্নলাসমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে মৎস্যপতি ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজিত করিয়া

পাণ্ডবচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাগমন করি-লেন। অনন্তর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত ও শ্রান্তি দূর করিয়া সভায় আসীন হইলেন। যোদ্ধাসকল চতুর্দ্দিকে উপ-বিষ্ট হইল। প্রজাগণ বিজয়ধ্বনি করিতে ও দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ প্রতিনন্দন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলেন। পরে উত্তরকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অন্তঃপুরচারী স্ত্রীপুরুষগণ আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! কৌরবেরা, উত্তর গোগৃহে আসিয়া গোধন হরণ করিয়াছে শুনিয়া সাহসী রাজকুমার, বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ দুর্য্যোধন প্রভৃতি অতিরথবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। রাজা ভৃত্যগণমুখে এই অচিন্তনীয় ঘটনা শ্রবণে একান্ত ভীত হইয়া, মন্ত্রি-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি বোধ করি, কৌরবগণ, ত্রিগর্ত্তদিগের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অবশ্যই চলিয়া গিয়া থাকিবে। যাহাহউক, যে সকল বীরপুরুষ ত্রিগর্ত্ত সহ যুদ্ধে আহত না হইয়াছে, তাহারা ত্বরায় উত্তর গোগৃহে যাত্রা করুক।

পরে আজ্ঞামাত্র বীরগণ বিচিত্র শস্ত্রাভরণ সম্পন্ন হইয়া, যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল। বিরাট পুনর্ব্বার বাহিনী-প্রতি আদেশ করিলেন তোমরা শীঘ্র গিয়া দেখ, কুমার জীবিত আছে কি না। আমার বোধ হয়, যখন সে ষণ্ডকে সারথি করিয়া লইয়া গিয়াছে তখন তাহার জীবনের আর প্রত্যাশা নাই।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ রাজাকে কাতর দেখিয়া ঈষৎহাস্য

করিয়া কহিলেন মহারাজের কোন চিন্তা নাই। বৃহন্নলা সারথি হইলে, তাহার কুত্রাপি বিনাশ নাই। মহাশয় কৌরবগণের কথা কি কহিতেছেন, বৃহন্নলা সহায় থাকিলে দেব দানব যক্ষেরাও রাজকুমারকে পরাভূত করিতে পারিবে না। অতএব সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইবেন না। উত্তর বিজয়ী হইয়া আগতপ্রায়। যুধিষ্ঠির এই কথা বলিতে বলিতে উত্তর-প্রহিত দূতগণ বিরাটনগরে উপনীত হইয়া, রাজপুত্রের বিজয় ঘোষণা করিল। মন্ত্রিবর নরপতিকে সম্বোধন করিয়া বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন মহারাজ! রাজকুমার গোকুল বিজিত, ও কুরুকুল পরাজিত করিয়া সারথির সহিত কুশলী আছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন আমি পূর্ব্বেইত কহিয়াছি বৃহন্নলা সহায় থাকিলে তাহার কুত্রাপি পরাজয় নাই। অতএব উত্তর যে কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বিরাট, তনয়ের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দূতদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। পরে সচিবদিগের প্রতি আদেশ করিলেন তোমরা রাজপথ সংস্কৃত, ও স্থানে স্থানে পতাকা সমুত্থাপিত কর। পুষ্পোপহার-দ্বারা দেবতাদিগের পূজাবিধান কর। যোদ্ধা সকল সজ্জিত হইয়া, কুমারী ও বারবনিতা সকল আভরণ-ভূষিত হইয়া, এবং বাদ্যকরেরা বাদিত্র লইয়া কুমারানয়নার্থ অগ্রসর হউক। ঘণ্টাপুরুষেরা বারণে অধিরূঢ় হইয়া প্রতিচতুষ্পথে বিজয় ঘোষণা করুক। মদীয় তনয়া উত্তরা পুরকুমারীজন-পরিবারিতা হইয়া যাত্রা করুক।

রাজার আজ্ঞামাত্র অনুচরগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বস্তিক গ্রহণ করিল। প্রমদাসকল পরার্দ্ধ্য বেশ বিন্যাস করিতে লাগিল। ভেরী তূর্য্য ও পণব সকল সজ্জিত হইল। সুত, মাগধ, ও নান্দীবরগণ কুমার-প্রত্যানয়নে অগ্রসর হইল। এইরূপে মৎস্যরাজ সৈন্য, কুমারী ও বারনারীদিগকে বিদায় করিয়া আনন্দিতচিত্ত হইয়া সৈরিন্ধ্রীকে অক্ষ আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন, এবং কঙ্ককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন এক্ষণে আর কোন উদ্বেগের বিষয় নাই, এস আমরা দ্যূতক্রীড়া করি। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব অস্বীকারপূর্ব্বক কহিলেন অতি হৃষ্ট বা কিতবের সহিত ক্রীড়া করিতে শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ আছে। আমি সর্ব্বথাই মহারাজের প্রিয়কথাই কহিব। অদ্য আপনি অত্যন্ত আহ্লাদিত আছেন, একারণ মহাশয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে আমার সাহস হয় না। বিরাট কহিলেন আমার সহিত ক্রীড়া করিতে আপনার আশঙ্কা কি। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনাহইতেই সুরক্ষিত ও আপনাতেই সমর্পিত হইয়াছে। কঙ্ক বলিলেন, মহারাজ! দ্যূতদেবনে অনেক দোষ-প্রভৃতি আছে। অতএব ইহা হইতে সর্ব্বথা বিরতিভাব অবলম্বন করা পরম মঙ্গলের বিষয়। পাশক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিদিগের কোন কালেই শ্রেয়ঃ নাই। আপনি শুনিয়া থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠির কেবল দ্যূতাসক্তি দোষেই সমস্ত সাম্রাজ্য, ও পরিশেষে ত্রিদশোপম ভ্রাতাদিগকেও হারিয়াছেন। তন্নিমিত্ত দ্যূতদেবনে আর উৎসাহ হয় না। কিন্তু মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অন্যায্য বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

অনন্তর দ্যূতক্রীড়ারম্ভ হইলে, মৎস্যপতি পুলকিতান্তঃকরণে কহিলেন উত্তরের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, সে একাকী সমস্ত কুরুবীরের পরাজয় করিয়াছে। এ কথায় যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৃহন্নলা সারথি হইলে কেনই বিজয় লাভ না হইবে। ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিবামাত্র রাজা একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন রে, দ্বিজাধম, তোর কোন বিবেচনা নাই। তুই তাদৃশ মহাবল রাজকুমারকে ন্যক্কৃত করিয়া, একটা অগ্রাহ্য ষণ্ডের প্রশংসা ও আমার অবমাননা করিতেছিস্। সে আমার পুত্র হইয়া ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিকে কেন পরাভূত করিতে পারিবে না। যদি জীবিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এমত কথা যেন আর আমাকে শুনিতে না হয়।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে কহিলেন, মহারাজ! আপনি বিশেষ অবগত নহেন, যেস্থানে বিক্রমশালী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ও দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থী হয়েন, অথবা যে রণস্থলে স্বয়ং দেবরাজ ত্রিদিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করেন, সেখানে বৃহন্নলা ব্যতীত অগ্রসর হওয়া আর কাহারও সাধ্য নহে। যাহার তুল্য বাহুবলশালী জগতীতলে কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। যে রণধীর সমরাঙ্গনে শরাসন ধারণ করিলে শত্রু মিত্র উভয়েরই প্রীতিপাত্র ও অতিমাত্র প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন্। দেবগণ, দানবগণ, ও মনুজগণ, সকলে একত্র হইয়াও যাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারেন্ না। বীরদল-ললামভূত ত্রিলোকবিজয়ী সেই মহাবীর সহায় হইলে কেনই বিজয়লাভ

না হইবে। যুধিষ্ঠির বৃহন্নলার এইপ্রকার প্রশংসা করিলে, পুত্রবৎসল মৎস্যপতি আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন রে নরাধম! আমি বারম্বার নিবারণ করিলাম, তথাপি আমার কথা শুনিলি না। বুঝিলাম নিয়ন্তা না থাকিলে, কেহই সুনিয়মে চলে না। এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের বদন লক্ষ্য করিয়া অক্ষ প্রক্ষেপ করিলেন, অক্ষাঘাত মাত্রে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ, পাছে ভূমিতে রক্তপাত হয়, এই আশঙ্কায়, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বসিয়া পার্শ্বস্থা দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি পতিপ্রাণা সতী পতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, বারিপূর্ণ সৌবর্ণ পাত্র আনিয়া ধরিলেন।

এদিকে রাজকুমার বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলে, পুরনারী সকল মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর উত্তর ভবনদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারীর প্রতি আদেশ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ রাজগোচরে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ! সমরবিজয়ী রাজকুমার বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। রাজা এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র পরমপুলকিত হইয়া কহিলেন, তাহাদিগকে শীঘ্র প্রবেশ করাও। আমি উভ-য়কেই একত্র দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি। রাজা এই-রূপ আজ্ঞা করিলে যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণে২ বলিলেন তুমি এখন বৃহন্নলাকে আসিতে নিষেধ কর। কারণ, এই মহাবাহুর প্রতিজ্ঞা আছে, সংগ্রাম-ভিন্ন স্থলে আমার অঙ্গ হইতে ভূমিতে রক্তপাত হইলে, বৃহন্নলা আঘাত-

কারীকে তৎক্ষণাৎ শমনভবনে প্রেরণ করিবেন। অতএব মহাবাহু আমাকে সশোণিত দেখিলে, এই দণ্ডেই সসৈন্য সামাত্য বিরাটের প্রাণদণ্ড হইবে সন্দেহ নাই।

অনন্তর একাকী উত্তর সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, পিতার পাদবন্দনা করিয়া, কঙ্ককে অভিবাদন করিতে গেলেন এবং দেখিলেন ধর্ম্মরাজ একান্তে ভূতলে আসীন রহিয়াছেন। নাসা হইতে অজস্র অসৃগ্ধারা নির্গত হইতেছে। পতিপরায়ণা সৈরিন্ধ্রী শুশ্রূষা করিতেছেন। উত্তর এই ব্যাপার দেখিবামাত্র ভীত, চমৎকৃত ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ইঁহাকে প্রহার করিয়াছে? এমত পাপ কর্ম্ম কে করিয়াছে? কাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে? রাজা কহিলেন আমিই এই কুটিল বটুর তাড়না করিয়াছি। আমি তোমার শৌর্য্যের প্রশংসা করাতে এই দুষ্ট বটু কেবল ষণ্ডেরই প্রশংসা করিতে লাগিল। উত্তর কহিলেন মহারাজ! অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি যাহাতে প্রসন্ন হন, ও যাহাতে ব্রহ্মরোষে আপনি সবংশে দগ্ধ না হন তাহা করুন। বিরাট তৎক্ষণাৎ পুত্র-সমভিব্যাহারে কঙ্কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ধর্ম্মরাজ কহিলেন আমি অনেকক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি। মহারাজের প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই। যদি এই রুধিরের কণামাত্রও ভূমিতে পড়িত, তাহা হইলে এখনই আপনি সরাষ্ট্র বিনষ্ট হইতেন সন্দেহ নাই। মহারাজ নিরপরাধে আমার তাড়না করিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি ঈদৃশ বিষয়ে মহাশয়কে দোষী বলা যাইতে পারে না। যেহেতু বলবান্ প্রভুর সহসাই ক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে,

এবং অতি তুচ্ছ ঘটনাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে।

অনন্তর শোণিত নিবৃত্ত হইলে, রাজা, যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার সভাসীন হইলেন, এবং সর্ব্বজন-সমক্ষে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ পুত্রবান্ হইয়াছি, ত্বৎ-সদৃশ তনয় আর কাহারও হয় নাই। এই কথা বলিয়া পুত্রকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাদৃশ বীরপ্রধান কর্ণের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিলে? কিরূপেই বা অমানুষ-বিক্রমশালী ভীষ্মের সহিত তোমার প্রতিযোগিতা হইল? বৃষ্ণিবংশ, কুরুবংশ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়কুলের আচার্য্য দ্বিজবর দ্রোণের সহিতই বা কি প্রকারে যুদ্ধ হইল? বীরপ্রধান দ্রৌণির সহিত কিরূপে সম্মিলন হইল? রণস্থলে যে কৃপাচার্য্যের ভয়ঙ্কর আকার দেখিবামাত্র অবসন্ন হইতে হয়, তাদৃশ বীরবরের সহিত তোমার কি প্রকারে যুদ্ধ হইল? যে দুর্য্যোধনের সায়কে পর্ব্বত বিদীর্ণ হয়, তাঁহার সহিত তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিলে? বিশেষ করিয়া বল। তুমি একাকী যে, শার্দ্দূলগৃহীত আমিষের ন্যায়, কৌরব-দিগের হস্ত হইতে গোধনের পরিত্রাণ বিধান করিয়াছ, ইহাতে আমার যে কতদূর পর্য্যন্ত আনন্দানুভব হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত।

রাজা পুত্রের অদ্ভুত যুদ্ধবার্ত্তা শুশ্রূষু হইয়া এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর এইমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন, যে, গোধনের জয় ও কুরুকুলের পরাজয় আমাহইতে হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। কোন দেবকুমার কর্ত্তৃক এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

আমি প্রথমতঃ সাগরোপম কুরুসৈন্য সন্দর্শন মাত্রেই অতিমাত্র ভয়ে পলায়নোদ্যত হইয়াছিলাম। পরে অশনিসমাহশালী কোন দেবকুমার আমাকে নিবৃত্ত করিয়া অভয়প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং রথারূঢ় হইলেন। তিনিই কুরুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আমি কিছুই করি নাই।

রণস্থলে যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌণি, কর্ণ প্রভৃতি মহারথ সকল বিরথীকৃত ও পরাজিত হইলেন, তখন দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সেই দেবকুমার রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অহে কুরুরাজ! তুমি কোথায় পলাইবে, হস্তিনানগরে গমন করিলেও তোমার নিস্তার নাই। যেখানে যাইবে তুমি কিছুতেই আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। অদ্য যুদ্ধ ব্যতিরেকে তোমার আর উপায় দেখি না। অতএব যুদ্ধ কর, ইহাতে উভয়থাই মঙ্গল। জয়লাভে পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ, অন্যথা স্বর্গলাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দেবকুমারের এই প্রকার মিষ্ট ভর্ৎসনা শ্রবণে, মানধন দুর্যোধন, সচিবগণে পরিবৃত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ক্রোধভরে অশনিতুল্য বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও উরুকম্প হইতে লাগিল। কিন্তু সেই দেবপুরুষ, অশ্রুতপূর্ব্ব সিংহধ্বনি করিয়া, সুতীক্ষ্ণ বাণে ক্ষণমধ্যে তদীয় সমস্ত সৈন্য বিলোড়িত করিলেন। এবং পরিশেষে এমত একটী শর সন্ধান করিলেন যে, তৎপ্রভাবে যাবতীয় কৌরবগণ একেবারে সম্মোহিত ও নিদ্রিত-প্রায় হইল। সেই অবসরেই তিনি তাহাদিগের এই সমস্ত

বিচিত্র বসন আহরণ করিলেন। অধিক কি বলিব। যদ্রূপ, ক্রুদ্ধ শার্দ্দূল অনায়াসে অন্যান্য পশুর পরাভব করে, তাহার ন্যায় সেই দেবকুমার একাকী নিমিষমধ্যে যাবতীয় কুরুবীরের পরাভব করিলেন।

বিরাট জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই দেবপুরুষ এখন কোথায়। উত্তর কহিলেন, তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। বোধ হয় কল্য বা পরশ্বঃ এখানে প্রাদুর্ভূত হইবেন। উত্তর এই প্রকার বলিলে, পাণ্ডবেরা যে ছদ্মবেশে এই সমস্ত কার্য্য করিয়া, রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন, মৎস্যরাজ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর বৃহন্নলা বিরাটকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, সেই সমস্ত রুচির বস্ত্র লইয়া, উত্তরাকে প্রদান করিলেন। রাজকুমারী বিচিত্র নবীন বসন লাভে, অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরদিন ধনঞ্জয় উত্তরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যে সমস্ত ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিলেন, তাহাতে পরিণামে সপুত্র মৎস্যরাজ ও ভরতপ্রবরগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন।

বৈবাহিকপর্ব্ব।

তৃতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির রাজবেশ ধারণ করিয়া আভরণ-ভূষিত ভীমাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া বিরাটরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, এবং পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনী রমণীয় বেশবিন্যাস করিয়া মূর্ত্তিমতী শোভার ন্যায় সিংহাসনপার্শ্বে বসিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ রাজকার্য্যোদ্দেশে সভাভবনে উপ-

স্থিত হইয়া তাঁহাদিগের তথাবিধ শরীরশ্রী নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং অমরগণ-বেষ্টিত ত্রিদশ-পতির ন্যায় কঙ্ককে মধ্যে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি অক্ষজীবী, রাজসভায় সভাস্তাররূপে বৃত হইয়া অদ্য কি নিমিত্ত রাজবেশ ধারণ ও রাজাসনে উপবেশন করিয়াছ?

অর্জ্জুন বিরাটের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া, পরিহাস-মানসে হাস্য করিয়া কহিলেন, যিনি বাসবের সহিত একাসনে উপবেশন করেন। যিনি বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ও বীর্য্যবন্ত বদান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। যিনি দৃঢ়ব্রত, অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান, ও সাক্ষাৎ শরীরী ধর্ম্ম। যাঁহার তুল্য সমর-পারদর্শী সুর, অসুর, যক্ষ, ও রাক্ষস-দিগের মধ্যেও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। যিনি অতি দূরদর্শী ও অত্যন্ত তেজস্বী। যাঁহার তুল্য দেশহিতৈষী, পরোপকারী ও অপক্ষপাতী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই। যাঁহাকে সকলেই রাজর্ষি বলিয়া থাকে। যাঁহার সদৃশ ধৃতিমান্, বলবান্, সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ ও জিতে-ন্দ্রিয় পুরুষ ত্রিলোকমধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি মহাতেজা মনুর ন্যায় প্রকৃতিপ্রতিপালনে নিতান্ত যত্নবান্। যাঁহার কীর্ত্তিচন্দ্রিকায় ভূমণ্ডল পরি-পূর্ণ ও অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে। এবং যাঁহার তেজঃ-প্রভাকর-কিরণে দিক্‌সকল আলোকময় হইয়া রহিয়াছে। ইনি সেই সকল লোক-ললাম-ভূত কুরু-প্রবীর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইহাঁর আধিপত্যের বিষয় প্রায় কাহারও অগোচর নাই। ইনি যদৃচ্ছাপূর্ব্বক রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেও দশ সহস্র কুঞ্জর ও ত্রিংশৎ সহস্র রথ

ইহাঁর অনুগমন করিত। প্রত্যহ প্রভাত সময়ে অষ্টশত সূত, ও অসঙ্খ্য মগধগণ ইহাঁর স্তুতি গীতি করিত। যাবতীয় কৌরবগণ কিঙ্কর-প্রায় প্রতিদিনই ইহাঁর উপাসনা করিত। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাই ইহাঁকে করপ্রদান করিতেন। ইনি অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ও অসঙ্খ্য অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ প্রভৃতি নিরাশ্রয় ব্যক্তিবর্গের নিত্য ভরণ পোষণ করিতেন। পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালন করিতেন। ইহাঁর লক্ষ্মী-প্রভাবে সগণ দুর্য্যোধন অদ্যাপি সন্তপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁর গুণের কথাই বা কি কহিব, যে সমস্ত গুণের এক একটী থাকিলেও লোক লোকসমাজে গণ্য ও পরম মান্য হইয়া থাকে, সেই সমস্ত গুণই এই একমাত্র আধারে বিরাজ করিতেছে। অতএব যাঁহার শরীরে এত গুণ আছে, তিনি অবশ্যই রাজবেশ ধারণ ও সিংহাসনে উবেশন করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

বিরাট এই কথা শ্রবণমাত্র সাতিশয় বিস্মিত, ভীত, লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া অতি মৃদুভাবে কহিলেন, ইনিই যদি রাজা যুধিষ্ঠির; তবে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কৈ, এবং পতিপরায়ণা যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কোথায়? অর্জ্জুন কহিলেন, এই যে বল্লব নামধারী আপনকার পাচক, ইনিই ভীমপরাক্রমশালী ভীমসেন। ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে একাকী যাবতীয় রক্ষকের প্রাণ বিনাশ করিয়া কৃষ্ণানিমিত্ত সৌগন্ধিক দ্রব্যসকল উপাহরণ করিয়াছিলেন। ইনিই গন্ধর্ব্ববেশে মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষ দুরাত্মা কীচককে সবংশে বিনষ্ট করিয়াছেন, এবং এই ভীমসেনই মল্লভাবে মহাশয়ের অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র

ব্যাঘ্রাদি নিহত করিয়া, সামান্যজনবৎ পুরস্কারলাভে পরম পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আর যে মহাবীর আপনকার অশ্বশালার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তিনিই এই নকুল; এবং যিনি মহারাজের গোসঙ্খ্যাতা ইনিই সহদেব। ইহাঁরা উভয়েই পরম রূপবান্, গুণবান্, ও অত্যন্ত যশস্বী। আর যাঁহার নিমিত্ত সবংশ কীচকের নিধন হইয়াছে, সেই পরম পতিব্রতা, পদ্ম-পলাশাক্ষী এই দ্রৌপদী মহাশয়ের আবাসে সৈরিন্ধ্রীবেশে সংবৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং আমারই নাম অর্জ্জুন, আমার বিষয় মহারাজের অগোচর কিছুই নাই, আমি ভীমের কনিষ্ঠ এবং নকুল সহদেবের জ্যেষ্ঠ। আমরা মহারাজ-ভবনে এক বৎসর গর্ভবাসের ন্যায় অজ্ঞাত বাস করিয়াছি।

অনন্তর উত্তর অগ্রসর হইয়া কহিলেন এই যে সুবর্ণ-গৌরতনু মহাপুরুষ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিরাজ করিতেছেন; ইনিই কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তগজেন্দ্রগামী প্রতপ্তচামীকরের ন্যায় গৌরবর্ণ যুবা দেখিতেছেন, যাঁহার অংশদ্বয় পৃথুল আয়ত এবং বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ, ইনি মহাবীর বৃকোদর। ইঁহার পার্শ্বে বারণযূথপ-তুল্য শ্যামতনু এই যে তরুণবর উপবিষ্ট আছেন, ইনিই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাবীর অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজের সম্মুখে বিষ্ণু ও মহেন্দ্রতুল্য যে দুই পুরুষ-শার্দ্দূল বসিয়া আছেন, যাঁহাদিগের সদৃশ রূপবান্ ও সুশীল প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, ইঁহারাই যমজ নকুল ও সহদেব। আর ইঁহাদিগের পার্শ্বে কনকোত্তমাঙ্গী নীলোৎপলাভা যে যুবতী, মূর্ত্তিমতী প্রভার ন্যায়, ও

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন, ইনিই দ্রুপদরাজ-তনয়া কৃষ্ণা।

উত্তর এইরূপে পাণ্ডবদিগের সামান্যতঃ পরিচয় প্রদান করিয়া, বিশেষরূপে অর্জ্জুনের বিক্রম বর্ণনা করিয়া কহিলেন, উত্তর গোগৃহে সুবর্ণকক্ষ মত্ত মহাগজ ইহাঁরই একবাণে বিদ্ধমাত্র ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইনিই গোকুল জিত ও কুরুকুল পরাজিত করেন। ইহাঁর শঙ্খনাদে ও গাণ্ডীবনির্ঘোষে মদীয় কর্ণ-কুহর বধিরীকৃত হয়। এবং আমি যে দেবকুমারের কথা কহিয়াছিলাম তিনিই এই মহাবীর অর্জ্জুন।

বিরাট পুত্রমুখে এই সমস্ত অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় বার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, তুমি যাহা যাহা কহিলে, সকলই সত্য। এক্ষণে পাণ্ডব-দিগকে প্রসন্ন করিয়া, যদি তোমার মত হয় তাহা হইলে, পার্থসহ উত্তরার পরিণয় সম্পাদন করি। উত্তর বলিলেন ইহাঁরা অতি প্রধান লোক, সকলের পূজনীয়, ও সর্ব্বজনমান্য। অগ্রে মহাভাগগণের যথোচিত সৎ-কার করা কর্ত্তব্য। বিরাট কহিলেন, আমিও সংগ্রামে শত্রুদিগের বশতাপন্ন হইয়াছিলাম, পরে বীরবর বৃকো-দরই আমার উদ্ধারসাধন করেন, এবং ইহাঁ হইতেই সমস্ত বিপক্ষগণ পরাজিত ও গোধন সুরক্ষিত হইয়াছে। ইহাঁরা না থাকিলে যুদ্ধে বিজয়লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অতএব চল, আমরা সকলে একত্র হইয়া, সানুজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসাদিত করি। তাহা হইলে আমরা অজ্ঞানবশতঃ যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় কৃপাবলোকন পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবে

পারেন। এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া মৎস্যরাজ সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মরাজের প্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহাকে সকোষদণ্ড সমস্ত সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন। পরে সকলেরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রত্যেকের সহিত প্রণয়ালিঙ্গন করিয়া, অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক যথাবিধি সৎকার করিলেন। এবং অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য, বার-বার এই কথা বলিয়া অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ সন্দর্শনেও নয়নের পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মৎস্যরাজ পরমপ্রীতমনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আপনারা দুস্তর বনবাসবিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার ভাগ্যবলে এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এবং আমার ভাগ্যবলেই মহাশয়েরা মদীয় আবাসে নির্ব্বিঘ্নে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করি-লেন। এক্ষণে এই রাজ্য এবং আমার ইতর সম্পত্তি যে কিছু আছে। সমস্তই প্রদান করিতেছি, আপনারা অনু-গ্রহ পূর্ব্বক অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রতিগ্রহ করুন। আর যদি আপনকারদিগের মত হয়, তাহা হইলে আমি ধনঞ্জ-য়কে উত্তরা কন্যা সম্প্রদান করি। এই পুরুষসিংহ মদীয় কন্যার ঔপাধিক ভর্ত্তা হইয়াছেন। এ কথায় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অর্জ্জুন মৎস্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি আপনকার দুহিতাকে স্নুষাভাবে প্রতিগ্রহ করিতে পারি। মৎস্য ও ভারতের এই প্রকার সম্বন্ধই যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত হয়।

অনন্তর বিরাট, অর্জ্জুনকে এইরূপ অস্বীকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, আমি রাজ-

তনয়ার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে এক বৎসর একত্র অবস্থিতি করিয়াছি। তিনি অতি রহস্য কথাও আমাকে বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন। আমি শিক্ষকভাবে রাজদুহিতার বহুমত ছিলাম। তিনি আমাকে এত কাল আচার্য্যের ন্যায় মান্য করিয়া আসিয়াছেন। আমিও শিষ্যাজ্ঞানে অবিচলিত মনে তাঁহার সহিত সংবৎসর অতিপাতিত করিয়াছি। ইহাতে সাধারণের অন্যাশঙ্কা জন্মিতেও পারে। অতএব, মিথ্যাপবাদ হইতে সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং উত্তরার পাণিগ্রহ করিলে অপবাদের সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ আমি দান্ত ও জিতেন্দ্রিয়ভাবে ভবদীয় কন্যার শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়া পিতৃতুল্য হইয়াছি বলিতে হইবেক। শিষ্যা ও দুহিতাতে এবং পুত্র ও আত্মাতে কিছুই বিশেষ নাই। অতএব আপনি মদীয় পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিলে, মহাশয়ের সকল সমীহিতই সিদ্ধ হইতে পারিবে। সুতরাং এবিষয়ে আপনকার কোন আপত্তি হইতে পারে না। ইহাতে মহারাজও সন্তুষ্ট হইবেন। আমি অদ্য ভবদীয় তনয়াকে স্নুষার্থ প্রতি-গ্রহ করিলাম। বাসুদেবের স্বস্রীয়, সাক্ষাৎ দেব-কুমারের ন্যায় মদীয় কুমার, চক্রপাণির পরম প্রিয়পাত্র। সে বাল্যকালেই শস্ত্রবিদ্যায় পরম পারদর্শী হইয়াছে। সেই মহাবাহু সুকুমার মদীয় কুমার, মহাশয়ের উপ-যুক্ত জামাতা, ও রাজদুহিতার অনুরূপ ভর্ত্তা হইবে।

বিরাট কহিলেন ঈদৃশ জ্ঞানালোকসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ধনঞ্জয়ে আমার সকলই উপপন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি যাহা বলিবেন তাহাই কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন সম্বন্ধী

হইলে আমার সমস্ত কামনাই সমৃদ্ধ ও সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ, পার্থ ও মৎস্যের ঐকমত্য হইয়াছে দেখিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। পরে দিনস্থির হইলে উভয়েই সর্ব্বাগ্রে বাসুদেবের নিকট এই প্রিয় বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া, পশ্চাৎ অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ করিলেন। ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্র অভিমন্যু ও পরম প্রিয়সখা বাসুদেবকে আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। এবং আনর্ত্তস্থিত দাশার্হদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। যুধিষ্ঠিরের পরমপ্রীতিপাত্র, কাশীরাজ ও শৈব্যরাজ, উভয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে বিরাটনগরে আগমন করিলেন। মহাবল যজ্ঞসেন সমস্ত অক্ষৌহিণীর সহিত আসিয়া উপনীত হইলেন। শিখণ্ডী, অপরাজিত, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ, ও অতিবদান্য বেদাধ্যয়নসম্পন্ন অন্যান্য ভূপাল সকল নিমন্ত্রিত হইয়া যথাকালে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যপতি অতি বিনীতভাবে সসৈন্য ভূপতিগণের যথাবিধি সৎকার করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর সমস্ত পার্থিবগণ সমাগত হইলে, বনমালী, বলরাম, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব ও নিষট, সকলে একত্র হইয়া অভিমন্যু ও তদীয় মাতা সুভদ্রাকে লইয়া বিরাটনগরে শুভাগমন করিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি রথীগণ ভোজ ও অন্ধকদেশীয় যোদ্ধা সকল এবং বৃষ্ণিবংশীয় যাবতীয় বীরগণ অসঙ্খ্য রথ

তুরগাদি সমভিব্যাহারে বাসুদেবের অনুগামী হইয়া আসিলেন।

অনন্তর রমণীগণ বসন ও বিবিধ মণিরত্নে বৈবাহিক স্থান সুসজ্জিত করিতে লাগিল। পার্থের আদেশে বিরাট-ভবনে শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাদ্যনাদ হইতে আরম্ভ হইল। বৃহৎ বৃহৎ মৃগ ও পবিত্র পশু সকল বলিদান হইতে লাগিল। সুরা মৈরেয় প্রভৃতি সুখ-সেব্য দ্রব্য সকল আনীত হইল। সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ নটগণ নাট্য আরম্ভ করিল। বৈতালিক সূত ও মাগধ-গণ স্তুতিগীত করিতে লাগিল। আভরণশোভিতা পরম-রূপবতী শত শত যুবতী সুদেষ্ণাকে পুরস্কৃত করিয়া আগমন করিল। তন্মধ্যে পাণ্ডবমহিষী অলোকসামান্য রূপে সভাগত সমস্ত রমণীকেই অতিক্রম করিলেন। অনন্তর পুরনারীগণ মহেন্দ্র-দুহিতাসম নরেন্দ্র-নন্দি-নীকে অলঙ্কৃত পরিবারিত ও পুরস্কৃত করিয়া উপস্থিত হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে সুকুমার কুমারের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে ধর্ম্মরাজ, রাজতনয়াকে স্নুষাভাবে পরিগৃহীত করিলে, অর্জ্জুন কৃষ্ণাকে পুরস্কৃত করিয়া পুত্রের বিবাহ নির্ব্বাহ করিলেন।

বিরাটরাজ পাত্ররত্নে সরত্ন কন্যারত্ন প্রদান ও বিপুল ধন দান করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে হোম বিধান করিলেন। এবং দ্বিজন্মগণের যথাবিধি পূজা সমাধা করিয়া জামাতৃহস্তে রাজ্য, বল, কোষাদি সমস্ত সম্পত্তি ও পরিশেষে আত্মাকেও সমর্পিত করিলেন। এইরূপে পরিণয়কার্য্য সুসমাহিত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির বাসু-দেবানীত বিপুল রত্ননিচয় ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। এবং

সহস্র গো, প্রচুর বস্ত্র, রমণীয় ভূষণ, যান, ও শয্যাদি বিবিধ বস্তু অজস্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। ভারত ও মৎস্যনাথের অসামান্য পবিত্র চরিত্র সন্দর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডুবংশ, বৃষ্ণিবংশ, ও সবংশ বিরাটরাজের সুখের আর পরিসীমা রহিল না।

এই বিবাহমহোৎসবে নানাদেশীয় মহীপালগণের ও শত শত অক্ষৌহিণী সেনার একত্র সমাগমে বিরাট নগরের যে কি পর্য্যন্ত শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত ইতি।

সমাপ্ত।